পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 2 Monday, 02 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ২ সংখ্যা ❋ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, সোমবার, ০২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর
পাতা-২

বন্ধ হলো চা পাতা তোলা,বাড়তি সময় চেয়ে টি বোর্ডে আবেদন চা চাষিদের
পাতা-৫

এক চিন্ময় কারাগারে, লক্ষ চিন্ময় ঘরে ঘরে’, কলকাতার রাস্তায় হুঙ্কার
পাতা-৭

আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েই বড় ঘোষণা জয়ের
পাতা-৮

ভাইরাল ভিডিওর প্রেক্ষিতেই এবার কড়া পদক্ষেপ নিল কমিশন

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ হরিয়ানার পর মহারাষ্ট্র নির্বাচনে হারের জন্য ইভিএমকে দুষেছে বিরোধী শিবির। নির্বাচন কমিশনের ভরসার এই ভোট গ্রহণ যন্ত্র নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে সেই সময় প্রকাশ্যে এল এক ভিডিও। যেখানে এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব। এবং তিনি তা করতে পারেন। ভাইরাল ভিডিওর প্রেক্ষিতেই এবার কড়া পদক্ষেপ নিল কমিশন। ভিডিওটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে অভিযোগ তুলে মুম্বই পুলিশের সাইবার শাখায় অভিযোগ জানালেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানান হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যদি ইভিএম নিয়ে মিথ্যা দাবি করেন, এবং অপপ্রচার চালান সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেবে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম সৈয়দ সুজা। ভাইরাল ওই ভিডিওতে যুবক দাবি করেছেন, তিনি ইভিএমের ফ্রিকোয়েন্সিতে হেরফের ঘটিয়ে সেটি হ্যাক এবং তথ্যের কারচুপি করতে পারেন। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও কমিশনের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হয় কমিশনের তরফে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শুধু তাই নয় জানা গিয়েছে, ইভিএম নিয়ে ওই যুবকের এহেন দাবি এই প্রথমবার নয়, ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে সোশাল মিডিয়ায় এমনই দাবি করেছিলেন সুজা। তার প্রেক্ষিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলার তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশ। এবার নতুন করে মুম্বইয়ে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান্ দিল্লি ও মুম্বই পুলিশ যৌথভাবে এই মামলার তদন্ত করবে। একইসঙ্গে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ইভিএম সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। এটি ওয়াইফাই বা ব্লুটুথ কোনও কিছুর সঙ্গে সংযোগ করা যায় না। দেশের শীর্ষ আদালতও বার বার ইভিএমের উপর ভরসা রাখার কথা জানিয়েছে। তার পরও এই ধরনের গুজব ছড়ানো হলে তা গুরুতর অপরাধ এবং এই ঘটনায় জড়িতদের কমিশন কোনওভাবে ছেড়ে দেবে না।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটল বিরাটি স্টেশনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ কদিন ধরেই ঝামেলা শুরু হয়েছিল। রেলের জমিতে বা প্ল্যাটফর্মে হকার বসত। আর সেই হকার উচ্ছেদ করতে চায় রেল। তা নিয়ে কদিন ধরেই চাপানউতোর চলছিল। আজ রবিবার সেই হকার উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল বিরাটি স্টেশনে। হকাররা নিজেদের অধিকার ছা।তে নারাজ। আর রেলের অফিসাররাও এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। এই আবহে আরপিএফ সঙ্গে নিয়ে অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হকাররা। এমনকী উচ্ছেদের প্রতিবাদে রেল অবরোধ করেন তাঁরা। ভরদুপুরে এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। এখানে হকারি করে সংসার চালান তাঁরা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে হকারি করেন বলে দাবি তাঁদের। সেখানে এভাবে রুটিরুজি কেঁড়ে নিতে চাইলে প্রতিবাদ হবেই বলে সুর চড়ান হকাররা। আর রেলের অফিসাররা বলতে থাকেন, এভাবে রেলের জমি দখল করে হকারি করা যাবে না। দু’পক্ষের বাদানুবাদে তপ্ত হয়ে ওঠে বিরাটি স্টেশন। তখন রেল অবরোধ করেন হকাররা। তার জেরে দাঁড়িয়ে পড়ে হাবড়া লোকাল। হকারদের সঙ্গে প্রতিবাদ জানায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমের সংগঠনগুলি। যাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় বিরাটি স্টেশন চত্বরে। রেল সূত্রে খবর, বিরাটি স্টেশনের পাশে হকার উচ্ছেদ করার জন্য আগেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিশ হকাররা দেখেছিলেন। সুতরাং হকারদের নিজে থেকেই জায়গা ছেড়ে উঠে যাওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন রেলের অফিসাররা। কিন্তু তা করতে তাঁদের দেখা যায়নি। বরং দখল করে রেখেছিলেন রেলের জায়গা। তাই আজ, রবিবার সেখানের দোকানগুলি ভাঙার কাজ শুরু হয়। সেটা দেখতে পেয়েই প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন হকাররা। পুলিশ অফিসারদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান হকাররা। তার পরও দোকান ভাঙার কাজ না থামলে বিরাটে স্টেশনে রেল অবরোধ করেন তাঁরা। তার জেরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে হাবড়া লোকাল। এই পরিস্থিতি দেখে রেলের অফিসাররা বারবার হকারদের রাস্তা ফাঁকা করার ঘোষণা করেন। কিন্তু সে ঘোষণায় কর্ণপাত করতে রাজি হননি বিক্ষোভকারী হকাররা। বরং তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি হয় রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন পাশে এসে দা।ানোয়। হকারদের দাবি, এই দোকান চালিয়ে তাঁদের সংসার চলে। সেগুলি ভেঙে দেওয়া হলে সংসার চালানো সম্ভব হবে না। সংসার চলবে কী করে?

কেজরির ঘোষণায় অস্বস্তিতে ইন্ডিয়া জোট

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়তে চায় আপ!

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ আগামী বছর ২০২৫ সালে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। রবিবার এমনই ঘোষণা করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জানিয়ে দিলেন, ইন্ডিয়া জোট নয়, একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। নিঃ সন্দেহে তাঁর এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মনে করা হচ্ছে, এর ফলে বড়সড় ধাক্কা খেল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। তবে এই প্রথম কেজরি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তা নয়। এর আগে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেই পাঞ্জাবে ১৩টি কেন্দ্রের সব কটিতেই প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেস জোট করতে চাইলেও সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি আপ সুপ্রিমো। একই অবস্থা দেখা যায় হরিয়ানাতেও। সেখানে বিধানসভা নির্বাচনে বার বার আলোচনা হলেও আসন ভাগাভাগিতে মতানৈক্য থাকায় জোট সম্ভব হয়নি। এবার দিল্লিতেও ‘একলা চলো’ নীতিই নিলেন

কেজরি।আগামী বছর দিল্লি বিধানসভার ভোট। যদিও এখনও দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি কমিশন। তবে মনে করা হচ্ছে, নতুন বছরের একেবারে শুরুতে ফেব্রুয়ারির আগেই ভোট হতে পারে। তার আগে গত মাসে আচমকাই নির্বাচনের ১১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দেয় আম আদমি পার্টি। ১১ আসনের মধ্যে ৬টিতেই দলের বিধায়কদের টিকিট দেয়নি আপ। সেখানে বিজেপি ও কংগ্রেস থেকে আসা প্রাক্তন বিধায়ক কিংবা সাংসদকে প্রার্থী করেছে আম আদমি পার্টি। রবিবাসরীয় ঘোষণার পর পরিস্কার, ৭০ আসনের বিধানসভা নির্বাচনের সব কেন্দ্রেই থাকবে ঝাড়ু শিবিরের প্রার্থী। বলে রাখা ভালো, গতবার ৭০টির মধ্যে ৬২ আসনেই জিতেছিল আপ। কিন্তু এবার তাদের লড়াই কঠিন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিজেপিকে টক্কর দিতে তাই অন্য কারও উপরে ভরসা না রেখেই একা লড়তে চাইছেন কেজরি।

এবার ইপিএফ সঞ্চয়ে উঠতে পারে সীমা, জমা টাকা তোলা যাবে এটিএম কার্ডে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ঃ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে আয় অব্যাহত রাখতে, কর্মচারীদের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)-তে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। ইপিএফও-তে বিনিয়োগ করা অর্থের একটি অংশ অবসর গ্রহণের পরে পেনশন হিসাবে পাওয়া যায়। এবার সেই কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্প ইপিএফও-তে কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। নতুন নিয়মে কর্মীরা আরও বেশি সুবিধা পাবেন। এবং আরও বেশি সঞ্চয়ের সুযোগ যেমন পাবেন, তেমনই হঠাৎ কোনও জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত এটিএম কার্ডের মাধ্যমে টাকা তুলতে পারবেন বিনিয়োগকারী। সূত্রের খবর, ২০২৫ সালের মে-জুন থেকে এই নিয়ম কার্যকর হতে পারে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেন্দ্র সরকার ইপিএফও-৩.০ আনার পরিকল্পনা করছে। এটি কার্যকর হলে ইপিএফও-র নিয়মে অনেক পরিবর্তন হবে। তখন বিনিয়োগকারীরা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তোলা এবং বিনিয়োগে আরও বেশি সুবিধা পাবেন। সরকার সম্প্রতি প্যান ২.০ প্রকল্প ঘোষণা

করেছে। আশা করা হচ্ছে, সরকার এবার ইপিএফও ৩.০ প্রকল্প ঘোষণা করতে চলেছে। বর্তমানে কর্মীরা তাঁদের বেতনের মাত্র ১২ শতাংশ ইপিএফ-এ বিনিয়োগ করতে পারেন। নিয়োগকারী সমপরিমাণ অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা করে। নতুন নিয়মে এই ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করার প্রস্তাব রয়েছে। অর্থাৎ, কর্মীরা তাঁর ইপিএফও অ্যাকাউন্টে চাইলে আরও বেশি বিনিয়োগ করে রাখতে পারবেন। অবশ্য নিয়োগকর্তার অংশ একই থাকবে। অনেক ইপিএফও সদস্য তাঁদের অ্যাকাউন্টে ১২ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একটি ঊর্ধ্বসীমার কারণে তাঁরা তা করতে সক্ষম হননি। তবে, ইপিএফও ৩.০ চালু হওয়ার পরে, তিনি তার ইচ্ছামতো বিনিয়োগ করতে পারেন। এক ইপিএফও আধিকারিক জানিয়েছেন, অনেক সদস্যই তহবিল থেকে আংশিক অর্থ তুলতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। এমন পরিস্থিতিতে, এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে, ইপিএফও ৩.০ কার্যকর হলে কর্মীরা এটিএম-এর মাধ্যমে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলতে পারবেন। এই নিয়ম কার্যকর হওয়ার পরে, পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা সহজ হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, এই সংক্রান্ত আলোচনা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সদস্যদের আরও বেশি সঞ্চয়ের স্বাধীনতা দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য। তখন বিনিয়োগকারীরা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তোলা এবং বিনিয়োগে আরও বেশি সুবিধা পাবেন।

এসএসসি কেলেঙ্কারি, দুজনকে গ্রেফতার করল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের স্কুল নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনে গ্রুপ ’সি’ এবং ’ডি’ পদে নিয়োগ কেলেঙ্কারির মামলায় মধ্যস্থতাকারী প্রসন্ন কুমার রায় এবং তার প্রধান এজেন্ট চন্দন মণ্ডল যথাক্রমে ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ এবং ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে দায়ের করেছেন। দুজনকেই কলকাতার মাননীয় বিশেষ আদালতে (পিএমএলএ) হাজির করা হয়েছিল এবং মাননীয় আদালত ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ইডি হেফাজত মঞ্জুর করেছে। অযোগ্যদের নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলে গ্রুপ ’সি’ এবং গ্রুপ ’ডি’ পদে বেআইনিভাবে নিয়োগের বিষয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮-এর বিভিন্ন ধারায় সিবিআইয়ের দায়ের করা দুটি এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ইডি। তালিকাভুক্ত ও নিম্নমানের প্রার্থী এবং যোগ্য ও প্রকৃত প্রার্থীদের বঞ্চিত করা এবং ন্যায্যতা বজায় না রেখে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান লঙ্ঘন করে একে অপরের সাথে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও, সিবিআই চার্জশিটে প্রকাশিত হয়েছে যে ডব্লিউবিসিএসসির আধিকারিকরা অন্যদের সাথে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে মোট ৩,৪৩২ জন (১১২৫ টি গ্রুপ ’সি’ ২৩০৭ গ্রুপ ’ডি’) প্রার্থীকে গ্রুপ ’সি’ এবং ’ডি’ পদের জন্য বেআইনিভাবে নিয়োগ সুপারিশ করেছিলেন। এর আগে ইডি প্রসন্নকুমার রায, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর সংস্থা মেসার্স দুর্গা ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ২৫শে অক্টোবর তারিখের পিএওর মাধ্যমে ১৬৩.২০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি (জমি পার্সেল, হোটেল এবং ফ্ল্যাট) অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছিল, জানিয়েছে ইডি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে, প্রসন্ন কুমার রায়, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর এবং অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত সংস্থাএলএলপিগুলির হাতে থাকা ২৩০.৬০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি, ১০.০৪.২০২৪ তারিখের পিএওর মাধ্যমেও সংযুক্ত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৩৯৩.৮০ কোটি টাকা।

পকেটে টাকা শেষ হলেও ভরছে না বাজারের থলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ শীতের মরসুমে সাধারণত শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেড়ে যায়। তবে এবছর ফসলের ফলন কম হওয়ার কারণে বাজারে সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশি থাকায় বাজারে দাম বেড়ে গেছে। বাঙালি বাড়িতে আদার ব্যবহার নিত্যদিনের রান্নার অপরিহার্য অংশ। চায়ের স্বাদ বাড়ানো থেকে শুরু করে নানা ধরনের রান্নায় আদার ব্যবহার অপরিসীম। তবে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে গৃহস্থালির বাজেটে চাপ পড়ছে। আদার দাম এখন প্রতি কেজিতে প্রায.২০-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক কিলো টমেটোর দাম বেড়ে হযেছে ৩০ টাকা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন রান্নার একটি অপরিহার্য উপাদান হওয়ায় এর মূল্যবৃদ্ধি চিন্তার কারণ। পেঁয়াজ এবং সাম্বার পেঁয়াজ। পেঁয়াজঃ৪২ টাকা প্রতি কিলো। সাম্বার পেঁয়াজ-৩০ টাকা প্রতি কিলো। আলু ও মুলো, আলু ২৫ টাকা প্রতি কিলো। মুলো-১৫ টাকা প্রতি কিলো। সবুজ মরিচ এবং লেব, সবুজ মরিচঃ ১৮ টাকা প্রতি কিলো। লেবু ৩০ টাকা প্রতি কিলো। ক্যারট ৫০ টাকা প্রতি কিলো। বিনস ৩০ টাকা প্রতি কিলো। বিট ৩৫ টাকা প্রতি কিলো। বগুন এবং করলা (উচ্ছে) বেগুন ১০ টাকা প্রতি কিলো। করলা ২০ টাকা প্রতি কিলো। ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা এবং পটল-ঢেঁড়সঃ ১৫ টাকা প্রতি কিলো। আদাঃ ৫০ টাকা প্রতি কিলো। নারকেলঃ ২৫ টাকা প্রতি টুকরো।

ধর্মঘট ঘোষণার পরই লুকিয়ে ভিন রাজ্যে আলু পাচারের চেষ্টা!

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১ ডিসেম্বর ঃ দাম নিয়ন্ত্রণে অন্য রাজ্যে আলু রপ্তানিতে আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে প্লাস্টিকে করে চালানের মধ্যে লুকিয়ে ভিন রাজ্যে আলু পাচারের ছক কষা হল! তবে নজরদারির জেরে সেই ছক বানচাল করা হয়েছে। আসানসোলের বারাবনির কাছে ঝাড়খণ্ড সীমানায় ট্রাক থেকে পাঁচশো বস্তা আলু বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালক ও খালাসিকে। জানা গিয়েছে, আলুগুলি গোপনে বিহারে রপ্তানি করা হচ্ছিল। রবিবার সকালে বারাবনির কাছে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় নজরদারি চলছিল

পুলিশের। সেসময় নজরে পড়ে একটি ট্রাক প্লাস্টিক ঢাকা অবস্থায় যাচ্ছে বিহারের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তা আটক করে চালান দেখতে চায় টহলরত পুলিশ। দেখেন, চালানে লেখা যে লরিতে রয়েছে প্লাস্টিকের ব্যাগ। তাতে সংেদহ হওয়ায় গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। দেখা যায়, প্লাস্টিকের আড়ালে লুকিয়ে বস্তা বস্তা আলু। গুনে দেখা যায়, মোট ৫১০ টি বস্তা রয়েছে ট্রাকের মধ্যে। পুলিশ সূত্রে প্রাথমিক খবর, সাধারণত ১৯ নং জাতীয় সড়ক গোপনে পাচারের রুট। কিন্তু এখন রুট বদল হয়েছে। এবার বারাবনি ও ঝাড়খণ্ডের নলা সীমানার গৌরান্ডি ব্রিজ দিয়ে আলু পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বারাবনি থানার পুলিশ ট্রাকটিকে ধরে ফেলে। চালক ও খালাসিকে আটক করা হয়েছে। তাদের জেরা করে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, হুগলির পান্ডুয়া থেকে বিহারের গয়ায় পাচার করা হচ্ছিল ৫০০ বস্তা আলু। এই ঘটনার পর আরও সতর্ক হল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ। এমনিতেই মঙ্গলবার থেকে আলু ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটের ডাক দেওয়ায় বাজারে জোগান নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে এভাবে ভিনরাজ্যে পাচার করলে আরও টান পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। আর তা রুখতেই সীমানায় নজরদারি আরও বাড়ানো হল।

হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কলকাতার বাসযাত্রীদের প্রাণনাশের হুমকি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর ঃ হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। তার মধ্যে বাড়ছে আতঙ্ক। বিশেষত ভারতীয় হিন্দুরা সেখানে একেবারেই নিরাপদ বোধ করছেন না। এই নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়ল সম্প্রতি ত্রিপুরার মন্ত্রীর একটি পোস্টে ঘিরে। তাতে দেখা গিয়েছে, ত্রিপুরা লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কলকাতাগামী একটি বাস ঘিরে ধরে যাত্রীদের হুমকি দিচ্ছে উত্তেজিত জনতা। প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ভারত বিরোধী স্লোগানও তোলা হয় বলে অভিযোগ। ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর দাবি, এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে কলকাতা-বাংলাদেশ বাস পরিবহণে। কেউ আর বাসে যেতে চাইছেন না। ফলে গত দুদিনে একটি টিকিটও বিক্রি হয়নি বলে দাবি তাঁর।

শনিবার ছবি-সহ ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন সুশান্ত চৌধুরী। লেখেন, ‘ত্রিপুরা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোডে আক্রান্ত হয়েছে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস গাড়ি। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গাড়িতে থাকা ভারতীয় যাত্রীরা, বাসটি বিশ্বরোডের এক পাস ধরেই যাচ্ছিলো। হঠাৎ বাসটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দুর্ঘটনার কবলে ফেলার জন্য ধাক্কা দেয় পণ্যবাহী একটি ট্রাক। একই

সময়ে রাস্তায় থাকা একটি অটো বাসের সামনে চলে আসে এবং শ্যামলী বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন বাসে থাকা ভারতীয় যাত্রীদের ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে। তাদের সামনেই ভারত বিরোধী নানা স্লোগান দিয়ে এবং কটু মন্তব্য করে যাত্রীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসে থাকা ভারতীয় যাত্রীরা। আমি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই এবং বাসে থাকা ভারতীয় যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সেদেশের প্রশাসনকে দ্রুত হস্তক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।’ এই ছবি অবশ্য বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়ছে, তাতে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। বিশেষত ধর্মীয় স্থানগুলি। যদিও সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দাবি, সংখ্যালঘুরা সেখানে নিরাপদেই রয়েছেন। পরিস্থিতি মোটেও তেমন নয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

দুরন্ত বার্তা -৩০ ও সুচিকিৎসা-২৭

“আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।”

‘দুরন্ত বার্তা’ দৈনিক সংবাদ পত্রিকা রূপে ত্রিশ বছরে পদার্পণ করলো। ঊনত্রিশটা বছর অতিক্রম করে এবারে ১ ডিসেম্বর ‘দুর্গম গিরি কান্তার মেরু দুস্তর পরাপার’ করে ত্রিশ বছরে পা দিল। তার সঙ্গে এসে উপস্থিত হল ‘সুচিকিৎসা’ স্বাস্থ্য মাসিক পত্রিকা। এই মাসিক পত্রিকাও এবারে সাতাশ বছরে পা রাখল। বাংলা দৈনিক পত্রিকার পাশাপাশি একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা বহুকাল ধরে লালিত পালিত অবস্থায় ছিল। গত বছরে ইংরেজি দৈনিক ‘ইণ্ডিয়ান ইনফো এক্সচেঞ্জ’ নামে একটি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা বাংলার সংবাদপত্র পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেল। দৈনিক ‘দুরন্ত বার্তা’ এবং মাসিক ‘সুচিকিৎসা’ বহু দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। গোবি বা সাহারা মরুভূমি এবং খাইবার পাস ইতিক্রম করতে যেরকম কষ্ট হয় পর্যটকদের ঠিক সেই রকমও একটি পত্রিকাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে একই রকম ধকল পোহাতে হয়। সেই সব প্রতিকূল পরিবেশকে অতিক্রম করে অনুকূপ পরিবেশ তৈরি করে যেভাবে দৈনিক ‘দুরন্ত বার্তা’ পত্রিকাটি সংবাদ পরিবেশন করে চলেছিল তা একথায় বলা যেতে পারে বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাস। বিশ্বকাপ জয় করা পর যে রকম উচ্ছ্বস দেখতে পাওয়া যায় ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে একই রকম মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় ‘দুরন্ত বার্তা’ এবং ‘সুচিকিৎসা’ পাঠকদের মধ্যে। করোনা সংক্রমণকালে যখন পত্রিকা প্রকাশ করাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মিডিয়া জগতের কাছে। সেই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা। বহু ঝড় ঝাপটাকে সামাল দিয়ে আজও পাঠকদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা। এবারে সেই পাঠকদের হাতে বাড়তি ইংরেজি সংবাদপত্র ‘ইণ্ডিয়ান ইনফো এক্সচেঞ্জ’ গিয়ে

উপস্থিত হচ্ছে। এই ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাটি এবারে দুই বছরে পদার্পণ করলো। বাংলার পর্যটন পিপাসুদের জন্য সুলভ রিসর্ট তৈরি করা হয়েছে পুরুলিয়ায অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে। নামকরণ হয়েছে ‘গীতাঞ্জলী রিসর্ট’। এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করছে ‘দুরন্ত বার্তা’ (বাংলা) এবং ‘ইণ্ডিয়ান ইনফো এক্সচেঞ্জ’ (ইংরেজি)। পাশাপাশি মানুষকে সুস্থ রাখার অঙ্গীকার নিয়ে ‘সুচিকিৎসা’ সমানভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষ্রে দ্বারে সংবাদকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং বিশ্বের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের খবর যেমন দিয়ে থাকে পাঠকদের, তৎসহ সবার স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে কর্তব্য নিষ্ঠতার মতো দায়িত্ব পালন করে চলেছে মাসিক ‘সুচিকিৎসা’ পত্রিকা। আমরা পাঠক সমাজের কাছে গর্বের সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে বলে থাকি -‘ ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার’। সবাইয়ের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছে এই মিডিয়া হাউস। সেই দায়িত্ব ভবিষ্যতে যাতে আরও নিষ্ঠার পথ ধরে এগিয়ে চলতে পারে তার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করি। আমরা আশা রাখি যে সবার আর্শীবাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবো না। পত্রিকার জন্মদিনে সেই শুভেচ্ছা গ্রহণীয় হয়ে থাকুক ভোরের সূর্যোদয়ের আলোর বিচ্ছুরণের মধ্যে দিয়ে। ডিসেম্বর মা প্রভু যিশুর জন্মমাস। এই মাসেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বেথহেলেমে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রভু যিশুখ্রিষ্ট। তাঁর বাণী ছিল ‘মানব প্রেম।’ এই মিডিয়া হাউস মানব প্রেমে বিশ্বাসী। মানব সেবাই এই মিডিয়ার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ রবিবার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বলেছেন, তাঁদের সাহস দেশের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষায় অবদান রাখে।প্রধানমন্ত্রী জানান, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিএসএফ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সীমায় দাঁড়িয়ে। তাঁরা সাহস, উৎসর্গ এবং ব্যতিক্রমী সেবার প্রতীক। তাঁদের সতর্কতা এবং সাহস আমাদের দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় অবদান রাখে।উল্লেখ্য, বিএসএফ বিশ্বের বৃহত্তম সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। প্রতি বছর ১ ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

বাড়লো বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম, স্থিতিশীল গৃহস্থের সিলিন্ডারের দর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বর মাস শুরু হতে না হতেই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আরও একবার বাড়লো। ১ ডিসেম্বর থেকে তেল কোম্পানিগুলি ১৯ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১৬.৫০ টাকা বাড়িয়েছে। জানা গেছে, দিল্লিতে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এখন ১৮১৮.৫০ টাকা হয়েছে। এই নিয়ে টানা পাঁচ মাসে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হল।তবে এটা স্বস্তির বিষয় যে, গার্হস্থ্য গ্যাসের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টে গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম প্রায় ১০০ টাকা কমানো হয়েছিল। এরপর থেকে এর দাম স্থিতিশীলই রয়েছে। কলকাতায় এর দাম ৮২৯ টাকা, রাজধানী দিল্লিতে ৮০৩ টাকা, মুম্বইয়ে ৮০২.৫০ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৮১৮.৫০ টাকা। আর উজ্জ্বলা প্রকল্পের গ্রাহকরা এই সিলিন্ডারে ৩০০ টাকা ভর্তুকি পান।

রবিবারও কালিন্দী কুঞ্জে যমুনার জলে ভেসে বেড়ালো বিষাক্ত সাদা ফেনা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। যেন মেঘ নেমে এসেছে যমুনার জলে। রবিবার সকালে সেখানে দেখা গেল এমনই দৃশ্য।বিগত মাসব্যাপী যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। রবিবার সকালেও হেরফের হলো না যমুনার 'বিষাক্ত' জলের পরিস্থিতির। যা রীতিমতো উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বহু মানুষ। কবে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে, প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে মানুষের মনে।

সুচেতা কৃপালিনীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

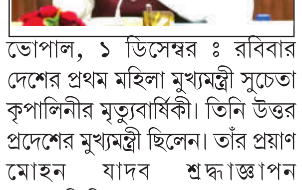

ভোপাল, ১ ডিসেম্বর ঃ রবিবার দেশের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালিনীর মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রয়াণ মোহন যাদব শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।তিনি বলেন, দেশের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালিনী আজীবন নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর অবদান আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১ডিসেম্বরঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহ হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

মঙ্গলবার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার মিতালি রাজের জন্মদিন

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ মিতালি রাজ হলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং মহিলা ক্রিকেটের সেরা খেলোয়াড়দের একজন।৩ ডিসেম্বর ১৯৮২, রাজস্থানের যোধপুরেজন্মগ্রহণ করেন মিতালি।১৯৯৯ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করেন মিতালি রাজ।সেই খেলায় তিনি ১১৪ রানে অপরাজিত ছিলেন। ২০০১-০২ মরসুমে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লখনউতে টেস্ট ম্যাচে অভিষেক হয় তাঁর ।১৭ আগস্ট ২০০২, ইংল্যান্ডের টাউনটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তাঁর তৃতীয় টেস্টে ক্যারেন রোল্টনের ২০৯ রানের অপরাজিত সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত টেস্ট রানের রেকর্ডটি ভেঙে ২১৪ রানের নতুন রেকর্ড গড়েন মিতালি। যদিও ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২৪২ রান করে পাকিস্তানের কিরণ বালুচ তাঁর রেকর্ডটি ভেঙে দেন।২০০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্বকাপে তিনি প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছেন, তবে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়। ২০১৩ সালেও তার অধিনায়কত্বের ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছায়। কিন্তু এবারও মিতালিরা ফাইনালে হারে ইংল্যান্ডের কাছে ৯ রানে।২০১৩ সালেই ওয়ানডে ক্রিকেটার তালিকায় মিতালির নাম ছিল এক নম্বর স্থানে। তিনি তাঁর কেরিয়ারে টেস্ট ক্রিকেটে ১টি শতরান এবং ৪টি অর্ধশতরান করেন। ওয়ানডে ক্রিকেটে তাঁর রয়েছে ৫টি শতরান এবং ৫০টি অর্ধশতরান। তাঁর সেরা বোলিং ৩৪ এবং টি-টোয়েন্টিতে ১০টি অর্ধশতরান করেছিলেন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিশ্ব ক্রিকেটে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হন, যিনিওয়ানডে ক্রিকেটে ৫৫০০ রান করেন। মিতালি ভারতের হয়ে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন। ২০১৭ সালে মিতালি ওয়ানডে ক্রিকেটে ৬০০০ রান করে বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হন।২০১৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি ওয়ানডেতে আইসিসির বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেট দলে অন্যতম খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মিতালি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন।

সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুকে নিয়ে নতুন বিবৃতি বাংলাদেশ ইসকনের, মুখ খুললেন ইউনূসও

ঢাকা, ১ডিসেম্বরঃরাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বাংলাদেশ পুলিসের হাতে গত সোমবার গ্রেফতার হন হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস। তাঁর জামিনের আর্জিও খারিজ করেছে বাংলাদেশের আদালত। গত বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে নিয়ে একটি বিবৃতি দেয় বাংলাদেশ ইসকন। তাতে বলা হয়েছিল, সন্ন্যাসী চিন্ময়ের কোনও কাজের দায় ইসকন নেবে না। কারণ, তিনি ইসকনের কেউ নন। শুক্রবার সেই বক্তব্য থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে নতুন বিবৃতি জারি করেছে বাংলাদেশ ইসকন। এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, ' হিন্দুদের অধিকার এবং তাদের ধর্মীয় স্থানগুলি রক্ষার জন্য চিন্ময়কৃষ্ণের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে ইসকন। তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরি করা হয়নি। আমরা শুধু একটা জিনিস স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, তিনি ইসকনের সদস্য নন। বাংলাদেশের ইসকনের প্রতিনিধিত্ব তিনি করছেন না। গত কয়েক মাসে এই কথা একাধিকবার আমরা বলেছি।'গত, বৃহস্পতিবার ইসকনের তরফে জানানো হয়েছিল, ' কয়েক আগেই শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌর দাস, সদস্য গৌরাঙ্গ দাস এবং চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বহিষ্কার করেছে ইসকন বাংলাদেশ। তাই তাঁর কোনওরকম বক্তব্য কিংবা কার্যকলাপের দায় ইসকনের নয়।' আর আজ ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নতুন বিবৃতি জারি করেছে ইসকন বাংলাদেশ।গত সোমবার সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির পর নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন বাংলাদেশের হিন্দুরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করতে দেখা যায় পুলিসকে। যাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। দেশ-বিদেশে গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। কাঠগড়ায় তোলা হয় বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। হিন্দুদের উপর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় ভারতেও। সেই সবকিছুর মাঝেই চাপে প।ে মুখ খুললেন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ইসকনের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না। বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত। ন্যায় বিচার পাবেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস। তিনি এও জানিয়েছেন, বাংলাদেশ অন্য কোনও দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে নাক গলায় না। ভারত যে বিবৃতি বাংলাদেশকে নিয়ে দিয়েছে তা অবাঞ্ছিত। গত, বৃহস্পতিবার ঢাকা হাইকোর্ট বাংলাদেশে ইসকনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। বর্তমানের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন শেখ হাসিনাও।

বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্ল্যাবঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

সুরাট, ১ ডিসেম্বর ঃরেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার গুজরাটের সুরাটের কিম গ্রামে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের জন্য স্ল্যাব ট্র্যাক সিস্টেম পরিদর্শন করেছেন। কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে। পরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্ল্যাব।রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, স্ল্যাব হল বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জাপানি প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে বিশ্বের বৃহত্তম স্ল্যাব তৈরির সুবিধা এখানে রয়েছে সুরাটের কিম গ্রামে। এই সুবিধায় এখানে উচ্চ নির্ভুলতা এবং অত্যন্ত দক্ষ কাজ করা হচ্ছে। পরীক্ষা এবং গুণমান পরীক্ষাও খুব উচ্চ মানের। পরীক্ষা এবং গুণমান পরীক্ষাও খুব উচ্চ মানের। আগে আমরা জাপান থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখন ভারতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই সুবিধা ভবিষ্যতের নির্মাণ প্রকল্পেও সাহায্য করবে।

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শ্যামবাজারে সচেতনতা যাত্রা ও বিশেষ কর্মসূচি

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ রবিবার বিশ্ব এইডস দিবস। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হল, ' টেক দ্যা রাইট পাথ টু এন্ড এইডস'। দিনটি উপলক্ষে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মো। থেকে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতা যাত্রার আয়োজন করা হয়। এটি বিধানসরণী, বিডন স্ট্রিট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে শ্যামবাজারে এসে শেষ হয়। মূল উদ্দেশ্য এইডস ও থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।বেলুন ও পাযরা উড়িয়ে শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জন। অনুষ্ঠানে অংশ নেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী, চিকিৎসক, ক্লাব-সংগঠনের সদস্য ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। এইডস ও থ্যালাসেমিয়া ছাড়া ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোধেও বিশেষ প্রচার চালানো হয়। এদিন ১৩টি সংগঠন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে অংশগ্রহণ করে। সমাজ সচেতনতামূলক এই উদ্যোগে সকল অংশগ্রহণকারী ও সংগঠনকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, গান ও নৃত্য উপস্থাপন করা হয়। ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়া বাংলার দুর্গাপূজাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য বলেন, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা চাই সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষ মারণ রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ হোক।গত ১৫ বছরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ থ্যালাসেমিয়া বাহকের রক্ত পরীক্ষা করেছে। এদিন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় শ্যামবাজার এলাকায়।

ওয়াকফ বিল সংশোধন প্রসঙ্গে তোপ কল্যাণ-ফিরহাদের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বরঃ ওয়াকফ বিল সংশোধনের নামে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐক্য ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে মোদী সরকার। শনিবার রানি রাসমণি রোডে দলের সংখ্যালঘু সেলের সমাবেশ থেকে এই অভিযোগ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের মন্ত্রী-কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে কল্যাণের অভিযোগ, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর রামমন্দির তৈরি করেছেন। একইভাবে ওদের বাকি সম্পত্তি হাতিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছেন? কিন্তু জেনে রাখুন, তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মের লড়াই হতে দেব না। দরকার হলে আরও রক্ত দেব, কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধ্বংস হতে দেব না।এদিন এ প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, ওয়াকফ কী? আল্লার সম্পত্তি। সেটাকে সংরক্ষণের জন্য সংবিধান একটা সিস্টেম করে দিয়েছে। সেটাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আসলে মুসলিম সম্পত্তিগুলির দখল নিতে সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারাকে আঘাত করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে।তৃণমূল সাংসদের কথায়, বহু দরগার কাগজপত্র নেই। শয়ে শয়ে বছর ধরে যেগুলো ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে, সেগুলোর কাগজ নেই বলে আপনি সেগুলোর অধিকার কেড়ে নেবেন, তাই কখনও হয় নাকি? এভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের আবেগ, অধিকার নষ্ট করা হবে আর আমরা চুপ করে থাকব, তাই হয় নাকি?জবাবও দিয়েছেন নিজেই। কল্যাণ বলেন, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির বা পুরীর মন্দিরের কমিটিতে শুধু হিন্দুরা থাকলে মুসলিমদের কমিটিতে কেন শুধু মুসলিম থাকবে না? আপনি বলতে পারেন, নিরপেক্ষতার কথা, তাহলে বিশ্বনাথ বা পুরীর মন্দিরে কমিটিতে হিন্দু ছাড়া অন্যদের রাখা হয়নি কেন? সংবিধান তো সেই অধিকার কাউকে কেড়ে নিতে বলেনি।তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সরকার আদতে এই বিল এনে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে। বিল লাগু করে তাঁরা ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চাইছে।সম্প্রতি ওয়াকফ বিল নিয়ে বৈঠকে আহত হন কল্যাণ। তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরতে দেখা গিয়েছিল। ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নামোল্লেখ করে কল্যাণ বলেন, ওয়াকফ সংশোধনীর বিলের প্রতিবাদ করেছিলাম বলে উনি আমার মা, বাবা তুলে নোংরা ভাষায় গালাগালি করেছিলেন। এই রকম একটা নোংরা লোক কীভাবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হল, আমি সেটাই ভাবছিলাম।এদিন ফিরহাদ বলেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে ধর্মের বিভাজন তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। কে কী খাবে, কী পরবে তা কি বিজেপি ঠিক করে দেবে? উত্তরপ্রদেশে সেটাই হচ্ছে, পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। এ জিনিস বরদাস্ত করার প্রশ্নই নেই। ওদের প্ররোচনায় পা দেবেন না।প্রসঙ্গত, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে দল ও রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ওয়াকফ আইনে পরিণত হলে ওয়াকফ ব্যবস্থাই ধ্বংস হযে যাবে। ২০২৪ সালে যেটা আনা হযেছে, আমি মনে করি রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করার দরকার ছিল। অথচ আমাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি।

ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গলের জেরে জলমগ্ন তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির বহু এলাকা, উদ্ধারকাজ জারি

পুদুচেরি, ১ ডিসেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে শনিবার রাতে আছড়ে পড়ে। তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূল বরাবর কারাইকাল ও মহাবলী পুরমের মধ্যে স্থলভাগ অতিক্রম করেছে সেটি। রবিবার ঝোড়ো হাওয়া-সহ ভারী বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। রবিবার সকালে শক্তি হারিয়ে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে আরও শক্তিক্ষয় করে এই গভীর নিম্নচাপ সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে।ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গলের প্রভাবে পুদুচেরিতে বহু জায়গায় জল জমে প্রায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকাজ শুরু করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উদ্ধারকারী দল ১০০ জনকে স্থানান্তরিত করেছে। ৫০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। পুদুচেরির জেলাশাসকের অনুরোধের ভিত্তিতে এই উদ্ধারকাজ বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে এনডিআরএফ-ও মোতায়েন করা হয়েছে।এনডিআরএফ-এর দল তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে জমা জলে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করেছে।

আবহাওয়া

শহর কলকাতায় ১৭ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭৩ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি কম। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৩ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫৪মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৮মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৫ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ১ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১৬ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ৩০ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১০ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩০ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ ১৫ অঘোন, মুসলিমঃ২৯-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২ঃ৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ১৭।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৬ঃ৪৮(১) এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৩ঃ৪৬(১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) সকাল ঘ ১১ঃ০৪ঃ১২ দং ১২৩৩৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅনুরাধা বিকাল ঘ ০২ঃ ৩০ঃ০৮ দং ২১৮৪২.৫ পর্যন্ত পরে জ্যেষ্ঠাকরণঃনাগ সকাল ঘ ১১ঃ০৪ঃ ১২ দং ১২৩৩৫২.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন রাত্রিঃ১১ঃ৩৮ঃ০৩ দং ৪৩৫৮৩০ পর্যন্ত পরে ববযোগঃ সুকর্মা সন্ধ্যা ঘ ০৫ঃ২৪ঃ৪৪ দং ২৮২৫১২.৫ পর্যন্ত পরে ধৃতিঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ৪৫ঃ৪২ থেকে - ০৮ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৭ঃ০২ থেকে - ০২ঃ৩৯ঃ১৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৭ঃ১৪ থেকে - ০৯ঃ১৩ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫১ঃ৫৯ থেকে - ০১ঃ৩৭ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৩০ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ০২ঃ৩৯ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৩ঃ২২ঃ১৭ থেকে - ০৪ঃ০৫ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৩ঃ২২ঃ১৭ থেকে - ০৪ঃ০৫ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৩ঃ২৩ঃ৪৮ থেকে - ০৪ঃ১৬ঃ৪৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৪৮ থেকে - ১১ঃ২৫ঃ৩১ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১১ঃ২৫ঃ৩১ থেকে - ১২ঃ৪৬ঃ১৪ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০১ঃ০৪ঃ৪৮ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ০৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭১৫৩৭২৮ (১৭) ৪ পদচন্দ্রঃ৭২৩৫৭৪২ (১৮) ৩ পদমঙ্গলঃ৩১০১৪৫৫ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১৬২৬৫৮ (১৭) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২৩৫৭১৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮২৯৩৩৫ (২১) ১ পদশনিঃ১০১৫৩০৫৩ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১১১০২৪ (২৬) ৩ পদ কেতুঃ৫১১১০২৪ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রিলগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৭ঃ১০ঃ৪৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ১৬ঃ০৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১১ঃ০৩ঃ০০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ৩৬ঃ২৩ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০২ঃ০৭ঃ২৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৮ঃ০২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ৪৬ঃ২৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৯ঃ৪৩ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১০ঃ১৫ঃ২৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৭ঃ১০ঃ৪৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ১৬ঃ০৭ পর্যন্ত।

শহরের তিন প্রান্তে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হাওড়া ও কলকাতায়, স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ রবিবার শহরের তিন প্রান্তে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো হাওড়া ও কলকাতায়, স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক। এদিন দুপুরে কলকাতার দিক থেকে হাওড়া ব্রিজে ওঠার মুখে নর্থ পোর্ট থানা এলাকায় ফুলের বাজারের কয়েকটি দোকানে বিধ্বংসী আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থলে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগানোর জন্য ঝালাইয়ের কাজ হচ্ছিল। তারই ফুলকি থেকে এদিন আগুন ধরে যায়। হোর্ডিং লাগানোর সময় সেখানে ব্লু গান দিয়ে তা জোড়া হচ্ছিল। সেখান থেকেই আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে কয়েকটি দোকান ঘরে। এর জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে রবিবার ছুটির দিন থাকায় বড়সড় ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গেছে। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা ফুলের বাজারের কয়েকটি দোকানে আগুন লাগে। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, এদিনই জাতীয় সড়কের উপরে চলন্ত অবস্থায় জ্বলে যায় একটি গাড়ি। ঘটনাটি ঘটে আলমপুর রসিকলের কাছে ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। রবিবার দুপুর নাগাদ কোলাঘাট থেকে কলকাতার দিকে আসছিল গাড়িটি। হঠাৎই তাতে আগুন ধরে যায়। গাড়িটি ভস্মীভূত হলেও এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। এর পাশাপাশি, এদিন হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় জে এন মুখার্জি রোডে একটি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় গাড়িটি। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সিপিআইএমের মিছিল হাওড়ার বালিতে। রবিবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ বালিখাল সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণ সিনেমা হলের সামনে থেকে বেলুড় বাজার নেতাজি পার্ক পর্যন্ত ওই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এবং চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভু সহ বাকিদের মুক্তির দাবি তোলা হয় এদিন।

নিজের কেন্দ্রে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, অভিষেকের নতুন প্রয়াস সেবাশ্রয়

বিষ্ণুপুর, ১ নভেম্বরঃ নতুন বছরে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে বাসিন্দাদের জন্য সুখবর দিলেন এই কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা কালে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল এই লোকসভা কেন্দ্র। সেই সময় ডায়মন্ডহারবার মডেল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এবার সেই ডায়মন্ডহারবার বাসীদের জন্য নতুন বছরে সুখবর জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুরের আমতলায় দলীয় কার্যালয়ে চিকিৎসকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানে এসে নতুন এই প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন অভিষেক। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে সেবাশ্রয়। এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে এই কেন্দ্রের সমস্ত নাগরিকদের কাছে উন্নত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার কথা জানান তিনি। নতুন বছরের এক তারিখ থেকে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে থাকা ডায়মন্ডহারবার , ফলতা , বজবজ , মেটিয়াবুরুজ , সাতগাছিয়া , বিষ্ণুপুর, মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রে টানা ১০ দিন ধরে চলবে এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হবে। পরবর্তী সময়ে আরো পাঁচ দিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হবে। এদিনের এই সম্মেলনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা ও রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিধায়ক দিলীপ মন্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭ টি বিধানসভার বিধায়করা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের মোট ৮০০ জনেরও বেশি চিকিৎসক এই পরিষেবা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থাকবেন পাঁচজনেরও বেশি চিকিৎসক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বছরের এই স্বাস্থ্য শিবিরের কথা ঘোষণার পর স্বাভাবিক ভাবেই খুশি এলাকার বাসিন্দারা । আবারও প্রশংসার পঞ্চমুখ হতে চলেছে ডায়মন্ডহারবার মডেল। এ বিষয়ে অভিষেক জানান, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি মানুষ আমাদের পরিবারের সদস্য। প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যই আমাদের কাছে মূল্যবান। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে ২০২৪ সালে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করেছিলাম। সেই পরীক্ষা শিবিরে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছিল। এবার নতুন বছরে থেকে ৭টি বিধানসভার প্রতিটি জায়গায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হবে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির নয় বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান থেকে শুরু করে সমস্ত রকম পরিষেবা দেওয়া হবে সাধারণ মানুষদের। এমনকি রাজ্যের ১২টি হাসপাতালে যাতে পরিষেবা এবং জটিল রোগ যদি থাকে সেই রোগের সমাধান হয় সেই ব্যবস্থাও আমরা করেছি। আমাদের দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দল প্রতিটি ব্লকে ব্লকে যাতে এই স্বাস্থ্য শিবির সুসম্পন্ন হয় দল মত নির্বিশেষে সেদিকেই নজর রাখবে।

হাত দিলে উঠে যাচ্ছে পিচ, বিক্ষোভ, ঘটনাস্থলে বিধায়ক

ভাঙড়, ১ নভেম্বরঃ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ। হাত দিলে উঠে যাচ্ছে রাস্তার পিচ । আর এই নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের উত্তর কাশিপুর থানার কৃষ্ণমাটি এলাকায়। রাস্তা তৈরির কয়েকদিন পর হাত দিয়ে রাস্তার পিচ তুলে বিক্ষোভে সামিল হলেন গ্রামবাসীরা। টেন্ডারের পর রাস্তা তৈরিতেও অনিয়মের ছবি দেখা গেছে। ২০২৩ সালের মে মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা বরাদ্দ হয়েছিল বামন ঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটগাছা থেকে কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত। সেই রাস্তার কাজ সেখানে না শেষ করেই জিরানগাছা হাসপাতাল মোড় থেকে সাতুলিয়া পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ৪ কিলোমিটার রাস্তার জন্য তিন কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ হলেও রাস্তা ঠিকঠাক তৈরি করা হচ্ছে না বলে দাবি গ্রামবাসীদের। তাই রবিবার রাস্তার পিচ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা। প্রশাসনের আধিকারিকরা না আসলে রাস্তার কাজ করতে দেবেননা বলে দাবি জানান তাঁরা। চারটি লেয়ারে রাস্তার কাজ হওয়ার কথা থাকলেও মাত্র দুটি লেয়ারে কাজ হচ্ছে বলে দাবি করেন তারা। অন্যদিকে রাস্তার সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন ঠিকাদার সংস্থাও। এলাকার তৃণমূলের যে

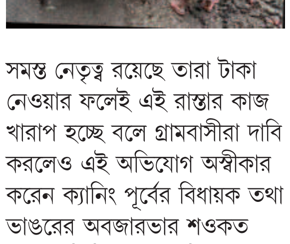

সমস্ত নেতৃত্ব রয়েছে তারা টাকা নেওয়ার ফলেই এই রাস্তার কাজ খারাপ হচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা দাবি করলেও এই অভিযোগ অস্বীকার করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙরের অবজারভার শওকত মোল্লা। তিনি রাস্তা তৈরিতে অনিয়মের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র প্রতিবাদ করেন। এবং সোমবার এই বিষয় নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ারও কথা বলেন।

অনাথ আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১ নভেম্বরঃ নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ নিবাসী বিউটিশিয়ান ও ট্রেনার দীপিকা করের সহায়তা নামখানা ব্লকের দেবনগরে একটি অনাথ আশ্রমে পাঠরত শিশু শিক্ষার্থী, প্রাথমিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষার মেঝে শিক্ষক দের সঙ্গে নিয়ে একত্রে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সাথে সাথে একদিন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে ড. শান্তনু বেরা বলেন, এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পরবর্তীতে বিনা পয়সায় উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে তার ব্যবস্থা উনি করবেন। পঞ্চায়েত শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবকুমার মন্ডল ছাত্র ছাত্রীদের টিফিনের ব্যাপারে সহায়তা করবেন বলেন। এদিন রাজনগর বিশ্বম্ভর উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী বিদিশা দাসকে মাসিক বৃত্তিও প্রদান করা হয়। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ অতনু দাস নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন দুস্থ মেধাবী ছাত্রীর পড়াশোনার জন্য আগামী মাস থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের যিনি আর্থিক সহায়তা করেছেন সেই দীপিকা কর বলেন, আমি আমার অর্জিত অর্থের একটি অংশ দিয়ে এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের সহায়তা করার চেষ্টা করব এবং আগামীতে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে যাতে কাজ করা যায় সেটা নিয়ে ভাবছি। তিনি বলেন এই সমস্ত শিশুদের সঙ্গে একদিন কাটিয়ে নিজেদের ছোটবেলার আবেগ কে ফিরে পেলাম। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছন্দা জানা দাস, পার্থসারথি মন্ডল, সমীর সাহা, অমিত মান্না, বিদ্যুৎ তিয়ারী, শীতেশ দাস, গণপতি সামন্ত, অতনু বেরা, কৃশানু বেরা, মনোরমা বেরা।

বিরোধী দলনেতাকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বলে আখ্যা দিলেন মন্ত্রী পুলক রায়

মতিয়ার রহমান, শ্যামপুর, ১ নভেম্বরঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বলে আখ্যা দিলেন মন্ত্রী পুলক রায়। বিজেপি দলের ক্রমাগত কুৎসা, অপপ্রচার ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে রবিবার এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া জেলার শ্যামপুর ফুটবল মাঠে। গত শারদীয়া দুর্গাপুজার সময় শ্যামপুরে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে প্রশাসনিক তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী শ্যামপুরে জনসভায় ধর্মীয় উস্কানি মূলক বক্তব্য দিয়েছেন বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ,তারই প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় এই জনসভা। এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, তিনি তার বক্তব্যে বলেন শ্যামপুর ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গা, শ্যামপুর সাম্প্রদায়িকতার জায়গা নয়, বিরোধী দলীয় নেতাকে তিনি রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি আরো বলেন আগামী নির্বাচনে শ্যামপুর কেন্দ্রে বিজেপির জামানত জব্দ হবে বলে জানান। আগামীদিনে নন্দীগ্রাম বিজেপির থাকবে না, এবং বিজেপি ৩০টা সিট পাবে কিনা সন্দেহ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক অরুণাভ সেন, তিনি বলেন বিজেপিকে মানুষ ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, যারফলে বিজেপি ধর্মীয় উস্কানি মূলক বক্তব্য দিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় শুন্য হবে, জনসভায় আরো ভাষণ দেন শ্যামপুরের বর্ষীয়ান বিধায়ক কালীপদ মন্ডল,আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা, শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা প্রমুখ।

সর্ষের ভিতরেই ভূত, মহেশতলায় ব্যাংকের চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যাংকের কর্মী ও তার আত্মীয়

মহেশতলা, ১ নভেম্বরঃ গত ২৫ নভেম্বর মহেশতলার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় লুঠের কিনারা করল ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ। উদ্ধার হল চুরি যাওয়া সমস্ত টাকা ও গয়না। গ্রেপ্তার হল ওই শাখারই চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মী ও তার স্ত্রী সহ তিনজন। ওই শাখার সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া না গেলেও, পার্শ্ববর্তী একটি ব্যাংকের সিসিটিভি ফুটেজেই মেলে সাফল্য। সিসিটিভি ফুটেজকে হাতিয়ার করেই তদন্তে নেমেছিল মহেশতলা থানার তদন্তকারী আধিকারিক। ফুটেজে দেখা যায় ওই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী এবং তার স্ত্রীকে। এরপর তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ । জানা গিয়েছে উলুবেরিয়া থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সমস্ত টাকা এবং গহনা । তবে ওই দম্পতি সহ বাকি একজনকে কোথা থেকে ধরা হয়েছে সেটা পুলিশ এখনও জানায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা জানানো হবে। তার আগেই ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অন্নান কুসুম ঘোষ এবং এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লা, গ্রেপ্তার হওয়া ওই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন। কোথা দিয়ে তারা ঢুকেছিল এবং কোথা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তা দেখার চেষ্টা করে পুলিশ। পুলিশের জেরায় অভিযুক্তরা স্বীকার করে বছর দেড়েক আগে ব্যাংকের প্রাক্তন ম্যানেজারের বিশ্বস্ত কর্মী ছিল অভিযুক্ত। সেই সুযোগেই সমস্ত চাবিই সে নকল তৈরি করে নেয়। রবিবার হলেও ব্যাংকের সমস্ত কর্মচারীকে ব্যাংকে আসার জন্য ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তলব করা হয়।

রাজ্যজুড়ে আলু সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজ্য হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

তারকেশ্বর হুগলি,১ নভেম্বরঃ মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে আলু সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজ্য হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। আলু ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভিন রাজ্যে আলু রফতানির ক্ষেত্রে কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রাজ্যের সীমানায় আটকে দেওয়া হচ্ছে আলু বোঝাই গাড়ি। এই নিয়ে তারকেশ্বরের পটেটো ব্যবসায়ী সমিতি ভবনে দু'দফায় বৈঠক করে রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজ্য হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। বৈঠক শেষে মঙ্গলবার থেকে হিমঘর থেকে আলু সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করার পরই গত ২৩ নভেম্বর আলুর দামে রাশ টানতে হুগলির আলু ব্যবসায়ীদের নিয়ে হরিপালে বৈঠক করেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বৈঠকে ঠিক হয়, ২৬ টাকা কেজি দরে হিমঘর থেকে আলু বিক্রি করবেন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত দামে আলু বিক্রি করলেও ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের সীমানায় আলুর গাড়ি আটকে দেওয়া হচ্ছে কোনও নির্দেশিকা ছাড়াই। এছাড়াও বেআইনিভাবে জরিমানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। চলতি সপ্তাহে দু'বার বৈঠক করে রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজ্য হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার বৈঠক শেষে রাজ্যের প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভিন রাজ্যে আলু রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা না তোলা পযন্ত আগামী মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের সমস্ত হিমঘর থেকে রাজ্যজুড়ে বন্ধ থাকবে আলু সরবরাহ। রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, আলু রফতানিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কোথাও কোথাও পুলিশ গাড়ি আটকে জরিমানা করছে। এরই প্রতিবাদে সোমবার রাত থেকে রাজ্যের কোনও হিমঘর থেকে আলু সরবরাহ করা হবে না। আলু সরবরাহ বন্ধ হলে খুচরো বাজারে আলুর দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা বাড়ছে।

মমতার উন্নয়নের শরিক হব, কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী পাঁচরোলের এক পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে

পূর্ব মেদিনীপুর,এগরা, ১ নভেম্বরঃ ওই এক সদস্যের দাবি, তাঁদের কেউ জোর করেননি। তৃণমূলে যোগ দেওয়া এমনই এক জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী সাহানারা খাতুনের কথায়, "মানুষের কাজ করার জন্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলাম।" কংগ্রেসের টিকিটে তেইশের পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ ব্লকের পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন এক পঞ্চায়েত সদস্য-সহ মোট চল্লিশটি পরিবারের শতাধিক যোগ দিলেন তৃণমূলে। এগরার তৃণমূল বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতির হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা তুলে নিয়ে আসিরুদ্দিন মল্লিক বললেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শরিক হওয়ার জন্য দল বদলালাম।" রবিবার পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবাগোলাতে আয়োজিত যোগদান সভায় তৃণমূলে যোগ দেন তাঁরা। এই যোগদান শিবিরে' এ উপস্থিত ছিলেন এগরার বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতি, দলের ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, দলের ব্লক মহিলা সভানেত্রী মানসী দে, যুব সভাপতি চন্দন রায়, পাঁচরোল অঞ্চল

তৃণমূলের কনভেনর শেখ মুক্তাজল, রবীন্দ্রনাথ দাস ও শেখ মুস্তাকিন, ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ শুভঙ্কর গফফার কাজি, সাকির খান, নূর রহমান, রাধানাথ মিশ্র, আস্পাতুল্লাহ খান প্রমুখ। নবাগতদের দাবি, তাঁদের কেউ জোর করেননি। নিজেদের ইচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূলে যোগ দেওয়া এমনই এক জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী সাহানারা খাতুনের কথায়, "মানুষের কাজ করার জন্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলাম।" এই যোগদান নিয়ে এগরার তৃণমূল বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতি বলেন, "এঁরা আগে কংগ্রেসের টিকিটে বিজয়ী হন। কিন্তু বুঝতে পেরেছেন, কংগ্রেসে থেকে কাজ করা যাবে না। তাঁরা এ-ও বুঝতে পেরেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মসূচির অংশ হতে পারবেন। তাই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিলেন।"

পরিত্যক্ত বাড়ির দুতলায় নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মহেশতলা, ১ নভেম্বরঃ রাস্তার পাশের একটি পরিত্যক্ত বাড়ির দুতলায় এক নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড়ুয়া পাড়ায়। খবর পেয়ে ওই এলাকায় ভিড় জমাতে থাকেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ওই নাবালকে উদ্ধার করে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কি কারনে ওই নাবালকের বাড়ির চিল ছোড়া দূরত্বে ওই পরিত্যক্ত বাড়ির দুতলার উপরে উঠল নাবালক এবং আত্মঘাতী নাকি অন্য কিছু তার তদন্তে নেমেছে মহেশতলা থানার পুলিশ। অন্যদিকে ওই মৃত নাবালকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনো বলতে অস্বীকার করেন পরিবারের লোকজন। পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তর জন্য পাঠিয়েছে ।

বাংলাদেশে গিয়ে আক্রান্ত বেলঘড়িয়া যুবক

বেলঘড়িয়া, ১ নভেম্বরঃ বাংলাদেশের ঘটে চলা সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুরা যথেষ্টই আক্রান্ত। প্রতিদিন খবরের শিরোনামে উঠে আসছে বাংলাদেশের ঘটে চলা মর্মান্তিক ঘটনা। এবার সেই বাংলাদেশের বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত বেলঘড়িয়া যুবক সায়ন ঘোষ। বেলঘড়িয়া ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের দেশপ্রিয় নগর এলাকায় সোনার বাংলা বহুর বাইশের সায়ন ঘোষ ২৩ শে নভেম্বর বাংলাদেশের ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে যায় সে। ২৬ তারিখে ফেরত আসার কথা। কিন্তু ফেরত আসার আগের দিনেই তার সাথে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা। ঢাকা শহরে বন্ধুর সঙ্গে বাজার করতে গেলে বেশ কয়েকজন মুসলমান সম্প্রদায়ের বাংলাদেশী মানুষ ভারতীয় হিন্দু জেনে সায়নের ওপর হামলা চালায়। মোবাইল টাকা কেড়ে নিয়ে ছুরি দিয়ে ইট পাথর দিয়ে আঘাত করা হয় সায়ন এর উপর। এরপরই গুরুতর জখম অবস্থায় সায়ন কোনমতে ডাক্তার দেখিয়ে বন্ধুর বাড়িতে আসলে তার বন্ধু এবং সায়ন পুলিশের কাছে গেলেও বাংলাদেশের পুলিশ কোন সাহায্যই তাদের করেনি। এরপরে বাংলাদেশের মুসলিমরা ভয় দেখায় কোথাও বেশি জানাজানি হলে বা অভিযোগ দায়ের হলে তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। এরপরই আতঙ্কে ভয়ে পালিয়ে এসে অনেক কষ্ট করে গেদে সীমান্ত থেকে চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। বাড়ি ফিরেছে কেটে গেছে কয়েক ঘন্টা। কিন্তু তার চোখে মুখে এখনো আতঙ্ক ছাপ। চোখের সামনে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার দেখে আতঙ্ক রাতের ঘুম উড়ে গেছে বছর ২২শের সায়নের।

এখন সে আতঙ্কে আছে সে তো ফিরে এসেছে কিন্তু তার বন্ধু এবং তার পরিবারের উপর কোন প্রকার যাতে হামলা না হয়। বাড়ি ফেরার পরে বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে সায়ন। এবং আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার কলকাতায় থাকা বাংলাদেশ হাইকমিশনেও সমস্ত রকম অভিযোগ দায়ের করবে সায়ন এবং তার পরিবার। এছাড়াও ফেরার সময় গেদে সীমান্তে কাস্টমস অফিসেও সমস্ত রকম অভিযোগ দায়ের করেছে সায়ন। এত বড় ঘটনার পর আর কোনদিন বাংলাদেশে যাবে না এমনই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে তার।

শ্বাস রোধ করে হত্যা

মালদা, ১ ডিসেম্বরঃ গৃহবধূকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দেহ ফেলে পালিয়ে গেল তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। মৃত গৃহবধূর নাম খালিদা খাতুন (২৪)। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার লতাসি গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বছর আটেক আগে রাঙ্গাযুগরের আব্দুল রহিমের মেয়ের সঙ্গে কথা শেখ গ্রামের মোহাম্মদ আলীর বিয়ে হয়। তাদের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বাড়ির লোকের অভিযোগ গতকাল রাতে মেয়ের শ্বশুর বাড়ির প্রতিবেশীদের মুখ থেকে খবর পান তাদের মেয়ে গুরুতর অসুস্থ তাকে মশালদহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বাড়ির লোকেরা ছুটে গিয়ে দেখতে পান তাদের বাড়ির মেয়ে মশালদহ এলাকার একটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পড়ে রয়েছেন।

সাজা শোনাল আদালত

দোষী সাব্যস্ত হল প্রেমিকা, দোষীকে যাবজ্জীবন সাজা দিল বিচারক

বনস্পতি দে, হুগলি, ১ নভেম্বরঃ স্বামী ছেড়ে গিয়েছেন। এরপর আরও একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রেমিকা। তবে সেই সম্পর্কের অধঃপতন হওয়ায় প্রেমিককে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ ওঠে মহিলার বিরুদ্ধে। প্রায় দশ বছরের মাথায় সেই মামলার সাজা শোনাল আদালত। দোষী সাব্যস্ত হল প্রেমিকা। দোষীকে যাবজ্জীবন সাজা দিল বিচারক। ঘটনাটি ২০১৫ সালের ১৪ই জুন। মধ্য রাতে জাঙ্গিপাড়া থানার লক্ষণপুর গ্রামে শক্তিপদের আশ্রমে ঘুমিয়ে ছিলেন শক্তিপদ। ঠিক তার পাশেই থাকতেন স্বামী আরতি বারিক। অভিযোগ, আরতির সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে দেয় শক্তিপদর গায়ে। সেই অ্যাসিড ঝলসানো শরীর নিয়ে শক্তিপদ তাঁর পরিবারকে জানান, আরতি তাঁর গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে পালিয়েছে। তারপর শক্তিপদকে প্রথমে জাঙ্গিপাড়া ও পরে কলকাতা এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৮ জুন ২০১৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে আরতিকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এই মামলা। এরপর শনিবার মামলার প্রায় নয় বছরের মাথায় শ্রীরামপুর আদালতের দ্বিতীয় ফাস্ট ট্রাক বিচারক নাইয়ার আজম খান আরতিকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনালেন। শ্রীরামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনার তদন্তকারী অফিসার অমল মণ্ডল সঠিক সময়ে চার্জসিট জমা দেন। মৃতের বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিকে পাঠান। মামলায় ১৬ জন সাক্ষী দিয়েছে। আদালত সমস্ত কিছু শুনানির পর আরতি বারিককে দোষী সাব্যস্ত করে । যাবজ্জীবন সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক মাসের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। গ্রেফতারের পর থেকে জেলেই ছিলেন অভিযুক্ত। মৃতের ছেলে জয়ন্ত রায় বলেন,বাবা অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছেন। বাবার খুনির শাস্তি হয়েছে বাবার আত্মা শান্তি পাবে। আমরা পুলিশ ও আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ। এই মামলার সরকারি আইনজীবী জানান, "এই মামলার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মৃত্যুকালীন জবানবন্দি এবং ফরেনসিক প্রমাণ। যা পুলিশ ঠিকমত আদালতে পেশ করতে পেরেছিল।

নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১ নভেম্বরঃ খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের অভিযানে সাফল্য, বিহারের পাটনা থেকে উদ্ধার হারিয়ে যাওয়া নেপালের ১৫ বছরের এক নাবালিকা ! জানা গিয়েছে, গত সেপ্টেম্বরের মাসে নেপালের ঝাপা জেলার অর্জুন ধারা থেকে এদেশের সীমান্ত এলাকায় পানিট্যাঙ্কি বাজারে বাজার করতে আসে নাবালিকা। তবে বাজারের ভীড়ে আচমকাই হারিয়ে যায় প্রাপ্তি প্রসাই নামে ১৫ বছরের ওই নাবালিকা। গ্রামের লোকেজনরা খোঁজাখুঁজি করলেও না মেলায় গ্রামে ফিরে পরিবারের সদস্যদের জানাই। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যেই খোঁজাখুঁজি করা শুরু করে। তবে না মেলায় গত ১১ নভেম্বর খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে এসডিপিওর নির্দেশে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি পুলিশের একটি দল তদন্তে নেমে বিহারের পাটনা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার নাবালিকা অনলাইনে ক্লাস করার সুবাদে বিহারের জমুই জেলার এক যুবকের সাথে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে । ভালোবাসার টানে নেপাল থেকে সেখানে যায়। তদন্ত করে নাবালিকাকে বিহারের পাটনা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পুলিশ ওই নাবালিককে পাকড়াও করতে পারেনি । এদিন উদ্ধার নাবালিকাকে শারীরিক পরীক্ষার পর শিলিগুড়ির হোমে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে পরিবারের লোকেরা, মেয়েকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গোটা ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ০২ সংখ্যা, সোমবার ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রীতিনীতি

জনশ্রুতি আছে, উচ্চাঙ্গসংগীত শিখলে সব ধরনের সংগীত ধারণ বাহন সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে কণ্ঠ সংগীতের ক্ষেত্রে। তবে এই ধারণা ভুল এবং দুটো কারণে ভুল। প্রথমত, সবাই রাগ সংগীতকে উচ্চাঙ্গসংগীত মনে করেন। কিন্তু উচ্চাঙ্গসংগীত আর রাগ সংগীত এক অর্থের নয়। উচ্চাঙ্গসংগীত বলতে উচ্চ অঙ্গের সংগীতকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সংগীত একজন শিল্পী তার যোগ্যতা দক্ষতা দিয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে সাধারণ বিষয়বস্তুকে অসাধারণ মাত্রায় পৌঁছে দেয়, তখন সেটি উচ্চ অঙ্গের সংগীত অর্থাৎ উচ্চাঙ্গসংগীত বলে বিবেচিত হয়। তবে রাগ সংগীতের নানা শাখা প্রশাখা আছে। তারমধ্যে খেয়াল অঙ্গ বেশি প্রচলিত। দ্বিতীয়ত, রাগ সংগীত দীর্ঘ দিন শিক্ষা চর্চা করলে কণ্ঠে অন্য ধারার গান বাজনায় ছেদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকাংশে। তার উদাহরণ ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত অঙ্গনে যথেষ্ট আছে। এর অনেক কারণের মধ্যে রাগ সংগীতের শিল্পীরা অন্য ধারার গান বাজনাকে সংগীত মনে করেন না। তাঁরা নিজেদেরকে সংগীত অঙ্গনে উচ্চমার্গীয় মানুষ মনে করেন। অর্থাৎ তাঁরা জানেন এবং মানেন তাঁরা সংগীতে উচ্চ অঙ্গের গান বাজনার ধারক বাহক। বাকিরা নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ লঘু ধারার। একজন সংগীত শিক্ষার্থীর এভারেজ তালিম হবে বেশ দীর্ঘ দিন। তারপর তাকে বুঝতে হবে আমি কী গাইতে চাচ্ছি বা আমার কণ্ঠে মানানসই সংগীত কী। এরপর সে বিষয়ে পথচলা শুরু। তাছাড়া সহি তালিম বহির্ভূত তালিমে অনেক শিল্পীর কণ্ঠ সুরেলার পরিবর্তে বাজখাঁই ও কর্কশ হয়ে অন্যসব গান বাজনার রস রসিকতা হারায়। এমন নজিরও আছে। রাগ সংগীত হচ্ছে অন্য সব সংগীতের মতোই একটা ধারার সংগীত। প্রত্যেক সংগীতেরই কিছু নিজস্বতা থাকে। তেমনি রাগ সংগীতেরও আছে। আবারও বলছি, রাগ সংগীত সংগীতের গ্রামার নয়। অজস্র শিল্পী আছেন যাঁরা রাগ সংগীত স্পর্শ করেন নাই। অথচ সংগীতে আকাশ ছুঁয়েছেন। রাগ সংগীত গাইতে যে সক্ষমতা দক্ষতা লাগে সেটা অন্যসব সংগীতের ক্ষেত্রেও লাগে। কাজেই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে হচ্ছে সংগীত। এখানে কিন্তু বলা হয়নি রাগ সংগীত বা উচ্চাঙ্গসংগীত। ভারতীয় সংগীতে যত বই পুস্তক আছে আমার ধারণা কোথাও এ কথা লেখা নেই যে, উচ্চাঙ্গসংগীত সব সংগীতের গোড়া। আর যদি লেখা থেকেও থাকে তা ভুল বলে বিবেচিত হবে। সুর, তাল, লয়, গায়কী, উচ্চারণ, থ্রোয়িং এর মতো বিষয়াদিতে বোধ ভাবে কমতি থাকলে রাগ সংগীত কেন কোন সংগীতই কণ্ঠে ফুটবে না। খেয়াল হচ্ছে আলাপ, বন্দিশ, বিস্তার, তান, তেহাই ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত এক সংগীত। যার মূলে রয়েছে সুর, তাল, লয়, গায়কী, উচ্চারণ এবং থ্রোয়িং এর মতো বিষয়াদি এবং এরা প্রত্যেকটা পাঠ একে অপরে জড়িয়ে যেন পরিপূরক এক সন্নিবেশিত ছক। যদি গ্রামারের হিসাব করতেই হয় তাহলে এইগুলোই হতে পারে সংগীতের গ্রামার ।

স্বর্ণ যুগের বাংলা গান

আমি না গেলে মান্নাবাবু গান গাইবেন না, বলেছিলেন প্রবাদপ্রতিম তবলাবাদক রাধাকান্ত নন্দী। আপামর বাঙালির প্রিয় গায়ক মান্না দে। ছায়াছবি এবং আধুনিক বাংলা গানে নিঃসন্দেহে তাঁকে সম্রাট বলা যেতে পারে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নামের পাশাপাশি তাঁর নামও চলে আসবে বাঙালির দুই ঠোঁটে। হেমন্ত-মান্না সুপার জুটি। তাঁদের কণ্ঠে গান। থাকবেই থাকবে ছায়াছবিতে। আর ছিল পুজোয় আধুনিক বাংলা গানের জন্য অপেক্ষা। এটা ঠিক মান্না দে-র কণ্ঠে আধুনিক বাংলা গান অন্যমাত্রা পেয়েছিল। এমনকী হিন্দি ছবির গানেও। এখনও অনেক গান মানুষ কোনও না কোনও সময় গুনগুন করে গেয়ে ওঠেন অজান্তেই। আজও সুললিত আনন্দ মূর্ছনা জুগিয়ে চলেছে বাংলা এবং হিন্দি গান আপামর জনতাকে। আক্ষরিক অর্থে সেই ষাট এবং সত্তর দশক ছিল স্বর্ণযুগ। কী সাহিত্যে, কী ছায়াছবিতে, কী গানে কিংবা কী গানের কথায়, কী সুরে। এককথায় অনবদ্য ছিল ওই দুই দশক। সেইসঙ্গে বাংলা গানের প্রসঙ্গ আসলেই অনায়াসে চলে আসবে গানের দুই অবিস্মরণীয় কথাকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। চলে আসবে সেইসময়কার নামিদামি বহু সুরকারের নামও। যাঁরা বাংলা এবং হিন্দি গানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আধুনিক বাংলা গানে মান্না দে-র অধিকাংশ গানের কথাকার ছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁকে আমরা মনে রেখেছি মান্না দে-র গানের সঙ্গে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সে আমার ছোট বোন' কিংবা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা 'কফিহাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' এই গানের সঙ্গে তাঁর নামটিও অনায়াসে চলে আসে। সেই কালজয়ী গানের উপস্থাপনা আজও আমাদের মনে দোলা দেয়। আমরা নস্টালজিক হয়ে পড়ি। স্মৃতি রোমন্থন করি। এই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে আমার যৌবনের দু'একটা স্মৃতির কথা এখানে সহজেই বলা যেতে পারে। লোভ সামলাতে পারছি না। পুরনো দিনের কত নামিদামি গায়ক-গায়িকাদের নাম মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। তাঁরা আজ আর কেউ নেই ইহজগতে। শুধু তাঁদের সৃষ্টিতে আজও আমরা উদ্বেলিত হয়ে উঠি। তো যা বলছিলাম, সেই কুঁদঘাটে আদিগঙ্গার ধারে এক বিরাট মাঠ ছিল। নিয়মিত ফুটবল-ক্রিকেট খেলা হত সেই মাঠে। এখন সেখানে ব্যাঙ্কারের প্লট হয়ে গিয়ে সস্তায় এলাকা হয়েছে। সেই মাঠের ঘেরাটোপে টিকিট কেটে একবার বিরাট ফাংশন হয়েছিল। প্রধান উদ্যোক্তা ছিল এলাকার ক্লাব। আর স্টার গায়ক ছিলেন স্বয়ং মান্না দে। অখিলবন্ধু ঘোষ গাইছেন 'ও দয়াল বিচার করো'। আহা! সারা মাঠ হাততালি দিয়ে উঠত। এর আগেও ওনার গান শুনেছি সামনে বসেই। চোখের সামনে ভেসে উঠল ওনার মুখ। বাঁ-চোখে ছোট করে গাইছেন। গানের শেষে রুমালে চোখ মুছছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

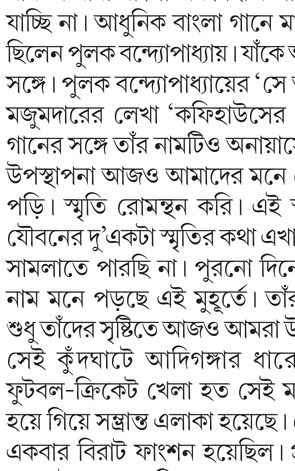

দেশকে ভালো বাসতে হবে। দেশকে ভালো না বাসলে দেশ যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে নিজেই এক সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকার স্থান পাবে না। কোন জমিতে স্থান দেবে না। বসবাস করার জায়গা দেবে না। সেই কারণে দেশকে আগে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশের জনগণকে সচেতন করতে হবে। নিজেকে শক্ত হতে হবে। নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। শত্রুদের থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। মানব দর্শনকে বুঝতে হবে। মানব কল্যাণে ব্রতী হতে হবে। মানব কল্যাণে ব্রতী না হতে পারলে মনটা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

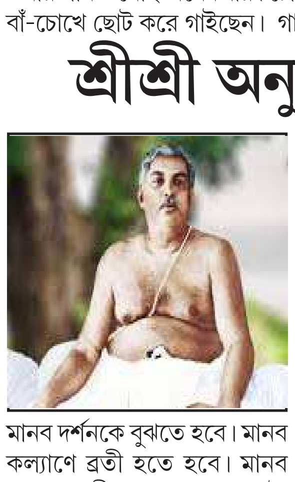

মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি জগৎ রক্ষাকর্ত্রী। তিনি সন্তানদের পালন কর্ত্রী। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িনী। মহামন্ত্রদায়িনী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারণ এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় হবে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। তবেই জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না।

স্বর্ণ যুগের বাংলা সঙ্গীত আজও বাংলা তথা ভারতবাসীদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে

বিশেষ প্রতিবেদক

চল্লিশ পেরিয়ে আসা বাঙালি এখনও স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ে পুরনো বাংলা গান শুনে। সেইসব গানের গল্প।

আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু গানেরই বিস্তার। যে কান্না দিয়ে জীবনের শুরু, সেই কান্নার মূলেও তো সরগমই। আবার মড়াকান্নাও সুরে সুরেই ছড়িয়ে দেয় তার অতলান্ত বিষাদ। মধ্যপর্বে কত অন্তরা আর সঞ্চারির ছড়াছড়ি! আমরা বাঙালিরা এই গানের মায়াজালেই জড়িয়ে থাকি আজীবন। আমাদের স্মরণ -বরণ-উৎসব-অনুষ্ঠান, সবেতেই শুধু গান আর গান। ফাঁসির মঞ্চেও জীবনের জয়গান গাইতে আমরা ভুলি না। চল্লিশ পেরিয়ে আসা বাঙালি এখনও স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ে পুরনো বাংলা গানগুলি শুনে। সেইসব অবিস্মরণীয় গান এখনও তাকে বিবশ করে, বিহ্বল করে। ভেতরটা একেবারে তোলপাড় হয়ে যায় তার। এইসব গানের অনেকগুলির জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গেই কিন্তু জড়িয়ে আছে নানা রঙের ঘটনা।

বাংলা গানের ইতিহাসে একটা গোটা অধ্যায় দাবি করতে পারেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিকিৎসক সুরকার নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ঢোলা পাজামা আর লম্বা পাঞ্জাবি পরে প্রায় সকালেই তিনি গাড্ডায় (গান আর আড্ডা) যেতেন শ্যামবাজারে নচিবাবুর বাড়িতে। দেদার আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলত নতুন নতুন গান তৈরির কাজ। একদিন এমনই এক আড্ডার মাঝে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য গান লিখতে গিয়ে থমকে গেলেন গৌরীপ্রসন্ন। মাথাটা কিছুতেই যেন কাজ করছে না। নচিকেতাকে বললেন, চল তো বাইরে যাই, কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি। কিন্তু পয়সা কোথায়? নচিকেতা তখন বাড়ির পুরনো পরিচারকের জমানো পয়সা চুরি করে গীতিকার বন্ধুকে নিয়ে হাজির হলেন শ্যামবাজারের বিখ্যাত গোলবাড়িতে। গোলবাড়ির পরোটা আর কষা মাংস খেতে খেতে গৌরীপ্রসন্ন ওয়েটারকে বললেন,তভাই, একটু লেখার কাগজ হবে? কাগজ পাওয়ামাত্র শুরু করে দিলেন লিখতে। লিখে গেলেন প্রায় একটানা। তারপর দু'জনে বাড়ি ফিরে সেই গানটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জন্ম নিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'।

অনেকটা এভাবেই আরও একটা বিখ্যাত গান প্রথম আলো দেখেছিল কলকাতার বহুল পরিচিত চাইনিজ রেস্তোরাঁ 'চাং ওয়া'-য়। সেখানে এক বিকেলে সলিল চৌধুরীর সঙ্গী হয়েছিলেন তৎকালীন মেগাফোন কোম্পানির কর্তা কমল ঘোষ। কমলবাবুর অনুরোধে সলিল চৌধুরী মেনুকার্ডের আইটেমগুলির (পাওচিন, মান্ডারিন, গার্লিক চিকেন, রেড পিপার চিলি, সালাড) আদ্যাক্ষর নিয়ে নিমেষের মধ্যে সুর সহযোগে একটি গানের মুখরা তৈরি করে ফেলেছিলেন। লতার গাওয়া সেই মন-কেমন-করা গানটি হল 'পা মা গা রে সা/ তার চোখের জটিল ভাষা'। মানবেন্দ্র মুখো পাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান কোনটা? তিনি নিজে মনে করতেন 'আমি

এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'। গানটা তৈরি হয়েছিল গার্স্টিন প্লেস-এ আকাশবাণী ভবনের পাঁচ নম্বর স্টুডিওতে। এক অদ্ভুত ছমছমে নির্জনতার মধ্যে। তখন সন্ধ্যা নেমেছে সদ্য। বারান্দায় পায়চারি করছিলেন মানবেন্দ্র। পাশেই কবরখানা। চারপাশে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। এমন সময় হঠাৎ যেন কার গলার আওয়াজ ভেসে এল! এই মানব, এখানে কী করছিস? চমকে উঠলেন মানবেন্দ্র। প্রশ্নকর্তাকে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। শুধু তাঁর চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে। ভয় পেয়ে একটু জোরেই মানবেন্দ্র এবার বলে উঠলেন, কে? উত্তরটা দিলেন বন্ধু গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। বললেন, ততোর খোঁজেই এলাম। একটা দুর্দান্ত গান লিখেছি। একবার শুনবি? বিখ্যাত গীতিকারের তখন প্রেমপর্ব চলছে বাংলার মধুকণ্ঠী গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই প্রেমেরই উচ্ছ্বাস গানের প্রায় প্রতিটা শব্দে। গানটার কাব্যগুণে মুহূর্তে আচ্ছন্ন হলেন মানবেন্দ্র। বন্ধু শ্যামলকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর স্টুডিওর দিকে। স্টুডিওর দরজায় সেই সময় তালা ঝোলার কথা। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার। দরজাটা খোলা। ভিতরে বিশাল যে পিয়ানো, সেটাতেও কোনও চাবি দেওয়া নেই। মানবেন্দ্র বসে পড়লেন পিয়ানোর সামনে। সুরের আলোয় মুছে গেল অন্ধকার। তৈরি হল বাংলা আধুনিক গানে রোমান্টিকতার এক নতুন মাইলফলক 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'।

জীবনের প্রতি কোণে, যাপনের প্রতি স্তরে কথা-সুরের আলপনা আঁকা হয়। মাঝি দাঁড় বেয়ে চলে গানের সুরে। শ্রমিক হাতুড়ির ঘা মারে গান গাইতে গাইতে। আবার অন্ধ কানাইয়ের ভিক্ষার হাতিয়ারও সেই গান। আর কে না জানে, বাংলা গানের মানচিত্রে প্রথাগত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি সমান গুরুত্বে স্থান পেয়েছে লোকায়ত জীবনের এহেন কথা ও সুর। এক একজন দিকপাল স্রষ্টা রেখে গিয়েছেন অমর সৃষ্টির সম্ভার। কেউ হেঁটেছেন প্রচলিত পথে, কেউ মেতেছেন চূড়ান্ত পরীক্ষানিরীক্ষায়! ইতিহাস স্থান দিয়েছে সকলকেই।

'মায়ামৃগ' ছবিতে সুর করেছিলেন মানবেন্দ্র। সে ছবির গানও আজ ইতিহাস। মানবেন্দ্ররই গাওয়া একটা গান ছিল তাতে 'মেটেরিয়া মেডিকার কাব্য'। গানটায় বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। ফার্মাকোলজি, ডিসেকশন, প্রেসক্রিপশন এইরকম কিছু বিজাতীয় শব্দ। এক সন্ধ্যায় গানটায় সুর করতে বসে মানবেন্দ্র খুব রেগে গিয়েছিলেন। গুচ্ছ ইংরেজি শব্দ দেখে বিরক্ত হয়ে গান-লেখা কাগজটা দলা পাকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন। শ্যামল তাতে হতাশ হয়ে পড়ায় কিছুক্ষণ বাদে একটা টর্চ নিয়ে দু'জনে মিলে সেই কাগজটা আবার খুঁজতে বের হলেন। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে সেটা পাওয়া গেল একটা ড্রেনের মধ্যে। কী ভাগ্য, জলের তোড়ে তখনও ভেসে যায়নি। আজ প্রায় ৬০ বছর পরেও সেই গান সমান জনপ্রিয়। কালস্রোতে ভেসে যায়নি সে গান। কত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গই যে জড়িয়ে যায় গানের জন্মের সঙ্গে। কলকাতায় সেবার বইমেলার আসর বসেছে প্রথম। গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গেছেন সেই মেলায়। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল কলেজ জীবনের এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে। বান্ধবীটি তখন প্রায় চল্লিশের চৌকাঠে। সঙ্গে রয়েছে তাঁর অল্পবয়সি ছেলে। পুরনো বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে তিনিও দারুণ খুশি। এরপর চা খেতে খেতে দু'জনেই মেতে গেলেন ফেলে আসা দিনের গল্পগাছায়। চমৎকার কেটে গেল অনেকটা সময়। সেদিন রাতেই গান লিখে ফেললেন শিবদাস। 'ভালো করে তুমি চেয়ে দেখ / দেখ তো চিনতে পার কি নাখ'। ভূপেন হাজারিকার সুরে তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল লতার গাওয়া সেই গান।

নিছক ব্যক্তিগত ঘটনার প্রভাব গানের খাতায় উঠে আসায় তা সর্বজনীন হয়ে গেছে, এমন ঘটনা আরও বেশ কয়েকবার ঘটেছে। সুরকার (কিছু গানের গীতিকারও) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়েছেন তাঁর এক ছাত্রীর সঙ্গে। একদিন বিকেলে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁদের দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, ছাত্রীটি সেদিন আসতে পারেননি। তখন তো আর মোবাইলের যুগ নয়। কেন তিনি আসেননি বা ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারেননি, অভিজিৎবাবুর পক্ষে তা জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় খুব হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। সেদিনই রাতে সেই হতাশা প্রতিফলিত হয় তাঁর নিজের লেখা একটি গানে, যেটি গেয়েছিলেন সুবীর সেন। অতি পরিচিত এই গানটি হল 'সারাদিন তোমায় ভেবে হল না আমার কোনও কাজ'। এই সম্পর্ক এবং তার টানাপোড়েন অভিজিৎবাবুকে দিয়ে আরও বেশ কিছু মনে রাখার মতো গান আদায় করে নিয়েছে। যেমন, 'সবাই চলে গেছে' বা 'এমন একটা ঝড় উঠুক' ইত্যাদি। 'মায়ামৃগ' ছবির আর একটি গান 'বকম বকম পায়রা', গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সুরের দিক থেকে গানের শুরুটা পছন্দ হচ্ছিল না। এখন বাংলা গান ভারতীয় সঙ্গীত পিপাসুদের মনকে উজ্জিবিত করে থাকে। বাংলা থেকেই অসাধারণ সুর ভারত বাসীদেরকে মুগ্ধ করেছিল। যার ফলে বাংলার সঙ্গীতের একটি কদর রয়েছে। **(লেখকঃ প্রদীপ্ত চৌধুরী)**

ইউরোপে ভারতীয় সাহিত্য চর্চা এগিয়ে চলেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

সে ছিল ১৯৯৭ সালের মধ্য অগাস্ট। বিলেতের বাসি আপেল গাছের নিচে পড়ছে ঝুপ ঝুপ। সুন্দরী রাজকুমারী ডায়ানা বেঁচে আছেন। ক্ষিপ্ত রাজবাড়ির অহংকারে ঘা দিয়ে তার তুঙ্গ প্রেম চলছে মিশরীয় ধনকুবের মোহাম্মদ আল ফায়াদ এর এক মাত্র পুত্র দোদী ফায়াদের সঙ্গে। মাত্র ক'মাস পরেই তারা দু'জনই প্যারিসে মারাত্মক এক সড়ক রহস্যময় দুর্ঘটনায় মারা যাবেন। কিন্তু তখনো যেহেতু তা ঘটে নি সবই ঠিকঠাক চলছে। কেবল পাপারাজ্জিদের তোলা ডায়ানা ও দোদীর নানান ছবিতে সান বা মিরর বিলেত তোলপাড় করছে।

আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের নাম নাইটস ব্রিজ। নেমেই হ্যারডস। বিলেতের সব চেয়ে দামী শপিং মল আল ফায়াদ এর হ্যারডস। আমি তার একটি লাউঞ্জে বসে কফি পান করছি। আমরা সবাই বিখ্যাত অভিনেতা সৈয়দ জাফরির অপেক্ষায়। একটু পরেই তিনি আসবেন। বাংলাদেশী নামকরা রেস্তোঁরা ব্যবসায়ী আমিন আলীর একটি রান্নার বইয়ের উদবোধন করবেন। আমি মহা উত্তেজিত। একেতো হ্যারডস। তার উপর আমার সদ্য কবিতা ছাপা হওয়া ম্যাগাজিনটিও নাকি এখান থেকেই পাওয়া যাবে। আজাদ আমাকে ফিস ফিস করে শান্ত করার চেষ্টা করছে। চতুর্থতলার ভেতরের সব তাকেই হাল্কা নরম জলাপাই রঙ, হ্যারডস এর কালার। মোড়কে মোড়কে স্তরে স্তরে দামের মহা গন্ধ। ভেতরের সুবেশী নরনারীকে মনে হচ্ছে সবুজ জলে ভেসে বেড়ানো ফরাসী ফুল। যে স্বর্নাভ কফি কাপ থেকে চুমুকে চুমুকে গরম তরল গলা দিয়ে অন্ত্রে পৌঁছে দিচ্ছি তাতে যেন বাইরেও আমার কণ্ঠার শিরাউপশিরা সোনালি হয়ে যাচ্ছে ! ন্যাপকিনের কোন কোনা ধরে তুলে আনবো তাও ভাবছি, এত অভিজাত। স্ন্যাক্স নিচ্ছি ভয়ে ভয়ে।

সে বছর ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা 'নিউ ইয়র্কার' এক বিশেষ সংখ্যা বের করেছে। বিলেত আমেরিকার তো বটেই তাতে উপমহাদেশের বিখ্যাত কোনো লেখক বাদ যান নি। বিক্রম জাব্বালা, অরুন্ধতী রায়, সালমান রুশদি, অমিতাভ চৌধুরী সহ আরো কজন। সালমান রুশদি তখন তাঁর স্যাটানিক ভার্সেস এর জন্য এক লেজেন্ড হয়ে গেছেন। এতে আছে দুর্দান্ত সব লেখা। কিন্তু চমক হল এই যে তাতে ছাপা হয়েছে বাংলাদেশের একটি মাত্র কবিতা। কবিতাটি বাংলা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন ড. ক্যারোলাইন রাইট ও ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম। শিরোনাম, 'মোস্ট বিউটিফুল সুইট থিঙ'। আর তা এ অধমেরই লেখা। ক্যারেলাইন জানিয়েছেন, নিশ্চয়ই হ্যারডস এ পৌঁছে গেছে।

তারপর গত দুদিন মনে হল আগস্টের আপেল ফেটে গেছে। যেন, বন্যা দূর্ভিক্ষের দেশে কবিও আছে এসংবাদ হঠাৎ পেয়েছে সবাই ।ইংল্যান্ড হঠাৎ পেয়েছে সে খবর। পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশের মুদির দোকান, মসজিদের কাছে ব্রিকলেনে এক কবিও থাকে! সবার কাছে এ খবর এমন আর আমি বুঝলাম আমার কবিতা যেমন তেমন। দুই ঝানু অনুবাদক মিলেই ওকে সুন্দর করে তুলেছে। ক্যারোলাইনকে ফোন করে ঐ কথা বলাতে একটা ধমক লাগালেন, শামীম অনেক সাবমিশন থেকে তোমার কবিতা নির্বাচিত হয়েছে, বার বার এভাবে আমাদের অনুবাদ ভালো হয়েছে বোল না তো। আর নিউ ইয়র্কার এর সাহিত্য সম্পাদক বলে কথা !ক্ষু কবিতা বেরিয়েছে শোনার পর থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিয়েছিলাম। আমেরিকা থেকে আমার সৌজন্য কপি ডাকে আসার আগে তা পাই কি করে? ক্যারোলাইন বললেন, যে কোন বড় বুক শপেই পাবে। আমি বললাম, হ্যারড্স এ? তাহলে তো আর কথাই নেই। বাহ আমি আর আজাদ যাচ্ছি, রেডফোর্টের আমীন আলীর একটা রান্নার বইর প্রকাশনা উৎসব হবে। অভিনেতা সৈয়দ জাফরী প্রধান অতিথি।

কফি পানরত আজাদকে রেখে আমি লিফট দিয়ে বুককর্ণারে গিয়ে ম্যাগাজিনটি চাইলাম। অর্থমূল্যে এমন দামের একটি ম্যাগাজিন আমি দু'খানা কিনছি! সেলস বালিকা একটু শিওর হতে চাইলে একটু লজ্জিত কিন্তু গর্বিত স্বরে বলি, ইয়ে মানে দু'কপি এ জন্যে যে আমার কবিতা উঠেছে কিনা। ও, আচ্ছা। একি সে কিনা বিকারহীন? দ্যুৎ! লিফট এর ভেতরে আমি নিজের নাম সূচীতে দেখে মরেই গেলাম। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানের জায়গায় পৌঁছুলাম। এমন সময় তিনি প্রবেশ করলেন। শুরু হল অনুষ্ঠান। আমি অনুষ্ঠানের কিছুই শুনলাম না। শুধু ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে দেখি। আমি তাঁর এত ভক্ত এত ভক্ত যে বলার না। সে সময় হাতে গোনা মাত্র ক'জন ভারতীয়ই বিলেত আমেরিকার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন আর নাম করেছেন মাত্র দু'এক জন। ব্রিটিশ অভিনেতা পিটার সেলার্স ভারতীয় এ্যাকসেন্ট দিয়ে মন জয় করেছেন সবার । কিন্তু তিনি তো ভারতীয় নন।

৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনী ছবি পরিচালক তপন সিনহার 'গল্প হলেও সত্যি'

রবীন্দ্রকুমার শীল

এবছর ভারতের চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিনহার জন্ম শতবর্ষ। তাঁর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি রয়েছে যাদের সম্পর্কে আলোচনা না করলে পরিচালক তপন সিনহা সম্পর্কে সাম্যক ধারনা লাভ করা একেবারে অসম্ভব। আমরা বিশেষ করে বাংলার চলচ্চিত্র প্রেমীরা ঋত্বিক-মৃণাল- সত্যজিৎ এর মধ্যে আটকে রয়েছি। তার বাইরে আর কারোর সম্পর্কে কথা বেশি আলোচনা করি না। তপন সিনহা প্রতিভাবান পরিচালক সে বিষয়ে বহু বাংলার লোকেরা বলতে গেলে জানেনেই না। তারা তপন সিনহা সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে একেবারে অনিচ্ছুক। সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক নিয়ে বহু বই প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু তপন সিনহাকে নিয়ে কটা বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁকে নিয়ে কটা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল তা হতে গুণে বলে দেওয়া যেতে পারে। এবারে ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তপন সিনহাকে আমরা ভুলে না গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কলকাতা চলচ্চিচ্চত্র উৎসবকে উজ্জবল করে তুলবে সেটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। শুধু তপন সিনহাকে নয়, তার সঙ্গে চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র, গৌতম হালদার এবং উৎপলেন্দু চক্রবর্তীরাও রয়েছেন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব সব প্রয়াত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। এবারে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তপন সিনহা পরিচালিত 'গল্প হলেও সত্যি' (১৯৬৬) ছবিটি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্বোধনী ছবি হিসাবে দেখানোর আয়োজন করা হয়েছে। তপন সিনহার আরও বহু উল্লেখযোগ্য ছবি আছে যেগুলো দর্শকদের মনের মণিকোঠায় স্থান লাভ করে রয়েছে। তবে কেন এই রকম একটি কমেডি ছবিকে বাছাই করা হল উদ্বোধনী ছবি হিসাবে তার ব্যাখ্যা করাটা খুবই প্রয়োজন। 'গল্প হলেও সত্যি' ছবি তৈরি হয়েছে একটি পরিবারকে

ঘিরে। একান্নবর্তী পরিবার। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের পেশা এবং চিন্তকাভাবনা একেবারে আলাদা। কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। কাজের মিল নেই যেমন আবার তেমনি আবার মনের মিল নেই। সবাই সবাইকে চায় টেক্কা দিতে। কেউ কমতি যায় না। আবার সবাই সবার পেশাকে ভালো নজরে দেখে না। যার ফলে একটি প্রচ্ছন্ন বিচ্ছিন্নতা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল সংসারের মধ্যে। বাড়ির প্রধান কর্তা অতিশয় বৃদ্ধ। তাঁকেই সব কিছু সামাল দিতে হয়। তিনি আবার পুত্রদের বিশ্বাস করেন না। বাড়ির বউরাও বাড়ির কর্তাকে যত্নআত্তি করে না। যার ফলে বাড়ির কর্তাকেবলতে গেলে একাকি জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর ছেলেদের লোভ পিতার ধনসম্পত্তির দিকে। তাঁর জামানো টাকা এবং সোনার গহনার দিকে। সবাই চায় পিতার সম্পত্তির ওপরে অধিকার। কম যায় না বাড়ির বউরা। তারাও কর্তার মশাইয়ের সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপেক্ষা করে রয়েছে কবে বৃদ্ধ পরলোগমন করবেন এবং তারপরে সব সম্পত্তি হাতাবে। এই রকম পরিস্থিতিতে উপস্থিত হলেন পরিচারক ধনঞ্জয়। তিনি পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে যে চাপা মানসিক বিরোধ এবং ক্ষোভ ছিল তাকে একেবারে উধাও করে দিলেন এবং বাড়ির বউদের ঠিকভাবে কাজ না করার যে প্রবণতা ছিল তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। তারপরে ধনঞ্জয় সবার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো। এটাই বলতে গেলে ছবির কাহিনী। আসলে পরিচালক তপন সিনহা বলতে চেয়েছেন একটি পরিবারের মতো দেশে এবং রাজনীতিতে অমিলের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কারোর মতের সঙ্গে মিল না হতে পারে। কিন্তু একটি দক্ষ উপস্থিত বুদ্ধিতে সেই অমিল এবং মনোমালিণ্য দূর করা সম্ভব। সেই রবি ঘোষ এখানে তিনি শুধু একজন পরিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন তা নয়, তিনি একটি পরিবারকে ধ্বসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সবার মধ্যে ঐক্যের সুর এনে দিয়েছেন। এই ভারতবর্ষেও ঠিক এই পরিবারের সদস্যদের মতো বহু ধর্ম, বহু মতের বাসিন্দা রয়েছে। কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে ঐক্যের সুর বজায় রেখে দিয়েছে একটি অজানা শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি কিন্তু বুঝতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গে বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে। এই সব রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। তবে এক সময়ে সব রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের সুর বজায় থাকে। সেই ঐক্যের সুর না থাকলে সব সময়ে অশান্তি লেগে থাকতো। তার ফলে বিপন্ন হতো দেশ এবং দেশের সমাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ। ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন না করতে পারলে পরিবার থেকে শুরু করে দেশ, সমাজ, রাজনীতি সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয় না। এই দৃষ্টান্তকে স্থাপন করতেই তপন সিনহা ক্যামেরার চাবিকাঠী ধরে ছিলেন। পরিচালনা করেছিলেন এই ধরনের একটি বহু তত্ত্বের সামিলে নির্মিত ছবি 'গল্প হলেও সত্যি'।

৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে আগামি ৪ ডিসেম্বর থেকে। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র উৎসব চলবে। প্রায় আড়াই হাজার ছবি জমা পড়েছিল। বাছাই করা হয়েছে ১৭৫টি ছবিকে। প্রতিযোগিতা বিভাগে রয়েছে ৪২টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি। ৩০টি ছোট ছবি দেখানো হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ১০৩টি ছবি দেখানো হবে। ২৯টি দেশের ছবি দেখানো হবে শহর জুড়ে। এ বছরের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের থিম হচ্ছে ফ্রান্স। উৎসবের থিম সঙ্গীত পরিকল্পনা ও কথায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থিম সঙ্গীত গেয়েছেন নচিকেতা। উৎসবের মাস্টার ক্রিয়েটিভ কার্ড - অপুর দুর্গার রেল দেখতে ছুটে চলার ছবি। শতবর্ষে পরিচালকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তপন সিনহা, মার্লোন ব্রান্ডো, মার্শেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি, সারগাই পারাজানাভ, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অরুন্ধতী দেবী, মহম্মদ রফি, তালাদ মহমুদ, মদন মোহন প্রমুখ প্রয়াত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব। বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন জ্ঞাপন করা হবে কুমার সাহানি, এলেন ডিলন, অনুপ কুমার মুখোপাধ্যায়, গৌতম হালদার, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র মতো প্রয়াত শিল্পী ব্যক্তিত্বদের। এবারে সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল বক্তৃতা দেবেন আর বাল্কি। উৎপেলন্দু পরিচালিত ছবি 'চোখ' ছবিটি দেখানো হবে আসল ৩৫ এমএম প্রজেকশনে রাধা রাধা স্টুডিওতে। এবারে চলচ্চিত্র উৎসবে ফ্রান্সে যেহেতু ফোকাস কান্ট্রি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সের ২১টি ছবি দেখানোর আয়োজন করা হয়েছে।

এবারে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, বিরবাহা হাঁসদা, উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব শান্তনু বসু, অ্যাসিয়াস ফ্রাঁসো ডিরেক্টর নিকোলা ফাসিনো ও অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী। চলচ্চিত্র উৎসবের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপরি- উক্ত ব্যক্তিগণ সাংবাদিকদের সমানে বক্তব্য রাখেন। ১১ ডিসেম্বর ধন ধান্য প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধন অনুষ্ঠান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ উপস্থিত থাকছেন মুম্বই বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবের বিশিষ্টজন সহ শিল্পী ও কলাকুশলীরা। এবারে উৎসবে অংশ গ্রহণ করছেন অভিনেত্রী বিদ্যা বালন সহ ভারত সহ বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের কাছে বাংলা তথা ভারতের সিনেমা প্রেমীদের আবদার অনেক। সবার সেই অবদারকে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। মাত্র একটি সপ্তাহের চলচ্চিত্র উৎসব। বহু ছবি দেখানোর ইচ্ছা থাকলে সময়ের অভাবে তা দেখানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে তার মধ্যে বিশ্ব সেরা ছবিগুলোকে দেখানোই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। কলকাতার বহু সিনেমা প্রেমীরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব সব রাজ্যে প্রতি বছর করে আয়োজন করা উচিত। তাহলে প্রত্যেক রাজ্যের বাসিন্দারা ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে সাম্যক ধারনা লাভ করতে পারবে এবং প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি হবে। সেটা এতদিন ধরে করা কেন সম্ভব হলো না তা জানতে আগ্রহী কলকাতার সিনেমা ভক্তরা। তারা কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়। কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসব আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক এই ইচ্ছা সর্বদা কামনা করে থাকে। বাংলা একটি সময়ে সিনেমা ভারতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আজকে মুম্বই এবং দক্ষিণ ভারতের সিনেমা জগত পাদ প্রদীপের এসে উপস্থিত হলেও বাংলা সিনেমা নিয়ে বহু গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ছবি তৈরিও হচ্ছে। করোনা সংক্রমণের পর থেকে ছবি জগতে খানিকটা ভাটা পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। সেই ভাটা কাটিয়ে এঠার চেষ্টা করছে সবাই। এখন শুধু প্রেক্ষাগৃহে ছবির ওপরে সিনেমা ভক্তরা নির্ভর করে থাকছে তা নয়। তারা ঘরে এমন সব অত্যাধুনিক প্রজেকশন লাগাছে তার মাধ্যমে বিশ্ব সিনেমা পরিচিতি

তিন লক্ষ টাকার অবৈধ কাঠ সহ আটক চার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বরঃ জঙ্গল থেকে অবৈধ ভাবে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করতে গিয়ে তিনলক্ষাধীক টাকার কাঠ সহ চারজনকে গ্রেফতার করল বনকর্মীরা। গোপন সুত্রের খবরের ভিত্তিতে শিবমন্দির ফ্লাইওভারে পাশে অভিযান চালায়

বাগডোগরা বন বিভাগের কর্মীরা। বনবিভাগ সুত্রে জানা গিয়েছে অনেকদিন ধরেই তাদের কাছে খবর ছিল কাঠ পাচারকারীরা অবৈধভাবে কাঠ নিয়ে এসে শিবমন্দির এলাকায় কাঠের আসবাবপত্র তৈরীর দোকানে বিক্রি করছে। শনিবার রাতে খবর পাওয়া মাত্র অভিযানে নামে বনকর্মীরা। নিদিষ্ট গাড়ি আসতেই গাড়িটিকে ঘিরে ধরে বনকর্মীরা। গাড়ির চালক সঞ্জিব রায়ের কাছে বনকর্মীরা কাঠের কাগজ দেখতে চাইলে চালক গাড়ি ছেড়ে চম্পট দেয়। তবে তাকে ধরে ফেলে বনকর্মীরা। অবৈধ ভাবে কাঠ কেনা ও বিক্রির সাথে যুক্ত থাকায় সবুজ বর্মন, সুরজ বর্মন ও প্রকাশ তামাংকে গ্রেফতার করে বনকর্মীরা। ধৃত চারজনকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

শিলিগুড়িতে যৌন কর্মীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব এইডস দিবস। এই দিনটিকে সামনে রেখে শহর শিলিগুড়িতে যৌন কর্মীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শিলিগুড়ি থানার অধীন খালপাড়া আউট পোস্টের তরফে বিশেষ এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে যৌন কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ চলে দিনভর। দুর্বার সংগঠনকে সাথে নিয়ে পুলিশের উদ্যোগে চলা একদিবসীয় এই শিবিরের ভূয়সী প্রসংসা করেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। এদিকে শিবিরে উপস্থিত এসিপি দেবাশীষ বোষ জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিপত্র

আমরা, ১) বৈদ্যনাথ মন্ডল, পিতা মৃত সাধু মন্ডল, ২) বিজয় মন্ডল, ৩) যশোদা মন্ডল, ৪) সন্ধ্যারানী মন্ডল, সকলের পিতা - যোগিন্দর মন্ডল, ৫) সুন্দরী মন্ডল, ৬) সন্তোষ মন্ডল, ৫ এর স্বামী ও ৬ এর পিতা মৃত লক্ষীন্দর মন্ডল, ৭) দিলীপ মন্ডল, ৮) দীপক মন্ডল, ৯) প্রশান্ত মন্ডল, ১০) সত্যদেব মন্ডল, সকলের পিতা- মৃত সুবোল মন্ডল, সাং- আইলেরউপর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজাস্থিত দাগ নং- এল.আর. ১০৯৬, খতিয়ান নং- ২৫০, ৩২৯, ৬৭৮, ৮১০, ৮৯৫, পরিমাণ - ১৩ শতক, আমাদের নিজ নামীয়, দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত ও ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিকানায় আছি। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মৃত বৈদ্যনাথ মন্ডল-এর পুত্র বেনু মন্ডল, সাং- আইলেরউপর কে আমরা ইং- ২০২৩ সালে Jangipur A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1-15813/2023 আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি বেনু মন্ডল আমাদের পক্ষে বিক্রয়, দান, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অদ্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

বিজ্ঞপ্তিপত্র

আমরা, ১) মেহেরুন্নেশা বিবি, স্বামী মৃত সাদেক হোসেন মোল্লা, ২) জেবুন্নেশা বিবি, স্বামী - মহঃ মিসবাহার রহমান, ৩) আলিমা বিবি, স্বামী নুরুল সেখ, ৪) ফরিদা বিবি, স্বামী মুনসুর হল্লাজ, ৫) সাবিনা ইয়াসমিন, স্বামী - হাসিবুল মন্ডল, ৬) পিয়ারবক্স মোল্লা, পিতা মৃত সাদেক হোসেন মোল্লা, সকলের সাং- উমরপুর, পোঃ- ঘোড়শালা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ১১১ নং উমরপুর মৌজাস্থিত দাগ নং- ৩০৮, খতিয়ান নং- ৬৫৬, পরিমাণ ১ শতক আমরা ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিকানায় আছি। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মৃত খেলাপ মোল্লা'র পুত্র আসরাউল মোল্লা, সাং- উমরপুর কে আমরা ইং- ২০১৩ সালে Jangipur A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00269/2013 আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি আসরাউল মোল্লা আমাদের পক্ষে বিক্রয়, দান, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অদ্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

KHANDARI GRAM PANCHAYET
Jambedia, Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No- 16/KGP/2024-25

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e- Tender for total 17 (seventeen) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **9th December, 2024 at 09:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

বন্ধ হলো চা পাতা তোলা, বাড়তি সময় চেয়ে টি বোর্ডে আবেদন চা চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বরঃ আজ থেকেই উত্তরবঙ্গে দুটি পাতা একটি কুড়ি চা পাতা তোলার মরসুম শেষ! মাথায় হাত চা শ্রমিকদের। এবছর আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় চা পাতার উৎপাদন প্রত্যাশিত পরিমাণে হয়নি। এতে উৎপাদন কমে গেছে বহু পরিমাণে। বলাই যায়, চা শিল্পের জন্য একটি বড় ধাক্কা এবং ক্ষুদ্র চা বাগানের চা শ্রমিকদের অর্থ উপার্জনে বড় ক্ষতি। নভেম্বর মাসের শেষ দিন অর্থাৎ আজই উত্তরবঙ্গে চা পাতা তোলার মরশুমের শেষ দিন। এই কুঁড়ি সংগ্রহ করেন, তাদের মধ্যে যারা অস্থায়ী বা বিঘা শ্রমিক মূলত তাদের ক্ষতি বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রত্যেক বছর নভেম্বরের শেষদিকে চা পাতা তোলার সময়সীমা শেষ হলেও, এবছর আবহাওয়া অস্বাভাবিক হওয়ায় উৎপাদন ব্যপকভাবে কমে গেছে। পাশাপাশি, চা পাতার মানও আশানুরূপ হয়নি। এর ফলে, বাজারে চায়ের দাম তুলনামূলকভাবে বেড়ে গেলেও, তা শ্রমিকদের আয়ের উপর তেমন প্রভাব ফেলেনি। চাষিরা আশা করেছিলেন যে শেষ মুহূর্তে কিছুটা বৃদ্ধি হতে পারে, তবে সে আশাও পূর্ণ

বছরের চা ডৎপাদন নিয়ে হতাশা কাটাতে পারছেন না ক্ষুদ্র চা চাষী থেকে বড় চা বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকেরা। আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে সঠিক সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায়, ফার্স্ট ফ্ল্যাশ চা পাতা তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। ফলস্বরূপ, চা উৎপাদন এই বছর গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩৮ মিলিয়ন কিলোগ্রাম কম হবে। এদিকে টি-বোর্ডের নির্দেশে আজ, ৩০ নভেম্বর, চা পাতা তোলার শেষ দিন ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ করে ডুয়ার্স ও আসাম অঞ্চলের চাষিরা, যারা দুটি। পাতা ও একটি হয়নি। এবার থেকে আগামী বছর পর্যন্ত চা পাতা তোলার অপেক্ষায় থাকতে হবে উত্তরবঙ্গের চাষিদের। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের রুজিরোজগারে টান পড়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর তরফ থেকে দাবি উঠেছে, টি বোর্ডের তরফে যেন পাতা তোলার মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দেয়। এতে শ্রমিকরা অন্তত কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারে। ডুয়ার্সের চা শিল্পে এই সংকট কিভাবে কাটবে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল এখন চিন্তিত। তবে শ্রমিকরা দ্রুত সমাধানের আশায় দিন গুনছেন।

'রাজকোষে' ভর্তি, তাও কেন বাড়তে পারে দাম? আলুর 'দোষ' কার?

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া ও হুগলি, ১ ডিসেম্বরঃ আলু সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করেও মিটছে না রাজ্যের আলু সমস্যা। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের হিমঘরগুলিতে যে পরিমাণ আলু মজুত রয়েছে তা আদৌ বর্ধিত সময়ের মধ্যে বের করা যাবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর মালিক সংগঠন যৌথভাবে সোমবার থেকে কর্মবিরতির ডাক দেওয়ায় নতুন করে জটিলতা।

সঙ্কট ঠিক কোথায়?

হিমঘরে মজুদ আলু রাখার সময়সীমা ছিল ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। যা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করেছে রাজ্য। সূত্রের খবর, রাজ্যের হিমঘরগুলিতে এখনও পযন্ত মজুত থাকা আলুর পরিমান প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত মরসুমে রাজ্য জুড়ে আলুর মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছিল। ফলে রাজ্যের বেশিরভাগ হিমঘরেই সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আলু ব্যবসায়ীদের দাবি, এ রাজ্যে সারা বছর আলুর যে চাহিদা তার তুলনায় অনেক বেশি আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের ভরসা ছিল ভিন রাজ্যের বাজার। মূলত পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা ও ছত্তিশগঢ় ও অসমে আলু রফতানি করে এ রাজ্য। কিন্তু, চলতি বছর বিভিন্ন সময়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও রাজ্যের সীমানাগুলিতে

পুলিশের কড়াকড়িতে আলু রফতানি মার খায়। এর জেরে এখনও হিমঘরগুলিতে বিপুল পরিমাণ আলু মজুত রয়েছে।

ফুঁসছেন আলু ব্যবসায়ীরা

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হিমঘরগুলি খালি না হওয়ায় গতকালই নোটিশ জারি করে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু, তারপরেও জটিলতা কাটেনি। চলতি সপ্তাহের গোড়া থেকেই রাজ্যের সীমানাগুলিতে আলু রফতানির ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শুরু হওয়ায় নতুন করে সঙ্কট তৈরি হয়েছে। আলু রফতানির ক্ষেত্রে রাজ্যের সীমানা পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে সোমবার থেকে রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর মালিক সংগঠনগুলি। সেক্ষেত্রে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের বাজারগুলিতে আলুর জোগান বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাড়ছে উদ্বেগ। সেক্ষেত্রে ফের সাময়িকভাবে রাজ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে আলুর দাম। আলু ব্যবসায়ীদের দাবি, নতুন আলু বাজারে আসার আগে রাজ্যে যে পরিমান আলুর প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশি আলু এখনও মজুত রয়েছে হিমঘরগুলিতে। একদিকে ভিন রাজ্যে আলু রফতানি বন্ধ, অন্যদিকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হিমঘর খালি করার সরকারি নির্দেশ, এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ আলু ফেলে দিতে হবে বলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই আলু রফতানির ক্ষেত্রে রাজ্যের সীমানা শিথিল করার দাবিতে তাঁদের এই কর্মবিরতির পথে হাঁটতে হচ্ছে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জল কোনদিকে গড়ায়।

বিজ্ঞপ্তিপত্র

আমি, রাইহান সেখ, পিতা- মৃত হারামাইল সেখ, সাং ও পোঃ- জরুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ১০৮ নং বাড়ালা মৌজাস্থিত দাগ নং- ৩৩৮৮, খতিয়ান নং- ৮৩৩৮, পরিমাণ - ৩.৬৫ শতক যাহা আমি খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিকানায় আছি। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মহবুল সেখ'র পুত্র সেতাব সেখ, সাং- উমরপুর কে আমি ইং- ২০২৩ সালে Jangipur A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1-8749/2023 আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি সেতাব সেখ আমার পক্ষে বিক্রয়, হেবা, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অদ্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

বিজ্ঞপ্তিপত্র

আমি, কাকলি ঘোষ, স্বামী জীবন কুমার ঘোষ, সাং- মির্জাপুর, পোঃ- গণকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজাস্থিত দাগ নং- ৩৯৬, খতিয়ান নং- এল.আর. ৫০০৬, পরিমাণ ৮৬.৫০ শতক যাহা আমার এল.আর. রেকর্ড ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত এরফান আলি'র পুত্র সফিকুল ইসলাম, সাং- ইচ্ছাখালি ও মোঃ জালালউদ্দিন এর পুত্র মোঃ মনিরুল ইসলাম সাং- খোদারামপুর কে আমি ইং- ২০২২ সালে Jangipur A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1-5550/2022 আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি সফিকুল ইসলাম, **মোঃ মনিরুল ইসলাম** আমার পক্ষে বিক্রয়, হেবা, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অদ্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

বিজ্ঞপ্তিপত্র

আমি, ইব্রাহিম সেখ, পিতা- মৃত হামেদ আলি, সাং- তেঘরী, পোঃ- রাজপুত তেঘরী, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ১০১ নং হাসানপুর মৌজাস্থিত দাগ নং- ১০৩, খতিয়ান নং- ১২৭, ২২১, পরিমাণ ৮ শতক যাহা আমি খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিকানায় আছি। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বুনিয়াদ সেখ'র পুত্র হোসেন সেখ, সাং- মুকুন্দপুর কে আমি ইং- ২০১৭ সালে Jangipur A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00068/2017 আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি **হোসেন সেখ** আমার পক্ষে বিক্রয়, হেবা, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অদ্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

বিজ্ঞপ্তিপত্র

আমি, মালারানী মন্ডল, স্বামী নারায়ণ মন্ডল, সাং ও পোঃ- সিধরী, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজাস্থিত দাগ নং- এল.আর. ১০৯৬, পরিমাণ - ১.০৮৩৩ শতক আমি ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিকানায় আছি। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মৃত বৈদ্যনাথ মন্ডল'র কন্যা বেনু মন্ডল, সাং- আইলেরউপর কে আমি ইং- ২০২৩ সালে Jangipur A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1-16998/2023 আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি বেনু মন্ডল আমার পক্ষে বিক্রয় দান, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অদ্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

বেডেই ৪ ঘণ্টা পড়ে রইল মৃত স্বামীর দেহ, স্ত্রী বললেন, 'সম্পর্ক ভাল নয়, তাই আসিনি'

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বরঃ হাসপাতালের বেডে পড়ে রয়েছে রোগীর দেহ। কিন্তু, দেখা মিলল না পরিবারের। বিপাকে স্বাস্থ্য দফতর। ১৯ ধরে অসুস্থ, ভর্তি হাসপাতালে। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ল রোগী। কিন্তু, মৃত্যুর পর সাড়ে চার ঘণ্টা কেটে গেলেও পুরুষ বিভাগের বেডেই পড়ে রইল দেহ। পাশে তখন চিকিৎসা চলছে অন্যান্য রোগীদের। হাসপাতাল বলছে, বারবার মৃত রোগীর পরিবারের লোকজনকে জানানো হলেও তাঁদের কারও দেখা মেলেনি। শোরগোল ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে। সূত্র বলছে, ১৯ দিন আগে নিমাই বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার করেছিল ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। যদিও তখনও খোঁজ মেলেনি তাঁর পরিবারের। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তাঁর পরিবার ও ঠিকানার খোঁজ পায় পুলিশ। তিনি

যে হাসপাতালে ভর্তি আছেন সেই খবর জানানো হয় পরিবারের সদস্যদের। এদিকে দিন যত গড়িয়েছে ততই অবস্থার অবনতি হয়েছে নিমাইবাবুর। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিলই। সঙ্গে অন্যান্য আরও একাধিক শারীরিক সমস্যা বাড়তে থাকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শনিবার রাতে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। কিন্তু, মৃত্যুর পরেও তার দেহ কীভাবে ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়ে রইল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের ভূমিকাও। শেষে পুলিশ-প্রশাসনের লোকজন গিয়ে একবারে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে মৃতের স্ত্রীকে। মৃতের স্ত্রী অর্চনা বিশ্বাসের দাবি স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব একটা ভাল ছিল না। বিবাদও হতো প্রায়ই। যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হওয়ার পথেই ছিল। সে কারণেই অসুস্থতার খবর পেয়েও তাঁরা আসেননি। কিন্তু এই সঙ্কটের কথা জেনেও একবারের জন্যও এলেন না হাসপাতালে? এলেন না বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও? প্রশ্ন ঘুরলেও, উত্তর নেই।

বাইরে লেখা শৌচালয়, ভিতরে গেলেই বিশ্রামাগার! এ কোন প্রকল্প পুরুলিয়ায়?

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১ ডিসেম্বরঃ টাকা এসেছিল শৌচালয় তৈরির। তৈরিও হয়েছে। দেওয়ালে লেখাও হয়েছে 'পাবলিক টয়লেট'। কিন্তু, ভিতরে ঢুকতেই একেবারে অন্য ছবি। কোথায় শৌচালয়, এ যে বিশ্রামাগার! এ ছবিই দেখা যাচ্ছে পুরুলিয়ার

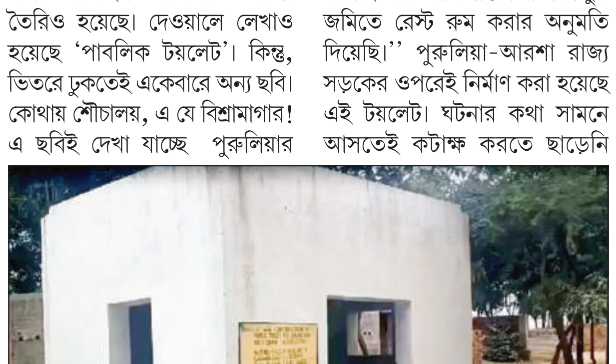

আরশা ব্লকের হেশলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঝুঁজকা গ্রামে। টয়লেটের ভিতরে গেলেই দেখা যাচ্ছে গ্রামবাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বসার বেঞ্চ। সেখানে বসে টয়লেট না করতে পারলেও কিছুক্ষন বিশ্রাম নিতে পারবেন গ্রামের বাসিন্দারা। তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধীদের অভিযোগ, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আসা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে। প্রকাশ্যেই লুঠ হয়ে যাচ্ছে সরকারি টাকা। এদিকে বিরোধীরা বলছে জমির মালিক বুধন মাহাতো তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। বুধনের দাবি, স্থানীয় তৃণমূল নেতা মলয় কুমার তাঁর কাছে বিশ্রামাগার তৈরির জন্য অনুরোধ করেন। তিনি মৌখিক অনুমতিও দেন। সূত্রের খবর, ওই জমিতেই পাবলিক টয়লেটের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধার্যও করা হয়। যার জমিতে এই টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে সেই তৃণমূল সমর্থক বুধন মাহাতো বলেন, ''আমার কাছে দলের নেতা মলয় কুমার এসেছিলেন। রেস্ট রুম করার জন্য জমি দিতে বলেছিলেন। আমি রাস্তার ধারে কিছুটা জমিতে রেস্ট রুম করার অনুমতি দিয়েছি।'' পুরুলিয়া-আরশা রাজ্য সড়কের ওপরেই নির্মাণ করা হয়েছে এই টয়লেট। ঘটনার কথা সামনে আসতেই কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেক রাঙ্গা বলেন, ''আমরা বারবার বলেছি সরকারের টাকা মানে সাধারণ মানুষের করের টাকা। কিন্তু রাজ্য সরকার, তৃণমূলের নেতা, চোর-আমলারা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নষ্ট করছে। এ কেমন টয়লেট যেখানে ভিতরে গেলেই বিশ্রামাগার। তার মানে সাধারণ মানুষের টাকা পুরোপুরি কাটমানি হিসাবে নিয়ে নওয়া হয়েছে। একইভাবে তৃণমূল নেতার বাড়িতেও টয়লেট বানানো হয়েছে।'' আক্ষেপের সুর এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল নেতার গলাতেও। হেশলা গ্রামের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা দেবেন মাহাতো বলেন, ''হেশলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক লুঠ চলছে। দলের নেতাদের জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। সরকারি প্রকল্পে কাটমানি তুলছে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পঞ্চায়েত সদস্যরা।'' যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবাঙ্গনা কুমারের যুক্তি, ''এলাকার মানুষই টয়লেট তৈরি করার সময় বাধা দেয়। তাঁদের দাবি ছিল সেখানে একটা বিশ্রামাগারের। তাঁদের দাবিকে মান্যতা দিয়েই ওই ওটা তৈরি করা হয়েছে।''

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-০৮৩০

এনআইটি নং. 08-TN/EE/B-VII/24-25 তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি দ্বারা খুচরা যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম এবং নলকূপের তক্তা এবং এইচএমসি-এর অধীনে বরো-VII-এর পাইপলাইনের কাজের জন্য ১ (এক) বছরের জন্য খ্যাতিমান, সম্পদশালী এবং পর্যাপ্ত ঠিকাদারদের থেকে সরবরাহ করার জন্য। কাজের অনুরূপ প্রকৃতির অভিজ্ঞতা। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং বরো-VII / https://wbtenders.gov.in অফিস থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২০.১২.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। টেন্ডার আইডিঃ 2024_MAD_776505_1। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১০৬(৩)/২৪-২৫
৩০.১১.২৪

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no. **177/MGP**, Dated: **29.11.2024** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **02/12/2024 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **09/12/2024 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **PRODHAN**
Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following work:

NIT No. : X/100/028/2024-2025/BUSTEE

Name of the work: **Restoration of asph. road at 2/28, 2/40 Naktala Road etc. disturbed due to laying of pipe line by W/S Deptt. in Ward No.-100, BR-X.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,20,511.07.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2024 - 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **14.12.2024 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/067/2024-2025/R

Name of the work: **Renovation of surface drain with allied works at Khorai Patty and other location, near Premises No. F92, F97, G298 etc. in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,98,376.68.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/065/2024-2025/R

Name of the work: **Renovation of passage with allied works at Banerjee Bagan and Alif Nagar area near Premises No. J518, J522, G366 etc. in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,89,298.23.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/064/2024-2025/R

Name of the work: **Renovation of surface drain with allied works at Battikol 2nd Lane and other location, near Premises No. G226, G218, G307 etc. in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,62,278.34.** Earnest money: **₹ 9,300.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/051/2024-2025/R

Name of the work: **Renovation of surface drain & passage with ancillary works at Kasaipara N/H/No. I-82/3, I-41/1 & Iron Gate Road N/H/No. B-40/B etc. in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 3,85,324.98.** Earnest money: **₹ 7,800.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2024 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Date of opening of tender: **14.12.2024 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/XV/133/050/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)

Name of the work: **Improvement of passage with allied works at Village Road and Bollamtola Lane near Premises No. J62, J69/2, N146 etc. in Ward No.-133, BR-XV under slum area.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,09,910.59.** Earnest money: **₹ 8,200.00.** Period of completion: **60 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **03.12.2024 - 12.00 Noon.** Documents download/sell start date (online): **03.12.2024 - 4 P.M.** Documents download/sell end date (online): **12.12.2024 - 4 P.M.** Bid submission start date (online): **03.12.2024 - 4 P.M.** Bid submission closing date (online): **12.12.2024 - 4 P.M.** Bid opening date for technical proposals (online): **14.12.2024 - 4 P.M.** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/130/033/24-25/R (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of concrete passage in the Bye Lane of Kedar Chatterjee Lane near Premises No. 20 & 20/2 etc. in Ward No.-130.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,14,457.12.** Earnest money: **₹ 4,300.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **11.12.2024 (upto 11 A.M.).** Tender will be opened on: **13.12.2024 (11 A.M.).** The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 (from 5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/073/022/2024-2025

Name of the work: **Renovation of sanitary latrine at 201/1 Harish Mukherjee Road in Ward No.-73.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 1,96,779.29.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/078/052/2024-2025

Name of the work: **Improvement of sewerline at 67/A, D. H. Road, 39 Ekbalpore Road in Ward No.-78.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,99,225.30.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/078/053/2024-2025

Name of the work: **Renovation of sewerline at 8, Mayurbhanj Road, 8/3 Mominpore Road in Ward No.-78.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,49,745.33.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/078/054/2024-2025

Name of the work: **Repairing of sewerline at 17 Mominpore Road 27, Ekbalpore Lane, 6, Hossain Shah Road in Ward No.-78.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 1,99,876.06.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/078/060/2024-2025

Name of the work: **Supplying fitting and fixing pit cover at different Bustee area in Ward No.-78.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 1,99,432.58.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **11.12.2024 - 12 Noon**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/29/2024-2025

Name of the work: **Repairing of bathing platforms at Indian Exchange Place and other different places in Ward No.-045, under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,99,773.34.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/28/2024-2025

Name of the work: **Supplying, fitting & fixing of pit covers and other ancillary works at different places in Ward No.-45, under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,99,507.32.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/22/2024-2025

Name of the work: **Development of road surface with other ancillary works at 125, Old China Bazar Street (Portion) in Ward No.-045, under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,98,499.47.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **28 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/017/2024-2025

Name of the work: **Thorough repairing of road surface from 3, Noor Md. Lane to 130 Akhil Mistry Lane etc. in Ward No.-049, BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 3,64,199.92.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **10.12.2024 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Date and time of opening of tender: **12.12.2024 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/73/24-25/R

Name of the work: **Conversion of drainage system from surface drain to underground pipe sewer at 20/20 Seal Lane in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,02,964.31.** Earnest money: **₹ 4,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/39/24-25/B

Name of the work: **Repairing of Bustee passage at 3/A, Convent Lane and its surroundings in Ward No.-56.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,39,231.81.** Earnest money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/29/24-25/B

Name of the work: **Improvement of Bustee passage at 53/33A, 53/35A, 53/36A, 53/45, 53/44 Tiljala Road (disturbed due to new sewer line) in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,30,923.51.** Earnest money: **₹ 2,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/27/24-25/B

Name of the work: **Construction of pit, catch pit and other ancillary work at Rai Charan Pal Lane, Tiljala Road, Gobra Gorasthan Road Bustee and its surrounding area in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,99,754.46.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/1/24-25/B (3rd Call)

Name of the work: **Construction of Gate beside 7 No. Nikashi (Tiljala Road) to minimized waterlogging problem of surrounding Bustee in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,78,936.97.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/26/24-25/B

Name of the work: **Improvement of Bustee passage at 6/1, Rameswar Shaw Road (disturbed due to new sewer line) in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,23,455.49.** Earnest money: **₹ 2,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/37/24-25/R (2nd Call)

Name of the work: **Construction of two number Bus Stand at R. B. Connector beside Bose Pukur Shitala Mandir in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,95,663.16.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/32/24-25/B (2nd Call)

Name of the work: **Repairing of damaged Bustee passage at 18 C. K. Lane, 19B Tiljala Shibtala Lane, 29A/H/12 Palm Avenue and its surrounding areas in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,98,423.36.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/29/24-25/R (2nd Call)

Name of the work: **Improvement of sewer pipe line at 29A/H/12 Palm Avenue and its surroundings in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,47,118.06.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/50/24-25/R (2nd Call)

Name of the work: **Repairing of KMC Labour Quarter at 13A/1A, Bedia Danga 1st Lane in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,95,871.80.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **10.12.2024 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 10).** Tender will be opened on: **12.12.2024 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 10).** The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024 at 6.55 P.M. (For Sl. No. 1 to 10).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).** (958/24-25)

ফ্যাশন- রূপচর্চা

ইনস্টাগ্রামে ২ লাখ ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে মারগ্রেট চোলার ভক্তসংখ্যা

মারগ্রেট চোলার বয়স কত হবে কে জানে! জন্মসনদ হারিয়ে গেছে জাম্বিয়া স্বাধীন হওয়ারও আগে। কেউ বলে '৮০ পার হয়ে গেছে কবে।' মারগ্রেট সম্মতি জানিয়ে বলেন, ৯০এর আশপাশে আছেন তিনি। অশীতিপর থুড়থুড়ে এই দাদিই দেখিয়ে দিলেন, স্টাইলিশভাবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য বয়স কেবলই একটা সংখ্যা! ইন্টারনেটের কল্যাণে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের দেশ জাম্বিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের বৃদ্ধা মারগ্রেট চোলা হয়ে উঠেছেন ফ্যাশন আইকন, ইন্টারনেট সেনসেশন, 'গ্র্যান্ডমা অব দ্য ইয়ার' আর লেজেন্ডারি 'গ্ল্যামমা'! ইনস্টাগ্রামে ২ লাখ ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে মারগ্রেট চোলার ভক্তসংখ্যা। মারগ্রেটের রঙিন রঙিন ছবির নিচে জড়ো হয় হাজারো ভালোবাসা চিহ্ন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা অনলাইনে মারগ্রেটের নতুন ছবির জন্য মুখিয়ে থাকে। আধুনিক সব স্টাইলিশ পোশাকে আর স্টাইলে জাম্বিয়ার সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন মারগ্রেট। এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'নতুন নতুন পোশাকে নতুন লুকে নিজেকে দেখলে মনে হয়, আমি বেঁচে আছি। আর মনে হয়, আমি বিশ্ব জয় করতে পারব। এটা এমন এক অনুভূতি, যার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না।' মারগ্রেটকে এভাবে নতুন নতুন লুকে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন তাঁর নাতনি ডায়ানা কুম্বা। ২০২৩ সাল থেকে ডায়ানাই ইনস্টাগ্রামে শুরু করেন 'দ্য ফোর্টনাইটলি গ্র্যানি সিরিজ'। ডায়ানা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করেন। বাবার দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে সেবার জাম্বিয়া গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কিছু নতুন পোশাক। ডায়ানা হঠাৎ খেয়ালের বশে দাদিকে বলছিলেন, 'তোমাকে জামাগুলো পরিয়ে সাজিয়ে দেখি কেমন লাগে?' দাদিও সম্মতি দেন। ছবি তোলা হয়। মূলত, এভাবেই শুরু। মারগ্রেটের হাতে তখন কোনো কাজ ছিল না। তাই বলেছিলেন, 'সাজাও। আমি তো মরেই যাব। এই ছবিগুলো দেখেই তুমি আমাকে মনে করবে।'প্রথমবার মোবাইলের ক্যামেরায় ছবিগুলো তোলা হয়েছিল জাম্বিয়ার রাজধানী

লুসাকা থেকে ১০ মাইল দূরের একটি গ্রামে, খামারে। ডায়ানা বলেন, 'ছবিগুলো দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। দাদিকে খুবই স্টাইলিশ দেখাচ্ছিল। উনি আসলে খুবই ফটোজেনিক। আর হাইফ্যাশনে সুন্দরভাবে নিজেকে ক্যারি করছিলেন।' ডায়ানা আরও বলেন, 'প্রথমবার ছবিগুলো পোস্ট করার ব্যাপারে আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম। ১০ মিনিট ফোন উল্টে রেখে দিয়েছিলাম। ১০ মিনিট পর দেখি ১০০০ লাইক! সবাই আরও ছবি চাইছিল।'মারগ্রেট বলেন, 'সারা বিশ্বের মানুষ নাকি আমাকে ভালোবাসে। আমার একটা ছবির জন্য মুখিয়ে থাকে। আমি নাকি দেখতে দারুণ সুন্দরী। জীবনের প্রথম শুনলাম যে আমি দেখতে ভালো। এর আগে কেউ কখনো বলেনি। হয়তো এ জন্যই এত দিন বেঁচে আছি!' মারগ্রেটের ছেলেবেলা ভীষণ অর্থনৈতিক দুর্দশার ভেতর কেটেছে। ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সেই স্কুল থেকে ঝরে পড়েন। বিবাহিত জীবনও সুখে কাটেনি। তিন সন্তানের মা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যান। জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই ছিল সংগ্রামমুখর। প্রথমবার জিনস আর উইগ পরার অনুভূতি জানিয়ে বলেন, 'থুড়থুড়ে বুড়ি হলে কী হবে, ভেতরে-ভেতরে আমি নাচছিলাম। আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।' মারগ্রেটের ছবিতে থাকে উজ্জ্বল রং, বোল্ড সানগ্লাস, অতিরিক্ত বড় আকারের হ্যাট, ব্লন্ড উইগ, ভারী নেকলেস, ব্রেসলেট, পেনডেন্ট, গ্লাভস, মুকুট, একটা লেদারের সোফা বা কাঠের চেয়ার ইত্যাদি। মারগ্রেট বলেন, 'আমি আগে থেকেই সুন্দর পোশাক পরতে বা সুন্দরভাবে সেজেগুজে থাকতে ভালোবাসতাম।

মুক্তার গয়না আমি খুব পছন্দ করি। তবে এভাবে যে মানুষের ভালোবাসা পাব, লোকে আমাকে দেখে ছবি তুলতে আসবে, কোনো দিন ভাবিনি।'২০২৪ সালের এপ্রিলে গ্র্যানি সিরিজের লাল অ্যাডিডাসের পোশাক, চাঙ্কি গোল্ডেন নেকলেসে দাদির ছবি রীতিমতো ঝড় তোলে অন্তর্জালের দুনিয়ায়। মূলত এর পর থেকেই তারকা বনে যান এই দাদি।

মিস্টার ওয়ার্ল্ড বিজয়ীর নাম পুয়ের্তো রিকোর ড্যানিয়েল মেজিয়া রোমেরিও

দশ হাজার দর্শক সামনে, অনলাইনে লাইভ দেখছেন ৩৫ লাখ মানুষ। মিস্টার ওয়ার্ল্ডের ১১তম আসরের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। হাত ধরে আছেন মিস্টার ওয়ার্ল্ড ভিয়েতনাম ও মিস্টার ওয়ার্ল্ড পুয়ের্তো রিকো। যেকোনো একজন হবেন মিস্টার ওয়ার্ল্ড। বিজয়ীর নাম উচ্চারিত হলো, পুয়ের্তো রিকোর ড্যানিয়েল মেজিয়া রোমেরিও। উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল, অন্য প্রতিযোগীরা সবাই বিজয়ী মেজিয়াকে কাঁধে নিয়ে নাচছেন, উদ্‌যাপন করছেন।

পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিত হলো মিস্টার ওয়ার্ল্ডের ১১তম আসর। ৮০টি দেশ থেকে অংশ নেন প্রতিযোগীরা। ভিয়েতনামের ফান থিয়েটে ৪ নভেম্বর মিস্টার ওয়ার্ল্ড ২০২৪ এর বিজয়ী হন পুয়ের্তো রিকোর ড্যানিয়েল মেজিয়া রোমেরিও। ইউটিউবে বিজয়ীর নাম ঘোষণার ভিডিওর নিচে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, 'মেজিয়া জয়ী হওয়ায় মনে হচ্ছে অন্যরা আসলেই খুব খুশি। অন্য প্রতিযোগীরা যেভাবে মেজিয়ার বিজয় উদ্‌যাপন করছে, এটাই তাঁর সত্যিকারের অর্জন।'

আরেকজন লিখেছেন, 'মেজিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, সে বন্ধু বানাতে ওস্তাদ। মানুষকে প্রভাবিত করার এই গুণটির জন্যই আজ সে সবাইকে পেছনে ফেলে বিজয়ী। মিস্টার ওয়ার্ল্ডের বিজয়ী ড্যানিয়েল মেজিয়া ১৯৯৭ সালে পুয়ের্তো রিকোর রাজধানী সান হুয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। মেজিয়ার বাবা পেরুভিয়ান, মা স্প্যানিশ-পুয়ের্তো রিকান। পাঁচ ভাই-বোনের ভেতর তিনি সবার ছোট। ২৭ বছর বয়সী ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার মেজিয়া পেশায় সংগীতশিল্পী, মডেল ও ফিটনেস ইনফ্লুয়েন্সার। ২০১০ সাল থেকে তিনি নাচ ও গানের ভেতর দিয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া শুরু করেন। ইংরেজি, স্প্যানিশ ও ফরাসিতিন ভাষায় পারদর্শী মেজিয়া। জাতীয় পোশাক রাউন্ডে ড্যানিয়েল মেজিয়া। ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল সুইমিং রাউন্ডে মেজিয়া। ২০২০ সালে মাকে হারান মেজিয়া। মিস্টার ওয়ার্ল্ডের বিজয়ী হওয়ার পর ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'আজ মা নিশ্চয়ই দূর থেকে আমাকে নিয়ে গর্বিত।

মার্কিন ঘাঁটির পাশে রহস্যময় ড্রোন

যুক্তরাজ্যের নরফোক ও সাফোক কাউন্টিতে মার্কিন বিমানঘাঁটিকে ঘিরে বিশেষ করে রাতের আকাশে সম্প্রতি একাধিকবার রহস্যময় বস্তু বা ড্রোন উড়তে দেখা যাওয়ার ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসব ওড়ানোর পেছনে থাকা ব্যক্তিদের এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি। ইতিমধ্যে এসব বস্তু বা ড্রোন কীভাবে উড়ছে এবং কেনইবা এমন ঘটনা ঘটতে দেওয়া হচ্ছে, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিমানঘাঁটির কাছাকাছি স্থানে থাকা বাসিন্দারা।

মূলত তিনটি বিমানঘাঁটির কাছে এসব ড্রোনের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এগুলো হলো সাফোক কাউন্টির আরএএফ লাকেনহিথ ও আরএএফ মিলডেনহল এবং পার্শ্ববর্তী নরফোক কাউন্টির আরএএফ ফেল্টওয়েল। গত ২০ ও ২২ নভেম্বরের মধ্যে এসব ঘাঁটির ওপর ও আশপাশের এলাকায় ড্রোনগুলো দেখা যায়। আরএএফ মিলডেনহলের কাছে বেক রো এলাকার বাসিন্দারা বলেন, তাঁরা তাঁদের বাড়িঘর এবং এই বিমানঘাঁটির ওপর অতি উজ্জ্বল কিছু আকাশযান উড়তে দেখেছেন। ক্যাসিম ক্যাম্পেল বেক রো এলাকার বাসিন্দা। ২৮ বছর বয়সী এ তরুণ বলেন, তিনি তাঁর বাড়ির ওপর উড়ন্ত বস্তুর উপস্থিতি দেখেছেন।

ক্যাম্পেল বলেন, এসব বস্তু ছিল ত্রিকোণাকৃতির। গত সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় এমন দুটি বস্তু দেখেন তিনি। একটি ছিল গাঢ় ধূসর রঙের। তিনি আরও বলেন, বস্তুগুলো ওড়ার সময় বেশ আওয়াজ হচ্ছিল। এগুলো থেকে আলো বের হচ্ছিল।

নিজের অজান্তেই যে চুলের ক্ষতি করে ফেলছেন

সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে ঘরে ফিরে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েন শাওয়ারের নিচে। রাতের ফুরফুরে মেজাজে শরীর এলিয়ে দেন বিছানায়। অনেকে আবার রাতে স্নান করেন পরের দিনের কথা মাথায় রেখে। সাতসকালে কাজে বের হওয়ার আগে চুল পরিষ্কার করা বেশ সময়সাধ্য ব্যাপার। সময় বাঁচাতে অনেকে তাই রাতেই স্নান সেরে রাখেন। কিন্তু সময় বাঁচাতে গিয়ে নিজের অজান্তেই যে চুলের ক্ষতি করে ফেলছেন, তা জানেন কি?

সময় বাঁচাতে হোক কিংবা ক্লান্তি দূর করতে, রাতে স্নান করার অভ্যাস আছে অনেকেরই। রাতে ভেজা চুলে ঘুমাতে যাওয়াও অনেকের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু নিয়মিত ভেজা চুলে ঘুমাতে যাওয়া শরীর ও চুল উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

চুল পাতলা হয়ে যাওয়া

ভেজা চুল বেশ নরম থাকে। সে অবস্থায় ঘুমাতে গেলে চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া চুল নরম থাকা অবস্থায় ঘুমাতে গেলে চুলের ডগা থেকে ফেটে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

কেরাটিন স্কেল কমে যায়

ভেজা চুলে কেরাটিন স্কেল তুলনামূলক নরম থাকে। নরম চুলে ঘুমাতে গেলে চুল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

চুলে খুশকি বাড়ে

ভেজা চুলে ঘুমাতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মাথা থাকে আর্দ্র। এ অবস্থায় মাথায় ইস্ট ও ছত্রাকের আক্রমণ বেশি হয়। ভেজা চুলে ছত্রাকের আক্রমণ চুলে খুশকির উপদ্রব সৃষ্টি করে।

চুলের তৈলাক্তভাব বেড়ে যায়

চুলের তৈলাক্ত ভাব দূর করতে অনেকেই রাতে শ্যাম্পু করে ঘুমাতে যান, যাতে চুলের তৈলাক্ত ভাব অনেকাংশেই দূর হয়। কিন্তু ভেজা চুলে ঘুমাতে গেলে এই তৈলাক্ত ভাব কমার বদলে উল্টো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভেজা চুলে ঘুমাতে গেলে চুল আরও বেশি তৈলাক্ত হয়ে যায়।

চুল পড়া বেড়ে যায়

ভেজা অবস্থায় ঘুমালে চুল গোড়া থেকে ভেঙে পড়তে শুরু করে এবং বেশি দিন স্থায়ীও হয় না। ফলে চুল অতিদ্রুতই ঝরে পড়তে শুরু করে। নিয়মিত ভেজা চুলে ঘুমালে অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ে। ঠান্ডা ও সর্দিকাশির মতো সমস্যার উপদ্রব ঘটতে পারে ভেজা চুল থেকে। তাই রাতে স্নান করলেও ঘুমাতে যাওয়ার আগে চুল সম্পূর্ণ শুকিয়ে বিছানায় যাওয়া উচিত। দ্রুত চুল শুকানোর জন্য অবশ্য হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করাই উত্তম। নইলে এমন সময়ে স্নান করতে হবে, যাতে বাতাসেই চুল শুকিয়ে যায়।

অনেকেই আবার চুল শুকাতে মাথায় তোয়ালে বেঁধে রাখেন। এতে চুলের ক্ষতি না হলেও অতিরিক্ত শক্ত করে বাঁধা চুল মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

বেলজিয়ামে যৌনকর্মীদের জন্য আসছে নতুন আইন

আমি যখন নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা, তখনো আমাকে কাজ করতে হয়েছে। সন্তান জন্ম দেওয়ার এক সপ্তাহ আগেও গ্রাহকের সঙ্গে আমাকে শারীরিক সম্পর্ক করতে হয়েছে।' বেলজিয়ামের যৌনকর্মী সোফিয়া এভাবেই নিজের জীবনসংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তাঁর কাজ 'সত্যই খুব কঠিন'। সোফিয়ার পাঁচটি সন্তান রয়েছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এ নারীর পঞ্চম সন্তানের জন্ম হয়। সেবার চিকিৎসক তাঁকে ছয় সপ্তাহের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রামে (বেড রেস্ট) থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে সুযোগ পাননি। তাঁকে দ্রুত কাজে ফিরতে হয়েছিল। তিনি বলেন, 'কাজ বন্ধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। কারণ, আমার অর্থের প্রয়োজন।'সোফিয়া মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং সে সময়ে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ভাতা পেলে তাঁর জীবন অনেকটা সহজ হয়ে যেত। সম্প্রতি বেলজিয়ামে নতুন একটি আইন পাস হয়েছে। ওই আইনে সোফিয়াও এখন মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবিদার হতে পারবেন। বিশ্বে এই প্রথম এই ধরনের কোনো আইন চালু হয়েছে। নতুন আইনে, যৌনকর্মীরাও আনুষ্ঠানিক নিয়োগ চুক্তি, স্বাস্থ্যবিমা, অবসরভাতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদন করার যোগ্য হবেন। সর্বোপরি, এ কাজকে অন্য যেকোনো চাকরির মতো গণ্য করা হবে। সোফিয়া বলেন, 'এটা আমাদের জন্য মানুষ হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেওয়ার সুযোগ।' সারা বিশ্বে কয়েক লাখ যৌনকর্মী রয়েছেন। ২০২২ সালে বেলজিয়ামে যৌন পেশাকে বৈধতা দেওয়া হয়। জার্মানি, গ্রিস, নেদারল্যান্ডস, তুরস্কসহ আরও কয়েকটি দেশে যৌনবৃত্তি এখন বৈধ। কিন্তু পেশাজীবী হিসেবে যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের চুক্তির আওতায় আনার ঘটনা বেলজিয়ামেই প্রথম। এ বিষয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের গবেষক এরিন কিলব্রিডে বলেন, 'এটা আমূল পরিবর্তন এবং এটা বিশ্বে এখন পর্যন্ত আমার দেখা সেরা পদক্ষেপ। প্রতিটি দেশকে আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনে রাজি করাতে হবে।' তবে অনেকে এ আইনের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলছেন, এ ব্যবসার কারণে মানবপাচার, শোষণ ও নিপীড়নের যেসব ঘটনা ঘটে, সেগুলো নতুন আইন দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না। বেলজিয়ামে ভাসমান যৌনকর্মীদের সহায়তায় কাজ করে বেসরকারি সংস্থা 'ইসালা'। সংস্থাটিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন জুলিয়া ক্রুমিরে। তিনি বলেন, 'এটা বিপজ্জনক। কারণ, এটি এমন একটি পেশাকে স্বাভাবিকের মর্যাদা দিচ্ছে, যে পেশার মূলে সর্বদাই ছিল নৃশংসতা।' কোভিড ১৯ মহামারির সময় সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা না পাওয়ার কারণে বেলজিয়ামে ২০২২ সালে কয়েক মাস ধরে যৌনকর্মীরা বিক্ষোভ করেছিলেন। বিক্ষোভকারী যৌনকর্মীদের অন্যতম একজন ছিলেন ভিক্টোরিয়া। তিনি ১২ বছর যৌনকর্মীর কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি বেলজিয়ামের ইউনিয়ন অব সেক্স ওয়ার্কার্সের প্রেসিডেন্ট। ভিক্টোরিয়ার কাছে এটা ব্যক্তিগত লড়াই। তিনি মনে করেন, যৌনবৃত্তির মাধ্যমে তাঁরা সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন। কিন্তু ২০২২ সালের আগে বেলজিয়ামে যৌনবৃত্তি অবৈধ থাকায় তাঁকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তাঁকে অনিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে হয়েছিল। গ্রাহকদের সামনে তাঁর কথা বলার সুযোগ ছিল না। এজেন্সি থেকে তাঁর আয়ের বেশির ভাগটা নিয়ে নেওয়া হতো। এমনকি একজন গ্রাহক তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন বলেও অভিযোগ করেন ভিক্টোরিয়া। তিনি সেই অভিযোগ নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে 'রূঢ় আচরণ' করেছিলেন বলেও দাবি করেন এই নারী।

ভিক্টোরিয়া বলেন, 'ওই পুলিশ সদস্য আমাকে বলেছিলেন, যৌনকর্মী ধর্ষণের শিকার হতে পারেন না। তাঁর আচরণে আমার মনে হয়েছিল, আমিই দোষী। কারণ, আমি এই কাজ করি।' বেলজিয়ামের নতুন আইন তাঁদের জীবন আরও উন্নত করবে বলেই বিশ্বাস ভিক্টোরিয়ার। ভিক্টোরিয়া বলেন, 'যদি কোনো আইন না থাকে এবং আপনার কাজ অবৈধ বলে গণ্য হয়, তবে আপনাকে সাহায্য করার কোনো প্রক্রিয়া থাকে না। এই আইন মানুষের হাতে আমাদের নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে।'

বেলজিয়ামে নতুন আইনে যৌনকর্মী ও গ্রাহকদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করাকেও বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের কঠোর নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। যদি কেউ গুরুতর অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হন, তবে তাঁকে আর যৌনকর্মীদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

জুতাচোর যে মানুষ নয়, তা দেখে দারুণ খুশি শিশুরা

জাপানের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের ফুকুওকায় একটি কিন্ডারগার্টেনে কয়েক দিন ধরে শিশুদের জুতা খোয়া যাচ্ছিল। এ কাণ্ডে শিক্ষক ও অভিভাবকেরা উদ্বেগের মধ্যে পড়ে যান। তাঁরা ধারণা করেন, কোনো ব্যক্তি হয়তো অসৎ উদ্দেশ্যে জুতা চুরি করছে। পরে পুলিশের সহায়তায় নিরাপত্তা ক্যামেরায় (সিসিটিভি) ধরা পড়ে, কোনো মানুষের কাজ নয়, বেজি এ কাণ্ড ঘটাচ্ছে। প্রথাগতভাবে জাপানের মানুষ জুতা খুলে ঘরে প্রবেশ করেন। যে জুতাগুলো চুরি যাচ্ছিল সেগুলো চটি, শিশুরা ঘরের ভেতর পরে। ঘরের ভেতর প্রবেশের দরজার কাছে সেগুলো রাখা ছিল। রহস্যের কিনারা করতে না পেরে কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয়। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা ছিল, নিশ্চয়ই কোনো চোর শিশুদের জুতা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। পরে ক্যামেরায় ধরা পড়ে আসল চোর। কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ স্কুলে তিনটি নিরাপত্তা ক্যামেরা লাগিয়ে দেয়। ওই ক্যামেরায় ধরা পড়ে, একটি বেজি কামড়ে ধরে একটি ছোট্ট জুতা নিয়ে যাচ্ছে। জুতাচোর যে মানুষ নয়, তা দেখে দারুণ খুশি ওই অঞ্চলের উপপুলিশ প্রধান হিরোয়াকি ইনাদা। স্বভাবগতভাবে বেজি মুখে করে নানা জিনিস নিয়ে যায় এবং সেগুলো লুকিয়ে রাখে। যাঁরা বেজি বাড়িতে পোষেন, তাঁরা এ জন্য ছোট ছোট খেলনা রাখেন, যেন বেজি সেগুলো লুকিয়ে রাখতে পারে।জাপানের ওই কিন্ডারগার্টেনে প্রথম দিন বেজি সব জুতা এলোমেলো করে এবং ১৫টি জুতা নিয়ে যায়। পরদিন আরও ছয়টি জুতা খোয়া যায়। ১১ নভেম্বর সেটি ফিরে আসে এবং আরও একটি জুতা চুরি করে। এর পরের দিন পুলিশের ক্যামেরায় 'চোর' ধরা পড়ে। তবে বেজিটি শুধু ঘরে পরার সাদা রঙের ক্যানভাস কাপড়ের তৈরি জুতা নিয়েছে। সেগুলো খুব হালকা। প্রাণীটি সহজেই সেগুলো কামড়ে ধরে নিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্ডারগার্টেনটির পরিচালক ইওশিহিদে সাইতো বলেন, 'আমরা খুবই স্বস্তিবোধ করছি।' শিশুরা জুতা চুরির ভিডিও দেখে খুব মজা পেয়েছে এবং হাসিতে ফেটে পড়েছে বলে জানান তিনি। যে জুতাগুলো চুরি গেছে, সেগুলো হয়তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তবে এখন আর যাতে জুতা নিয়ে যেতে না পারে, সে ব্যবস্থা করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তারা জুতা রাখার জায়গাটি নেট দিয়ে ঘিরে দিয়েছে।

ট্রাম্পকে 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি' বলে অভিহিত ভ্লাদিমির

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেন, 'ট্রাম্প সমস্যা সমাধান করার সামর্থ্য রাখেন।' কাজাখস্তান সফরকালে গতকাল বৃহস্পতিবার এসব কথা বলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। এমন সময় পুতিন এ মন্তব্য করলেন, যখন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণকে সামনে রেখে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে মস্কোর উত্তেজনা বাড়ছে। পুতিন বলেন, 'আমার যত দূর ধারণা, আরেক দফায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) প্রকৃত অর্থেই একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ইতিমধ্যে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি মনে করি, তিনি সমাধানের একটি পথ খুঁজে বের করবেন।' তবে কী ধরনের সমাধান, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি।

এদিকে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে দেশটির নীতিনির্ধারণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্থাপনায় 'ওরেশনিক' হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো নিয়ে গঠিত একটি নিরাপত্তা জোটের শীর্ষ সম্মেলনে গতকাল তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। ইউক্রেন যুদ্ধ ৩৩ মাস ধরে চলছে। তবে দীর্ঘ এ সময়ে দেশটির পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্টের কার্যালয় বা মন্ত্রণালয়গুলোয় হামলা চালায়নি রাশিয়া। কিয়েভও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দ্বারা ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত। তবে পুতিনের দাবিরাশিয়ার নতুন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ওরেশনিক ভূপাতিত করা অসম্ভব। যদিও এ দাবি নিয়ে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি সীতানাথ হাঁসদা, পিং সিংরাই হাঁসদা, ভিরিঙ্গি, দুর্গাপুর, বর্ধমান ৭১ ৩২১৩, মোঃ- ৬২ ৯৪ ৮৫০৪ ৮৯, বোলপুর, বিদ্যাধরপুর মৌজায়, ৩৪ জে. এল- ৮১২ খতিয়ানে ১৭৬ দাগে ৩৪ শতক শুনা জমি বিক্রয় করা আবশ্যিক হওয়ায় উহা আমাকে বিক্রয় করিতে হইতেছে। যদি কোন তপশীলি জাতি (S.T.) নাহ্য দামে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তাহলে অদ্য হইতে ২১ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবে। অন্যথায় আমি সর্বসাধারণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিব।

Name Change

I, Mst Ajima Khatun (old name) wife of Md Shamshad Alam, residing at Vill.- Khajnabahala, P.O.- Naul, P.S.- Shyampur, Dist.- Howrah, Pin- 711312, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Musammat Ajima Khatun (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit No. 26, dated 29/11/2024. Musammat Ajima Khatun (new name) and Mst Ajima Khatun (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Aitun Nessa (old name) wife of Md Quamuzzaman, residing at 26/A North Range,Circus Avenue, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Aitun Nisa (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/11/2024. Aitun Nisa (new name) and Aitun Nessa (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Deboleena Mukherji (old name) wife of Vivek Yadav, residing at 20A, Kaliprasad Chakravorty, P.O.- Bagbazar, P.S.- Shyampukur, Kolkata-700003, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Deboleena Mukherjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/11/2024. Deboleena Mukherjee (new name) and Deboleena Mukherji (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Binod Mondal (old name) son of Madhu Sudan Mondal, residing at No.193, Hizla Road, Bara Jirakpur, Basirhat-I, P.O.- Basirhat R.S, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Binod Behari Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/11/2024. Binod Behari Mondal (new name) and Binod Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Smt Anjoo Vishwakarma (Old Name) W/o Amarnath Vishwakarma Residing at 3rd Floor, Flat No-303, 32/1, Kaibarta Para Lane, Rajgodia School, Salkia, Haora(M.Corp), P.o-Salkia, District - Howrah, West Bengal – 711106, India, have changed my name and shall henceforth be known as Anju Vishwakarma (New Name) as declared before the Notary Public Court, Kolkata vide affidavit No 21/2024 Dated 29-11-2024. Smt Anjoo Vishwakarma (Old Name) and Anju Vishwakarma (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Quamruzzaman (old name) son of Ahamed Hossain, residing at 26/A North Range,Circus Avenue, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Quamuzzaman (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/11/2024. Md Quamuzzaman (new name) and Md Quamruzzaman (old name) both are same and identical person.

এপারের বিজেপিকে হুমকি দিলো ওপারের আমার বাংলাদেশ পার্টি

ঢাকা,১ ডিসেম্বর ঃ' বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে নিপীড়ন চলেছে তার প্রতিবাদে আগামী সোমবার শুভেন্দু অধিকারী এপারে পেট্রোপোল সীমান্ত আবারোধ করে বিক্ষোভ দেখবেন বলেছেন। এবার সেই বিজেপির সঙ্গে সম্মুখ সমরে উপস্থিত ওপারের আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি)। ওই দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, ' শত্রুদের হুঁশিয়ার করছি। সীমান্তের ওই পারে থাকেন, এই পারে থাকেন... বিজেপিকে বলছি, যাঁরা সীমান্ত অবরোধ করবেন, ২০ কোটি মানুষ ঘুমিয়ে নেই। আপনারা সীমান্ত অবরোধ করবেন, আমরাও করব। যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ হবে। রক্তের বদলে রক্তের ফয়সালা হবে। লাল-সবুজের পতাকার সঙ্গে কোনো গাদ্দারি, বেইমানি আমরা মেনে নেই নাই। শেখ(হাসিনা)বংশের জমিদারের বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে লড়াই করেছি, এই লড়াই চলছে

চলবে।' বৃহস্পতিবার বিকেলে সিলেট নগরের কোর্ট পয়েন্টে সিলেট জেলা ও মহানগর এবি পার্টির উদ্যোগে এ জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান ফুয়াদ এ কথা বলেন। এইভাবে তিনি তার দেশের অভ্যান্তরে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে উত্তেজিত করে চলেছেন। তার বক্তব্যর মধ্যে ছিল যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক উস্কানি। তিনি বলেন, ' ইসকন ও আওয়ামী লীগকে বলছি, যাঁরা চট করে বাংলাদেশে ফিরে আসার চক্রান্ত করছেন, ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখেন। দিনের আলোতে দেখবেন না। বাংলাদেশের ২০ কোটি মানুষের রক্ত থাকতে, আবু সাঈদ-মুগ্ধরা আবার নতুন করে সাইফুল হয়ে ফিরে আসবে। সিলেটের শহীদদের মতো করে আবার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।' আসাদুজ্জামান ফুয়াদ আরও বলেন, ' ১৫ বছর ধরে একটি আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস জনগণের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছিল। জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। জনগণের অধিকার হরণ করে দাসে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। যা এই দেশের ছাত্র-জনতা মেনে নেয়নি। স্নাইপারের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে ছাত্র-জনতা দেশকে ফ্যাসিবাদমুক্ত করেছে। এভাবেই ওপারের একদল মানুষ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখে আরও উত্তেজিত করছে ওপারের সংখ্যায়গুরু সম্প্রদায়কে।

মালদহে শুরু হল খাদি মেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ ডিসেম্বর ঃ তাঁতে বোনা কাপড় থেকে বুটিক, কাথাস্টিক কাপড় নিয়ে মালদহে শুরু হল খাদি মেলা। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মালদহ শহরের যুব আবাস ময়দানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে। গান্ধীজীর ছবিতে মাল্যদান প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয় খাদি মেলার। এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা শাসক(ভূমি ও ভূমি সংস্কার) দেবাহুতি ইদ্র, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ অন্যান্যরা। বুটিক, কাথাস্টিক সহ বিভিন্ন হাতের কাজের কাপড় বিক্রি হচ্ছে মেলায়।

জনতার হেনস্থার পর থানায় এনে গ্রেফতার, শর্ত সাপেক্ষে সাংবাদিক মুন্নিকে ছাড়ল পুলিশ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ঃ চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জেরে আরও ১১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। লাগাতার হিন্দুদের উপর হামলায় বাংলাদেশ জ্বলছে। এবার আক্রান্ত হিন্দু মহিলা সাংবাদিক। কারওয়ান বাজারে শনিবার রাতে সাংবাদিক মুন্নি সাহাকে কিছু লোক ঘেরাও করে। জনতার তোপের মুখে পড়েন মুন্নি। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানার পুলিশ। তেজগাঁও থানার ওসির কথায়, 'সাংবাদিক মুন্নি সাহা রাত ১০টার দিকে কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারের অফিস থেকে বের হওয়ার পর কিছু ব্যক্তি তাঁকে ঘিরে ধরেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।' বাংলাদেশের সংবাদপত্র সূত্রে

খবর, 'মুন্নি সাহাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।' ডিবি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে প্যানিক অ্যাটাকে অসুস্থ হয়ে প৷৷-সহ সব দিক বিবেচনা করে ৪৯৭ ধারায় পরিবারের হাতে মুন্নি সাহাকে তুলে দিয়েছে পুলিশ। এজন্য ৪ মামলায় আত্মসমর্পণ করে ঢাকার আদালত থেকে জামিন নেওয়ার শর্তও জু৷ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুন্নী সাহা 'এক টাকার খবর' নামের একটি অনলাইন পোর্টালের সম্পাদক। এটিএন নিউজের শুরু থেকে টিভি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ২০২৩ সালের ৩১ মে মুন্নি এটিএন নিউজ ছো৷ 'এক টাকার খবর' নামের একটি প্লাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হন।

রেল বিক্ষোভ নলহাটিতে

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি,১ ডিসেম্বর ঃ দূরপাল্লার ট্রেন সহ বেশ কিছু লোকাল ট্রেন চলাচল পুনর্বহাল করার দাবিতে রেল বিক্ষোভ নলহাটিতে। তার জেরে যাত্রী নাকালের শিকার বেশ কিছুক্ষণ। জানা গেছে, সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা দশ পর্যন্ত রেল অবরোধ ঘটে। জানা গেছে, রেলওয়ে নাগরিক মঞ্চ বেশ কিছু ক্ষণ নলহাটি রেলওয়ে স্টেশন অবরোধ করে। তাদের দাবি, কাঞ্চন জঙ্ঘা এক্সপ্রেস, কুলিক এক্সপ্রেস সহ বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেন এবং হাওড়া মালদা লোকাল ট্রেন সহ বেশ কিছু ট্রেনকে পুনরায় চালু করার দাবিতে রেল অবরোধ করে তারা। জানা গেছে, কোভিডের সময় বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বন্ধ ছিল। সেগুলি পুনরায় চালু করার দাবি তোলে তারা। এরফলে রামপুরহাটে বন্দেভারত এবং নলহাটিতে হাওড়া সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যারফলে যাত্রীরা বেশ নাকালের শিকার হয়। নাগরিক মঞ্চের পক্ষে সনকা দাস বলেন, আমরা আগে বহুবার রেলওয়ে আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাই। কিন্তু তারা কর্ণপাত না করায় আমরা অবরোধ করতে বাধ্য হয়।

অশান্ত বাংলাদেশ, আক্রান্ত সংখ্যালঘুরা, বন্ধ হলো মিলন মেলা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরদিনাজ পুর, ১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে হেমতাবাদের চৈনগর সীমান্তের মাকরহাটে এবার মিলন মেলা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিএসএফ, উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন, পুলিস ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মাইকিং ও প্রচার করে মেলা না হওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত ব্লক ও সংলগ্ন এলাকায় জানানো শুরু করেছে। ফলত মনখারাপ এলাকার তথা জেলার মানুষের। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক নেই। তাই বিএসএফের তরফে মেলার জমায়েত রুখতে আবেদন জানানো হয়েছিল। প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় যাতে কোনও জমায়েত না হয় তা সঠিকভাবে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সময় এপার-ওপার এক ছিল। এই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে প্রতি বছর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের ১ নম্বর চৈনগর পঞ্চায়েতে বাংলাদেশ সীমান্তে বসে মিলন মেলা। বাংলাদেশের শতাব্দী প্রাচীন কালীপুজোকে কেন্দ্র করে কাঁটাতার মাঝে রেখে দু'দেশের মানুষ মিলিত হয়। এবছর সেই মেলার কথা ছিল ৬ ডিসেম্বর। কিন্তু বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে এই বছর মেলা নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। হেমতাবাদের চৈনগর সহ আশপাশের এলাকায় মাইকিং করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জানানো হচ্ছে। প্রতি বছর ডিসেম্বরে দুই দেশের মানুষ কিছু সময়ের জন্য কাঁটাতারের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে মিলন মেলায় শামিল হন। দুই প্রান্ত থেকে উপহার ছুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এবছর পুরোপুরি বন্ধ রাখা হচ্ছে মিলন মেলা। সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় টহল দেবে হেমতাবাদ থানার পুলিস। বিএসএফ ও প্রশাসনের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

হরিশ্চন্দ্রপুরে আবাস যোজনার তালিকায় দুর্নীতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ ডিসেম্বরঃ মালদা জেলার হরিশ্চঃদ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাকুল গ্রামে আবাস যোজনার তালিকায় দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তালিকায় পাকা বাড়ির মালিকদের নাম থাকলেও ভগ্নপ্রায় কাঁচা বাড়ির মালিকদের নাম কাটমানি না দেওয়ার কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। সোনাকুল গ্রামের বাসিন্দা জ্যোস্নারা খাতুনের অভিযোগ, তার মাটির দেওয়ালের বাড়ি এবং টালির ছাদের দারিদ্র্যপীড়িত ঘর থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনার প্রাথমিক তালিকায় নাম থাকার পরও তা কেটে ফেলা হয়েছে। কারণ, তিনি স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার দাবিকৃত ১০ হাজার টাকা কাটমানি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অপরদিকে, পাকা বাড়ির মালিক এবং স্থানীয় রেশন ডিলার রফিকুল ইসলামসহ তৃণমূল নেত্রীর আত্মীয়দের নাম তালিকায় রয়েছে। রেশন ডিলার রফিকুল ইসলামের বিশাল অট্টালিকা থাকা সত্ত্বেও তার নাম তালিকায় থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তিনি দাবি করেছেন, ২০১৮ সালের তালিকায় তার নাম থাকলেও তখন তিনি রেশন ডিলার ছিলেন না। এখন নাম কীভাবে রয়েছে, তা তার অজানা। এদিকে, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি খাতুনের স্বামী ফিরোজ হোসেন স্বীকার করেছেন যে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকায় ছিল। তবে তিনি দাবি করেন, নাম বাদ দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে বিডিও তাপস কুমার পাল জানিয়েছেন, প্রাথমিক তালিকা যাচাইয়ের সময় মিসগাইড করার ঘটনা ঘটতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে সুপার চেকিংয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে, এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।বিজেপির তরফে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানানো হয়েছে। তাদের অভিযোগ, আবাস যোজনার নামের তালিকায় এই ধরনের দুর্নীতি তৃণমূলের চিরাচরিত অভ্যাস।

বকেয়া বেতন না পেয়ে ফের চা বাগানে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কালচিনি ১ ডিসেম্বর ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে কালচিনির সুভাষিনী চা বাগানের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো শ্রমিকরা। কাজে না গিয়ে বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে জড়ো হয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার তাঁদের ১৫ দিনের বকেয়া বেতন দেওয়ার কথা ছিল বাগান কর্তৃপক্ষের। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো বকেয়া সেই বেতন মেলেনি। তাই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

মারধরের অভিযোগ উঠলো এক পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১ ডিসেম্বর ঃ জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে মারধরের অভিযোগ উঠলো পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সরাইঘাট গ্রামের তৃনমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে। বেশ কয়েক বছর ধরে একটি জায়গায় বাড়ি করে বসবাস করছেন শঙ্কর দোলই ও তার পরিবার। অভিযোগ,সেই জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েক মাস ধরে চাপ দিচ্ছেন ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা মঙ্গলা দোলই ও তার স্বামী। জায়গা না ছাড়ায় অবশেষে এর জল গিয়ে পৌঁছায় তমলুক জেলা আদালত পর্যন্ত। কিন্তু এই জায়গাটি কার এখনো পর্যন্ত রায়দান করেননি তমলুক আদালত। তার আগেই সেই জায়গায় বসতবাড়ি থেকে ওই পরিবারকে জোর করে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন পঞ্চায়েত সদস্যা মঙ্গলা দোলই ,তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন। এরপর সেই জায়গায় শঙ্কর দোলই এর বাড়ি বাঁশ ও টিন দিয়ে পুরো বাড়ি ঘিরে দেন পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার বাহিনী। এরপর বাধা দিতে যাওয়ায় শঙ্কর দোলই এর স্ত্রী সুমিত্রা দোলই কে চড়,কিল,ঘুসি মারার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার অনুগামীরদের বিরুদ্ধে। মারধরের সেই ভাইরাল ভিডিও সমাজ মাঝ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

সার্বজনীন মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানে মেতে উঠেছেন সমস্ত ভক্তরা

জলপাইগুড়ি হরিপাল কোলোনি সার্বজনীন মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানে ভক্তদের ঢল। সুদূর আসামের বিলাসিপারা, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জাযগা থেকে হরিনাম সংকীর্তনের দল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হযে ভক্তদের উসাহিত করেন। ২৬শে নভেম্বর থেকে ১ লা ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। বেশ কযেক্দিন ব্যাপী এই নাম সংকীর্তনে সকল ভক্তবৃঃদদের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের আযোজন করেন উদ্যোক্তারা। দুর্দান্ত থেকে বহু ভক্ত এই হরিনাম সংকীর্তনে ছুটে আসেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাননীয় মন্ত্রী ও সভাপতি জনাব মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। ধর্মতলা রানী রাসমণি রোডের সমাবেশ ঘিরে প্রচুর সমর্থকদের সমাবেশ চোখে পরার মতো। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী কার্যকর্মের বিরোধিতা করা হয় সমাবেশে।-ছবি সুবল সাহা।

এক চিন্ময় কারাগারে, লক্ষ চিন্ময় ঘরে ঘরে', কলকাতার রাস্তায় হুঙ্কার সনাতনীদের

সৌরভ দত্ত, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ সনাতন হিন্দুদের উপর ধারাবাহিক নির্যাতনের ঘটনায় উত্তাল বাংলাদেশ। তার রেশ আছড়ে পড়েছে এপার বাংলাতেও। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে শহর কলকাতা। ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ মামলা প্রত্যাহার ও তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে পথে নামল হিন্দু সমাজ। এদিন শিয়ালদহে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে প্রতিবাদী মিছিল হয়। শিয়ালদহ থেকে বেকবাগানে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস পর্যন্ত মিছিলে অংশ নিলেন বহু সাধারণ মানুষ। হাতে ধরা পোস্টারে গর্জন - ' চিন্ময় কারাগারে, লক্ষ চিন্ময় ঘরে ঘরে'। কোনও পোস্টারে লেখা - ' হিন্দু ভাই ভাই, চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই'। এই ইস্যুতে আবার কেউ কেউ বাংলাদেশি বস্ত্র বর্জনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে হাই কমিশনের অফিসের সামনে পুলিশের বাধায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ধুন্ধুমার বাঁধে পুলিশের। বৃহস্পতিবার প্রতিবাদে নেমেছে কলকাতার ইসকন কর্তৃপক্ষও। বৃহস্পতিবার বিকেলে

আলবার্ট রোডে কীর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে চলেছেন ভক্তরা। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস এদিন বাংলাদেশের পুলিশ ও সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগ। ইসকন ভক্তরা আতঙ্কিত। তাঁদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সেনা। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি ও রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতিবাদ জোরাল হতেই ইসকনকে নিষিদ্ধের আবেদন জানায় ইউনুস সরকার। কিন্তু বৃহস্পতিবার আদালতে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এখনই ইসকনের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না বলে সাফ জানায় হাই কোর্ট। তাতে কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ ফিরলেও চরম আতঙ্কিত সেখানকার ভক্তরা। কলকাতা ইসকন কর্তৃপক্ষের তরফে এনিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমন দাস। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে ইসকন ভক্তরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেনা ও পুলিশ। পরিস্থিতি খুব খারাপ। চিন্ময় প্রভুর পর সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও এক সন্ন্যাসী স্বরূপ দাশকে। তাতে যেন আগুনে ঘি পড়েছে।

একটি প্রধান অবকাঠামো আপগ্রেড হিসাবে বালগোনায় নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম কমিশন করা হয়েছে

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান-কাটোয়া সেকশনে বালগোনা স্টেশনে সিগন্যাল ইন্টারলকিং সিস্টেমকে একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের সাথে সফলভাবে আপগ্রেড করেছে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে অপারেশনাল নমনীয়তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে। নতুন ইআই চালু করার জন্য নন-ইন্টারলকিং কাজটি ট্রেন পরিষেবাগুলিকে ব্যাহত না করে সতর্কতার সাথে পরিচালিত হয়েছিল, যা আধুনিক পরিকাঠামোতে একটি নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তরকে প্রতিফলিত করে। আপগ্রেড সিস্টেমের মূল বৈশিষ্ট্যবালগোনা স্টেশনে নতুন ইনস্টল করা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমটি ৩৬টি ভিন্ন রুটের সুবিধা দেয়, যা ট্রেন চলাচলের জন্য আরও নমনীয়তা প্রদান করে। এই আপগ্রেডটি এই অঞ্চলে রেলওয়ের কার্যক্রমের আধুনিকীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের পাশাপাশি, নিম্নলিখিত ইনস্টলেশন এবং আপগ্রেডগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে। ডুয়াল ভিডিইউ প্যানেলঃ বড় ডিসপ্লে প্যানেল সহ ইয়ার্ড লেআউটের বর্ধিত দৃশ্যমানতা প্রদান করে, আরও ভাল পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে। অ্যাডভান্সড ডেটা লগারঃ ট্রেন অপারেশনে

নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে অপারেশনাল ডেটা যাচাই করার জন্য চালু করা হয়েছে। ব্লক-প্রুভিং ডিভাইস প্রতিস্থাপনঃ নিরাপত্তা প্রোটোকল শক্তিশালী করার জন্য আপগ্রেড করা হয়েছে। নতুন পাওয়ার সিস্টেম ইনস্টলেশনঃ সিগন্যালিং এবং টেলিকম সিস্টেমের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে। ওএফসি ওয়্যারিং প্রতিস্থাপনঃ সিস্টেমের ব্যর্থতা কমিয়ে ডেটা এবং ডালগুলির নিরবচ্ছিন্ন সংক্রমণ নিশ্চিত করে। বর্ধিত নিরাপত্তা এবং দক্ষতাসিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগ নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির উপর ফোকাস রেখে আপগ্রেডেশন কাজগুলি সম্পাদন করেছে। উন্নত প্রযুক্তির একীকরণ সুগমিত ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করে এবং অপারেশনাল ব্যাঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করে।এই আধুনিকীকরণটি ভারতীয় রেলওয়ের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং যাত্রীদের নিরাপদ এবং আরও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইস্টার্ন রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কের ক্রমাগত উন্নতির জন্য নিবেদিত, সকলের জন্য একটি নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

যুদ্ধবিরতি শুরুর পরই ফের হেজবোল্লার ঘাঁটিতে আক্রমণ করল ইজরায়েল সেনা!

১ ডিসেম্বর ঃ বুধবারই শুরু হয়েছিল যুদ্ধবিরতি। কিন্তু একদিনও যেতে না যেতেই বৃহস্পতিবারই ফের লেবাননে হেজবোল্লার ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাল ইজরায়েল। একটি দুটি নয়, মোট ছটি বিস্ফোরণের কথা জানা গিয়েছে। যদিও ইজরায়েলি সেনার দাবি, লেবাননই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে মাঝারি পাল্লার রকেট মজুত করছিল দক্ষিণ লেবাননে। সেই ' মোকাবিলা করতেই তেল আভিভের সেনা জবাব দিয়েছে। হামলা পাল্টা হামলায় কয়েক হাজার মানুষের রক্ত ঝরার পর অবশেষে আশার আলো দেখা গিয়েছিল বুধবার। তারও আগে মঙ্গলবার রাতে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দেয় ইজরায়েলের মন্ত্রিসভা। নীতিগত ভাবে চুক্তি অনুমোদন করেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। জানা যায়, ২৭ নভেম্বর স্থানীয় সময় ভোর ৪টে থেকে লাগু হচ্ছে সংঘর্ষ বিরতি। আপাতত ২ মাসের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে কোনও হামলা চালাবে না হেজবোল্লা ও ইজরায়েল। পরিস্থিতি অনুযায়ী বা৷৷নো হবে চুক্তির মেয়াদ। কিন্তু যুদ্ধবিরতি শুরু হতে না হতেই ফের বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল লেবানন। তবে ইজরায়েলের হামলা যে অঞ্চলে হয়েছে, সেখানে সাধারণ নাগরিকরা কেউ ছিলেন না বলে জানা যাচ্ছে। শোনা গিয়েছিল, যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন হলেও এর মেয়াদ কতদিন থাকবে তা নির্ভর করছে লেবাননের উপর।

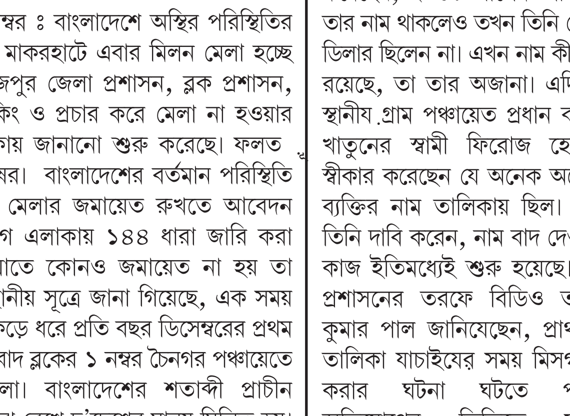

উল্লেখ্য, গত বছর থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের হামলায় শুধুমাত্র লেবাননে মৃত্যু হয়েছে ৩৮০০ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছে অন্তত ১৬ হাজার মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে এই যুদ্ধবিরতির মূল কারিগর আমেরিকা ও ফ্রান্স। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে বার্তা দেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। কিন্তু সেই সময়ই নেতানিয়াহুকে বলতে যদি কোনওভাবে এর শর্ত লঙ্ঘন করা হয় সেক্ষেত্রে কা৷৷ জবাব দিতে দ্বিধা করব না আমরা। পাশাপাশি যুদ্ধবিরতির চুক্তির শর্তে বলা হয়েছিল, হেজবোল্লা বা অন্য কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইজরায়েলের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার থাকবে ইজরায়েলের। একদিন যেতেই তেমনই এক অভিযোগ এনে ফের লেবাননে হেজবোলা ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাল ইজরায়েল।

এসইউডি লাইফ বিকশিত ভারত এবং নিউ ইন্ডিয়া লিডার্স ফান্ড চালু করলো

মুম্বাই, ২৯ নভেম্বর ঃ স্টার ইউনিয়ন দাই-ইচি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড তার ইউনিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান অফারগুলির অংশ হিসাবে দুটি নতুন তহবিল চালু করেছে - Viksit Bharat Fund এবং New India Leaders Fund .Viksit Bharat Fund সেই ব্যবসাগুলিতে বিনিয়োগ করবে যা আজকের ভারতকে আগামীকালের Viksit Bharat-এ রূপান্তরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ভিক্সিত ভারত তহবিলের মাল্টি-ক্যাপ, সেক্টর-অজ্ঞেয়বাদী পোর্টফোলিওটি উদীয়মান এবং সেইসাথে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির সংস্পর্শে থাকবে যারা বাস্তুতন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন এবং মূল্যবোধ তৈরি করছে। যাদের দীর্ঘমেয়াদী দিগন্ত এবং সামগ্রিক ভারতের বৃদ্ধির গল্পে বিশ্বাস রয়েছে তাদের জন্য এই তহবিলটি আদর্শ।অন্যদিকে, নিউ ইন্ডিয়া লিডারস ফান্ড ভারত ও বিশ্ব উভয়ের জন্য প্রযুক্তি-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবন এবং ব্যাঘাতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভারতের বাইরে নতুন এবং উদীয়মান ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। অন্যান্য উদীয়মান থিমগুলির মধ্যে এই তহবিলের কিছু বিশিষ্ট থিম হ'ল শক্তির রূপান্তর, ডিজিটালাইজেশন, ক্লাউড এবং এআই-নেতৃত্বাধীন ব্যবসা, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পাশাপাশি প্রযুক্তি-নেতৃত্বাধীন পণ্য এবং পরিষেবা। এই তহবিলটি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী দিগন্ত এবং বৃদ্ধির ব্যবসার জন্য কিছু ক্ষুধা সহ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে, এগুলি SUD Life Star Tulip, SUD Life Wealth Creator, SUD Life Wealth Builder এবং SUD Life e-Wealth Royale-এর পণ্যের অধীনে উপলব্ধ। কোম্পানিটি তার সমস্ত ইউলিপ প্ল্যানে এই তহবিলগুলি অফার করার পরিকল্পনা করছে।

দাম্পত্য জীবনে সুখ আনতে মেনে চলুন ভারতীয় জ্যোতিষের কিছু পরামর্শ

১ ডিসেম্বর ঃ ইতিমধ্যে বিবাহের মরসুম চলে এসেছে। কিন্তু ঘটনা হলো, সব বিয়ে সুখের হয় না, শান্তির হয় না। দাম্পত্য জীবনে ছোট-খাটো সমস্যা হতেই পারে। কিন্তু সেই সমস্যা যেন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অন্ধকার না ডেকে আনে। সেই কারণেই ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে দাম্পত্য জীবনে শান্তির জন্য কিছু নিয়ম মানার কথা বলেছেন। জ্যোতিষ জানাচ্ছে- জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নানের জলে এক চিমটি হলুদ মিশে স্নান করুন। বিশ্বাস করা হয়, এটি যদি আপনি একমাস করেন, তাহলে আপনার দাম্পত্য জীবনের যে বাধা ছিল, তা কেটে যাবে। কিংবা আপনার যদি বিয়ে না হয় তাহলে সেই সমস্যা থেকে বের হতে পারবেন। আর্থিক সমস্যা কাটাতে ও কিন্তু আপনি হলুদ মিশিয়ে সেই জল খেতে পারেন। এতে বিবাহের সম্পর্ক আরও

মজবুত হবে, আর্থিক সমস্যাও দূর হবে আপনার। আয় ক্রমশ বাড়তে থাকবে। চাকরি থেকে ব্যবসায় খুব সফলতা অর্জন করতে পারবেন। আপনার বাড়িতেও যদি কারোর বিয়েতে কোনও বাধার সৃষ্টি হয়, তাহলে কিন্তু আপনি হলুদ মিশিয়ে সেই জল খেতে পারেন। এই প্রতিকার বিবাহের বাধা দূর করতে খুব কার্যকর। এটি করলে অবিবাহিতদেরও বিয়ে হয়ে যাবে। স্নানের জলে হলুদ মিশিয়ে স্নান করলে আপনার বৃহস্পতি গ্রহ ক্রমশ উন্নতি লাভ করবে। এমনকি বিবাহজনিত সমস্যা কমবে। গুরু গ্রহের কৃপায় তাঁরা জীবনে এগিয়ে যেতে পারবেন। সব কাজে এগিয়ে যেতে পারবেন। চাকরি থেকে ব্যবসায় সমস্যা মিটবে। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের কাছে হলুদ, বিশেষ করে কাঁচা হলুদ খুবই পবিত্র। তাই নিজেদের জীবনে শান্তি আনতে জ্যোতিষের পরামর্শ অনুযায়ী হলুদ ব্যবহার করুন।

নিউজিল্যান্ডের হারে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চাপমুক্ত ভারত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮ উইকেটের অসাধারণ জয়ে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে যাওয়ার স্বপ্নে বড় ধাক্কা লেগেছে। তবে, ইংল্যান্ডের এই জয়ও তাঁদের আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের স্ট্যান্ডিংয়ে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি। সেরা ৩ দলই এখনও একই স্থানে অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের হার ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার জন্য ফাইনালে যাওয়ার আশা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও পাঁচ দলের মধ্যে এখন চলছে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানে ভারত এখন শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।

ইংল্যান্ডের দুর্দান্ত জয় ও তাদের অবস্থান

ইংল্যান্ড ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে তাদের ১০তম টেস্ট জয় তুলে নেয় এই ডব্লুটিসি সাইকেলে, যা তাদের জন্য একটি বড় অর্জন। তবে, তাদের ৯টি হারের কারণে এখনও তারা ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে, যেখানে তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৪৩.৭৫। এর কারণে, ইংল্যান্ডের সম্ভাবনা সেরা ২ থেকে বাইরে, যদিও তারা মোট ম্যাচ খেলার দিক থেকে সবার আগে (২০টি ম্যাচ)। তাঁদের এই রেকর্ড দেখে মনে হয়, ইংল্যান্ডে যেন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অভাব রয়েছে যারা ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে।

ভারতের অবস্থান ও সম্ভাবনা

ভারত এখনও টেস্ট বিশ্বকাপে শীর্ষস্থানে রয়েছে। ১৫টি টেস্ট খেলে রোহিত শর্মা এবং তার দল ৯টি জয় অর্জন করেছে এবং মাত্র ১টি হারে তারা ৬১.১১ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে। ১৮০ পয়েন্টের মধ্যে ভারতের সংগ্রহ ১১০ পয়েন্ট, যা তাঁদের জন্য একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। টেস্ট

বিশ্বকাপের ফাইনালে যাওয়ার জন্য ভারতকে এখন আর বড় কোনো চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে না, কারণ নিউজিল্যান্ডের এই হারে তারা কিছুটা চাপমুক্ত হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতি

দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁদের প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ২৩৩ রানে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট সংগ্রহ ৫৯.২৬ শতাংশ, এবং তারা ৯টি টেস্ট খেলে ৫টি জয়, ১টি ড্র এবং ৩টি হার নিয়ে এই অবস্থানে পৌঁছেছে। ১০৮ পয়েন্টের মধ্যে তাদের সংগ্রহ ৬৪ পয়েন্ট, যা তাদের টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে যাওয়ার আশাকে আরো শক্তিশালী করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাদের এগিয়ে রাখছে, এবং তাঁরা এখন ফাইনালের দৌড়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান

অস্ট্রেলিয়া, ১৩টি টেস্ট খেলে ৮টি জয় এবং ১টি ড্র নিয়ে বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তাঁদের পয়েন্টের শতাংশ ৫৭.৬৯ এবং সংগ্রহ ৯০ পয়েন্ট। ১৫৬ পয়েন্টের মধ্যে তাদের সম্ভাব্য সংগ্রহ, যা অস্ট্রেলিয়াকে এখনও ফাইনালে যাওয়ার ভালো সম্ভাবনা দিচ্ছে। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স দেখানোর পরেও, তাদের টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে যাওয়ার পথে বেশ কিছু বাধা রয়েছে, তবে তারা যে কোনো মুহূর্তে শীর্ষস্থানে ফিরে আসতে পারে।

নিউজিল্যান্ডের চতুর্থ স্থান

নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেলেও, তারা এখনও টেস্ট বিশ্বকাপ পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০ এবং তারা ১২টি টেস্ট খেলে ৬টি জয় এবং ৬টি হার সহ ৭২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তবে, এই হার নিউজিল্যান্ডের ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁদের পরবর্তী ম্যাচগুলোতে বড় জয় তাদের এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে, তবে এখন তাদের ফাইনালে যাওয়ার লড়াই আরও কঠিন হবে।

শ্রীলঙ্কার সম্ভাবনা

শ্রীলঙ্কা, যারা সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারিয়েছে, ৫০.০০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সমান অবস্থানে রয়েছে। তাঁরা ১২টি টেস্ট খেলে ৫টি জয় এবং ২টি ড্র নিয়ে ৭২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। শ্রীলঙ্কার ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ এখনও টিকে আছে, তবে তাদের পরবর্তী ম্যাচগুলিতে একটি বড় জয়ের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে, টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। ভারত শীর্ষস্থানে থাকলেও, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার জন্য এখনও অনেক কিছু বাকি। একে অপরকে পেছনে ফেলতে এই পাঁচটি দলের জন্য পরবর্তী ম্যাচগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

আইসিসির চার্জ এ বার জয় শাহর হাতে, চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েই বড় ঘোষণা

দুবাই, ১ ডিসেম্বরঃ ক্যালেন্ডার বলছে আজ ১ ডিসেম্বর। আইসিসির মসনদে বসলেন জয় শাহ। বিশ্ব ক্রিকেটে জয় নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। আজ, রবিবার থেকেই আইসিসির চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব পুরোপুরি তাঁর। তিনি আজ থেকে ভারতের প্রাক্তন বোর্ড সচিব। আইসিসির দায়িত্ব নিয়েই জয় জানিয়ে দিলেন, ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটকে সংযুক্ত করা, সারা বিশ্বে ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় করে তোলাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে জয় শাহর সফরটা অনেকটাই লম্বা। তিনি ২০০৯ সালে এই ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেন। গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব পাওয়ার পর ২০১৯ সালে তিনি বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারির দায়িত্বে আসেন। সবচেয়ে তরুণ হিসেবে এই ভূমিকায় তাঁকে দেখা গিয়েছিল। বিসিসিআইয়ের সচিব থাকাকালীন বোর্ডের একাধিক আর্থিক উন্নতির নেপথ্যে জয়ের

অবদান দেখা গিয়েছে। আইপিএলের মিডিয়া রাইটস রেকর্ড টাকায় বিক্রি থেকে শুরু করে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগকে বাস্তবায়িত করা, টেস্ট ক্রিকেট ইনসেনটিভ এবং অন্য নানা কাজে জয়ের হাত রয়েছে। এর মাঝে ২০২১ সালে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি হন জয়। আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান জয় শাহ এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার পর বলেন, ''আসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে এই দায়িত্ব পেয়ে আমি আপ্লুত। আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আইসিসি ডিরেক্টর ও বোর্ডের সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।'' আইসিসির চেয়ারে বসার পর জয়ের পরিষ্কার বার্তা, বিশ্বব্যপী ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে হবে। একাধিক ফর্ম্যাটে মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতি নিয়ে আরও আলোচনা হবে। সদ্য প্রাক্তন আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলেকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন জয়। তিনি বলেন, ''গত চার বছর ধরে যে ভাবে লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন গ্রেগ বার্কলে, তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই সময়ে তিনি একাধিক মাইলস্টোন স্পর্শ করেছেন। আমি আইসিসি টিমের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। বিশ্বমঞ্চে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ানোই আমাদের লক্ষ্য।'

প্র্যাক্টিস ম্যাচে বড় প্রাপ্তি শুভমন গিল

জিতেও ব্যাটিং চালিয়ে গেল ভারত

ক্যানবেরা, ১ ডিসেম্বরঃ পরিকল্পনায় ছিল দু-দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ। কিন্তু বৃষ্টির কারণে তা হয়ে দাঁড়ায় ৫০ ওভারের ম্যাচ। তাতেও অবশ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওভার কমে আরও। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের

সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। ফ্লাড লাইটে নিজেদের চ্যালেঞ্জ জানানোই নজর ছিল রোহিতদের। অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্ট। তার আগে ম্যাচ সিচুয়েশন বুঝে নেওয়া। এই ম্যাচে যে নতুনদেরই বেশি মাত্রায় সুযোগ দেওয়া হবে, প্রত্যাশিতই ছিল। সঙ্গে অ্যাডিলেডের একাদশ কী হতে পারে তারও একটা আভাস। জসপ্রীত বুমরা যেমন বোলিংই করলেন না। তেমনই মাঠে দেখা মিলল না বিরাট কোহলির। এই ম্যাচে বড় প্রাপ্তি শুভমন গিলের পারফরম্যান্স। পারথ টেস্টে ছিলেন না নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করেন লোকেশ রাহুল। আঙুলের চোটে শুভমন গিলও ছিটকে যাওয়ায় তিনে খেলানো হয় দেবদত্ত পাড়িক্কালকে। অ্যাডিলেডে রোহিতের ফেরা নিশ্চিত ছিল। তবে সন্দেহের জায়গা ছিল শুভমনকে নিয়ে। গুঞ্জন ছিল অ্যাডিলেডে তাঁর খেলার অনিশ্চয়তা নিয়ে। স্বস্তি দিলেন শুভমন। প্র্যাক্টিস আগেই শুরু করেছিলেন। গোলাপি বলে প্র্যাক্টিস ম্যাচে ঝকঝকে হাফসেঞ্চুরি শুভমনের। ৬২ বলে ৫০ করে অবসর নেন। সাতটি বাউন্ডারি মারেন শুভমন। ততক্ষণে দলকে জয়ের অনেক ক্লোজ নিয়ে গিয়েছেন। স্যাম কন্টাসের সেঞ্চুরির পরও ভারতের টার্গেট ছিল ২৪১। ৩ রানে আউট ক্যাপ্টেন রোহিত। লোকেশ রাহুল, যশস্বীর পর ব্যাট হাতে ভরসা দেন শুভমন। তাঁর ব্যাটিংয়েই বেশি নজর ছিল। শর্ট আর্ম পুল, ড্রাইভ, কাট সবেতেই স্বচ্ছন্দ দেখায় শুভমনকে। দুর্দান্ত খেলেন নীতীশ রেড্ডি। শেষ দিকে জাডেজার ক্যামিও। ৪৩ ওভারের মধ্যেই ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। তবে লক্ষ্য ছিল ব্যাটিং প্র্যাক্টিস। সে কারণে বাকি ওভারও যাতে ব্যাটিং করা যায় সে দিকে নজর ছিল। সরফরাজ ও ওয়াশিংটন আরও কিছুক্ষণ ব্যাটিং করে যান। সরফরাজ মাত্র ১ রানেই আউট। ম্যাচ প্র্যাক্টিসে নামানো হয় দেবদত্তকে। কোটার ৪৬ ওভারে ২৫৭ রান করে ভারত। ওয়াশিংটন সুন্দরের অপরাজিত ৪২ রান।

সাইদ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন ট্রফির থেকে এক ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে সিন্ধু এবং লক্ষ্য

লখনউ, ১ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ব্যাডমিন্টন বর্তমানে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, যেখানে পুরোনো অভিজ্ঞতা এবং নতুন প্রতিভা একসঙ্গে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছে। এই মুহূর্তে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের দুই সুপারস্টার হলেন পিভি সিন্ধু এবং লক্ষ্য সেন। সাম্প্রতিক এই দুই মহারথী পৌঁছে গিয়েছে সাইদ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। পিভি সিন্ধু, যিনি অলিম্পিকে দুটি পদক জিতেছেন, বর্তমানে ব্যাডমিন্টন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন। অন্যদিকে, তরুণ লক্ষ্য সেন, যিনি কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী, একাধিক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে তার দুর্দান্ত

পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এই দুই তারকার পারফরম্যান্স ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে নতুন করে পরিচিত করে তুলেছে এবং বিশ্বের দরবারে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্প্রতিক সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে, পিভি সিন্ধু একের পর এক সাফল্য অর্জন করছেন। প্রথমেই সেমিফাইনালে ১৭ বছরের উন্নতি হুডাকে মাত্র ৩৬ মিনিটে ২১-১২, ২১-৯ ব্যবধানে পরাজিত করেন। এই জয় তার আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতার প্রমাণ। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছিলেন, 'পারফরম্যান্সে আমি খুবই খুশি। শুরু থেকেই লিড ধরে রাখতে পেরেছি। প্রতিটা মুহূর্তেই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।'' উন্নতি তাঁর সেরাটা দিয়েছে, তবে আমি তাকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দিইনি। সিন্ধুর এই পারফরম্যান্সের পর তার শিরোপা জেতার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার পরবর্তী প্রতিপক্ষ হিসেবে চিনের লুও ইউ উ রয়েছেন, এবং সিন্ধু তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী শীর্ষস্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ট্রফি জেতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, পুরুষদের ব্যাডন্টিনে লক্ষ্য সেনও একটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন। সৈয়দ মোদী চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে, লক্ষ্য সেন জাপানের শোগো ওগাবাকে ২১-৮, ২১-১৪ ব্যবধানে পরাজিত করেন। মাত্র ৪২ মিনিটে এই জয় অর্জন করে তিনি ফাইনালে জায়গা করে নেন। লক্ষ্য সেনের এই অনবদ্য পারফরম্যান্স আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের একটি মাইলফলক। ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছেন সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং জেসন, যিনি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হতে পারেন, তবে লক্ষ্য সেন তার দুর্দান্ত ফর্ম দেখে জয়লাভের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। লক্ষ্য সেনের খেলা তার ধারাবাহিকতা এবং মনোবলের নিদর্শন।

রাজকোটে ফিটনেস টেস্ট মহম্মদ সামির, রিপোর্ট কার্ডে মিলল অজি সফরের টিকিট?

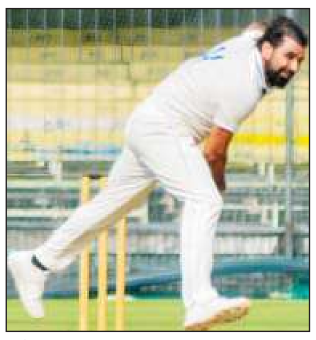

রাজকোট, ১ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট মহলে অন্যতম চর্চিত নাম মহম্মদ সামি। তিনি ৩৬০ দিন পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে কার্যত হইচই ফেলে দিয়েছেন। গত বছর ওডিআই বিশ্বকাপের পর এই গত মাসে বাংলার জার্সিতে রঞ্জিতে তাঁর কামব্যাক হয়েছে। এর মধ্যে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি শুরু হয়েছে। তিনি ১০০ শতাংশ ফিট না হওয়ায় তাঁকে ছাড়াই অজি সফরে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। এই পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝেই ক্রিকেট মহলে আলোচনা শোনা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার শীঘ্রই উড়ে যাবেন সামি। পাশাপাশি এমনও জানা গিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে সামিকে দিতে হবে ফিটনেস টেস্ট। সৈয়দ মুস্তাক আলিতে খেলতে দেখা যাচ্ছে সামিকে। তাঁর দিকে বিশেষ নজর রয়েছে নির্বাচকদের। রাজকোটে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে মুস্তাক আলির ম্যাচে অগ্নিপরীক্ষা হল সামির। রিপোর্ট কার্ডে কী এল? বাংলার হয়ে মুস্তাক আলিতে এ বার পঞ্জাব ও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ১ ও ৩টি উইকেট নিয়েছিলেন সামি। এরপর মিজোরাম ম্যাচে ৪৬ রান খরচ করেন, কিন্তু উইকেট পাননি। বাংলার শেষ ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধেও উইকেটের স্বাদ মেলেনি। তিনি রজত পাতিদারের দলের বিরুদ্ধে খরচ করেন ৩৮ রান। ওই ম্যাচেই সামি খানিক চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু তা গুরুতর নয়। যে কারণে চোটে কোমর ধরে মাঠে বসে পড়ার পরও বোলিং চালিয়ে যান। মহম্মদ সামিকে নজরে রেখেছেন বোর্ডের ক্রীড়াবিজ্ঞানী নীতীন প্যাটেল ও এনসিএর ট্রেনার নিশান্ত বরদলুইরা। রাজকোটেও তাঁর পারফরম্যান্সে নজর রেখেছেন নির্বাচকরা। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেঘালয়। শুরুতে ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ১২৭ তোলে মেঘালয়। ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে সামি খরচ করেছেন ১৬ রান। কিন্তু উইকেটের দেখা পাননি। অর্থাৎ সেই দিক থেকে দেখতে হলে পরপর তিন ম্যাচ উইকেটশূন্য সামি। এই পারফরম্যান্সে কি নির্বাচকদের মন গলাতে পারলেন ভারতীয় পেসার? এ বার দেখার সত্যিই অস্ট্রেলিয়ায় সামিকে পাঠানো হয় কিনা।

অপরাজিত অভিষেক পোড়েল, 'মেঘ' কাটিয়ে অবশেষে জয়ে ফিরল বাংলা

রাজকোট, ১ ডিসেম্বরঃ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে জয়ের হ্যাটট্রিক। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বাংলা টিম গত ম্যাচে হেরেছিল মধ্যপ্রদেশের কাছে। অভিষেকের অনবদ্য ইনিংসে ফের জয়ের রাস্তায় বাংলা। এ দিন মেঘালয়ের বিরুদ্ধে নেমেছিল বাংলা। সামি উইকেট না পেলেও দুর্দান্ত ইকোনমিতে বোলিং করেছেন। তেমনই স্পিনার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ও। বাংলার সামনে টার্গেট ছিল মাত্র ১২৮ রানের। ১১.৫ ওভারের মধ্যেই টার্গেট পূর্ণ বাংলার। সৌজন্যে দুই ওপেনারের দাপট। বাংলাকে অস্বস্তিতে রাখল মিডল অর্ডার। টস জিতে ব্যাটিং নেয় মেঘালয়। ওপেনাররা সতর্ক শুরু করেন। অরিয়েন সাংমা ও অর্পিত ভাটেওয়ারা যথাক্রমে ৩৭ ও ২৪ রান করেন। পরপর উইকেট নিয়ে মেঘালয়কে চাপে ফেলে বাংলা। মিডল অর্ডারে ল্যারি সাংমা ২১ বলে ৩৮ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। বাংলার স্লিং অ্যাকশনের পেসার সায়ন ঘোষ দুটি, স্পিনার প্রয়াস রায় বর্মন ২টি এবং ঋত্বিক ১ উইকেট নেন। রান তাড়ায় শুরু থেকেই বিধ্বংসী অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল। গত ম্যাচে শুরুটা ভালো হলেও বড় রান পাননি। আইপিএলে এ বার অভিষেক পোড়েলকে রিটেন করেছে দিল্লি ক্যাপিটাল। সৈয়দ মুস্তাক আলিতে দুর্দান্ত ফর্মে বাংলার এই কিপার ব্যাটার। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১ বলে ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেললেন। আর এক ওপেনার করণ লাল ১৬ বলে ৪২ রান করেন। যদিও তিন-চার-পাঁচে নামা শাকির হাবিব গান্ধী, রনজ্যো খাইরা ও ক্যাপ্টেন সুদীপ ঘরামি তিনজনই ২ বল করে খেলে শূন্য রানে ফেরেন। অভিষেকের সঙ্গে ১৮ রানের অপরাজিত ইনিংস ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের।

প্রথমার্ধে গোলের বৃষ্টি ঝরিয়ে দু'য়ে আর্সেনাল

ছয় মিনিটের মধ্যে দুই পাশের দুই জালে বল জড়াল চারবার, আগে-পরে মিলিয়ে গোল হলো তিনটি। মুড়ি-মুড়কির মতো গোল হলেও, ম্যাচে লড়াই অবশ্য হলো না একটুও। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে গুঁড়িয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে ফিরল আর্সেনাল।

লন্ডন, ১ ডিসেম্বরঃ লন্ডন স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৫-২ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল। গতবারের রানার্সআপদের পাঁচ গোলদাতা হলেন-গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস, লেয়ান্দ্রো ত্রোসার, মার্টিন ওডেগোর, কাই হাভার্টজ ও বুকায়ো সাকা। অধিকাংশ সময় পজেশন রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও একচেটিয়া আধিপত্য করে আর্সেনাল। প্রথমার্ধে গোলের জন্য ১০ শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রেখে পাঁচটিতেই সফল হয় তারা। ওয়েস্ট হ্যাম লক্ষ্যে তিন শট নিয়ে দুটি পাঠায় জালে। দুই দলের এমন দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে আরও গোলের প্রত্যাশা জাগলেও, বিরতির পর যদিও তা আর হয়নি। ১৩ ম্যাচে সাত জয় ও চার ড্রয়ে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। সমান ২৩ পয়েন্ট নিয়ে পরের দুটি স্থানে ব্রাইটন ও ম্যানচেস্টার সিটি। শিরোপাধারী সিটি অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। সিটির সমান ১২ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। আরও একবার ধীরগতির ফুটবলে শুরুর পর আচমকা সেট পিসে এগিয়ে যায় আর্সেনাল এবং গত মরসুমে প্রতিপক্ষের গোলমুখে গাব্রিয়েলকে যা করতে দেখা গেছে বারবার, ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার সেটাই করলেন আবার। দশম মিনিটে বুকায়ো সাকার কর্নারে হেডে দলকে এগিয়ে নেন গাব্রিয়েল। ২০২৩ সালের শুরু থেকে প্রিমিয়ার লিগে তার (৮) সমান বা বেশি হেড থেকে গোল করেছেন কেবল অলি ওয়াটকিন্স (১০), আর্লিং হলান্ড (৮) ও ক্রিস উড (৮)। ২০২০-২১ মরসুমে ফরাসি ক্লাব লিল থেকে আর্সেনালে যোগ দেন গাব্রিয়েল। সেই থেকে প্রিমিয়ার লিগে হেডে ১৭টি গোল করেছেন তিনি অন্য যে কোনো ডিফেন্ডারের থেকে

অন্তত ৬টি বেশি (কুট জুমা ১১টি) চাপ ধরে রেখে ২৭তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্সেনাল। ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢোকা সাকাকে বাধা দিতে এগিয়ে যান গোলররক্ষক, সুযোগ বুঝে সাকা পাস বাড়ান বাঁ দিকে। অনায়াসে ফাঁকা জালে বল পাঠান বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড ত্রোসার। এরপর যেন খেই হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট হ্যাম। খানিক বাদে দুই মিনিটের ব্যবধানে আরও দুটি গোল হজম করে তারা। লুকাস পাকেতা বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ৩৪তম মিনিটে ওই স্পট কিক থেকেই স্কোরলাইন ৩-০ করেন আর্সেনাল অধিনায়ক ওডেগোর। এরপর, দারুণ এক প্রতি-আক্রমণে সতীর্থের থ্রু পাস দুই ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আগুয়ান গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে জালে পাঠান হাভার্টজ। তৃতীয় গোল হজমের পরই হতাশায় কিছু আয়োজক সমর্থক গ্যালারি ছাড়তে শুরু করেন। হাভার্টজের গোলে তাদের সেই চেষ্টায় আরও গতি পায়। তবে মুহূর্তেই বদলে যায় মাঠের চিত্র। ঠিক দুই মিনিটের ব্যবধানে তারাও দুবার আর্সেনালের জালে বল পাঠিয়ে লড়াই জমিয়ে দেয়। ইংলিশ ডিফেন্ডার অ্যারন ওয়ান-বিসাকা ব্যবধান কমানোর পর, অসাধারণ ফ্রি কিকে স্কোরলাইন ৪-২ করেন ডিফেন্ডার এমেরসন। ওয়েস্ট হ্যামের দারুণ কিছুর আশা অবশ্য বিরতির আগে আরেক দফা ধাক্কা খায়। গাব্রিয়েল ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় আর্সেনাল এবং সাকার সফল স্পট কিকে ফের তিন গোলের ব্যবধানে এগিয়ে যায় দলটি। এমন মুহুর্মুহু গোলে পুরোনো এক রেকর্ডও স্পর্শ করেছে এই ম্যাচ। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এর আগে তিনটি ম্যাচে প্রথমার্ধে সমান ৭টি গোল হয়েছিল ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স-লিডস ইউনাইটেড (প্রথমার্ধে ৩-৪), ২০০৭ সালের এপ্রিলে ব্র্যাডফোর্ড সিটি-ডার্বি কাউন্টি (প্রথমার্ধে ৪-৩) ও ২০১২ সালের ডিসেম্বরে রিডিং-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (প্রথমার্ধে ৩-৪)। ওই তিন ম্যাচের মধ্যে কেবল একটিতে দ্বিতীয়ার্ধে আরেকটি গোলের দেখা মিলেছিল ব্র্যাডফোর্ড ও ডার্বির মধ্যকার ম্যাচটি ৪-৪ ড্র হয়েছিল। অন্য দুই ম্যাচের মতো এদিনও মিলল না আরও কোনো গোলের দেখা। বিরতির পর দুই দলের আক্রমণেই ধার কমে যায়। ভালো একটি সুযোগ অবশ্য তৈরি করেন ওডেগোর তবে তার নিচু শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক। প্রিমিয়ার লিগে চারটি ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একটি মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে জয়হীন থাকার পর, আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি শেষে ফের যেন ছন্দে ফিরেছে আর্সেনাল। এই নিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচ জিতল তারা, আর এই ম্যাচগুলোয় তারা গোল করল ১৩টি।

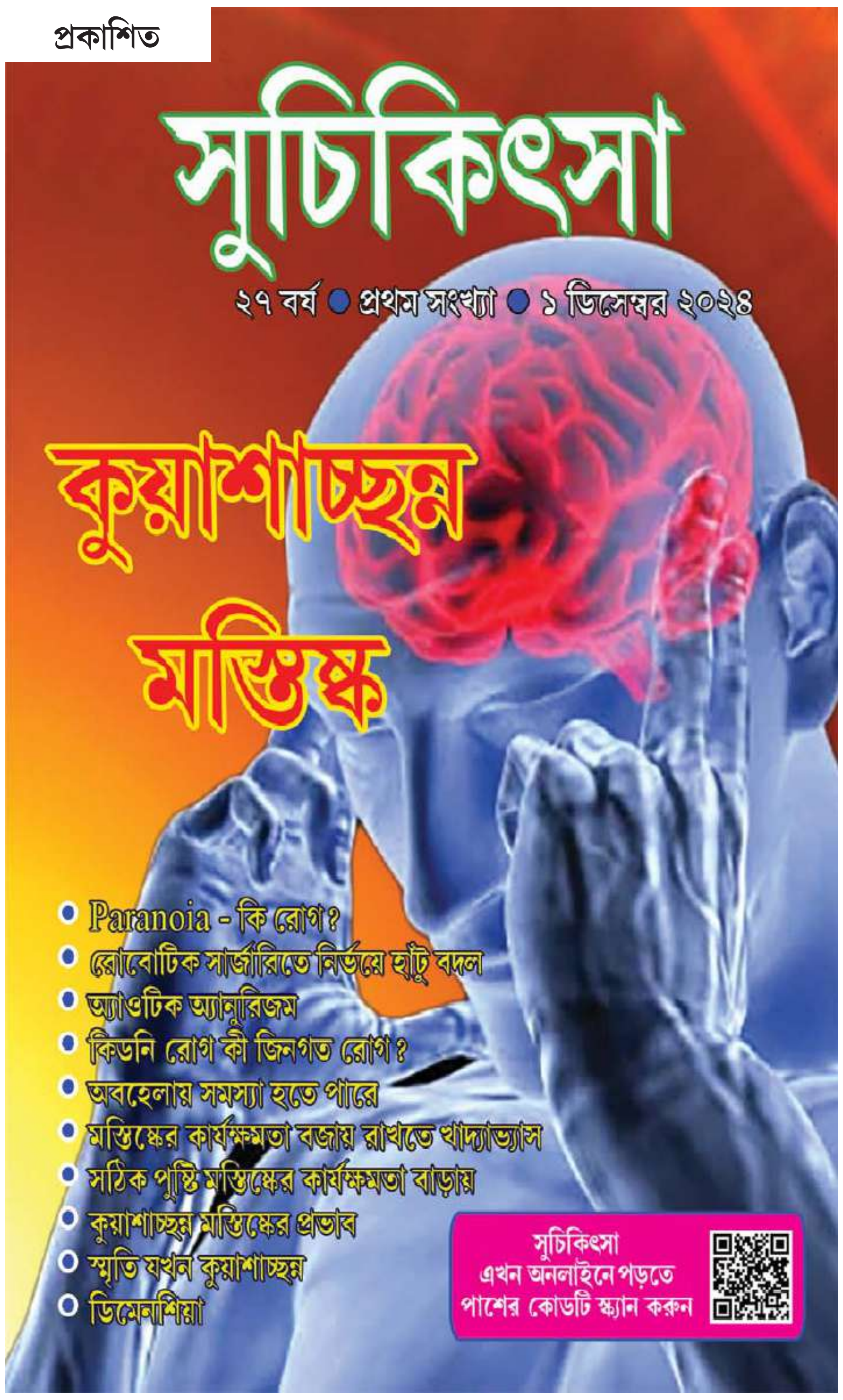

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com